সাহাবা জীবনের বিরল বিচিত্র
বিস্ময়কর ঘটনাবলী

আলোর কাফেলা

দ্বিতীয় খণ্ড

ড. আব্দুর রহমান রাফাত পাশা [রহ.]

সাহাবা জীবনের বিরল বিচিত্র
বিস্ময়কর ঘটনাবলী

দ্বিতীয় খণ্ড

মূল
ডঃ আব্দুর রহমান রাফাত পাশা রহ.
[বিখ্যাত আরবী সাহিত্যিক ও ভাষাবিদ]

অনুবাদ
মাওলানা নাসীম আরাফাত
শিক্ষক, জামিয়া শারইয়্যাহ, মালিবাগ, ঢাকা

(অভিজাত মুদ্রণ ও প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান)
ইসলামী টাওয়ার (দোকান নং-৫)
১১, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

আলোর কাফেলা দ্বিতীয় খণ্ড

মূল ঃ ডঃ আব্দুর রহমান রাফাত পাশা রহ.
অনুবাদ ঃ মাওলানা নাসীম আরাফাত

প্রকাশক
মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান খান
মাকতাবাতুল আশরাফ
(অভিজাত মুদ্রণ ও প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান)
ইসলামী টাওয়ার (দোকান নং-৫)
১১, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন ঃ ৭১৬৪৫২৭, ০১৭১১-১৪১৭৬৪

প্রকাশকাল
জুলাই ২০০৮ ঈসায়ী
রজব ১৪২৯ হিজরী

প্রচ্ছদ ঃ ইবনে মুমতায
গ্রাফিক্স ঃ সাইদুর রহমান

মুদ্রণ ঃ **মুত্তাহিদা প্রিন্টার্স**
(মাকতাবাতুল আশরাফের সহযোগী প্রতিষ্ঠান)
৩/২, পাটুয়াটুলী লেন, ঢাকা-১১০০

ISBN : 984-70250-0005-6

মূল্য : একশত ত্রিশ টাকা মাত্র।

ALOR KAFELA -2 Part
By Dr. Abdur Rahman Rafat Pasha [Rh.]
Translated by Maulana Naseem Arafat
Price : TK. 130.00 US $ 9.00 only

'আব্বা'

জান্নাতুল ফিরদাউস কামনা করি যাঁর

বিগলিত নয়নে।

অধম, নাসীম আরাফাত

যে সকল সাহাবায়ে কেরামের বিরল বিচিত্র ও বিস্ময়কর ঘটনাবলী নিয়ে আলোর কাফেলা- এর প্রথম খণ্ড

* হযরত সাঈদ ইবনে আমের জুমাহী [রাযি.]
* হযরত তুফাইল ইবনে আমর দাউসী [রাযি.]
* হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে হুযাফা সাহমী [রাযি.]
* হযরত উমাইর ইবনে ওহাব [রাযি.]
* হযরত বারা ইবনে মালেক আনসারী [রাযি.]
* হযরত উম্মে সালামা [রাযি.]
* হযরত সুমামা ইবনে উসাল [রাযি.]
* হযরত আবু আইয়ূব আনসারী [রাযি.]
* হযরত আমর ইবনে জামূহ [রাযি.]
* হযরত আবদুল্লাহ ইবনে জাহাস [রাযি.]
* হযরত আবু উবায়দা ইবনে জাররাহ [রাযি.]
* হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ [রাযি.]
* হযরত সালমান ফারসী [রাযি.]
* হযরত ইকরিমা ইবনে আবু জাহল [রাযি.]
* হযরত যায়দুল খাইর [রাযি.]
* হযরত আদী ইবনে হাতেম তাঈ [রাযি.]
* হযরত আবু যর গিফারী [রাযি.]
* হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতূম [রাযি.]
* হযরত মাজযাআহ্ ইবনে সাউর [রাযি.]

অনুবাদকের কথা

আল্লাহ যাঁদেরকে তাঁর প্রিয়নবীর সাহচর্যের জন্য নির্বাচিত করেছিলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যাঁদেরকে মনের মাধুরী দিয়ে কিয়ামত পর্যন্ত সর্বস্তরের মানব গোষ্ঠির হিদায়াতের জন্য তিলে তিলে গড়ে তুলেছেন, যাঁদেরকে বিশ্ব নেতৃত্বের জন্য বিনির্মাণ করেছেন, যাঁদেরকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় কণ্ঠে দিশেহারা মানবতার জন্য হিদায়াতের আলোকোজ্জ্বল তারকা রূপে অভিহিত করেছেন তাঁরাই হলেন সাহাবায়ে কেরাম।

রাসূলের পর এ উম্মতের মাঝে তাঁরাই হলেন সর্বশ্রেষ্ঠ। তাই তাঁদের জীবনালেখ্য আমাদের জীবন পাথেয়। তাঁদের আলোচনা আমাদের হিদায়াত। তাঁদের অনুসরণ আমাদের চিরমুক্তির প্রতিশ্রুতি।

অনূদিত এ গ্রন্থটির মূল 'সুয়ারুম মিন হায়াতিস সাহাবা'। লেখক আরবী ভাষায় তাঁর অন্তরের সবটুকু মহব্বত ঢেলে দিয়ে কলমের আঁচড়ে গ্রন্থটিকে করেছেন কালজয়ী, যুগোত্তীর্ণ। তিনি তাঁর হৃদয়ের আবেগ-অনুভূতি, অপূর্ব রচনাশৈলী, শব্দচয়নের অনন্য দক্ষতা, বর্ণনাভঙ্গির অসম পাণ্ডিত্য আর ভাষার সাবলীলতা আর তরঙ্গময়তা দিয়ে মুহূর্তে পাঠকের হৃদয়কে মোহাবিষ্ট করে তুলেন। পাতার পর পাতা উল্টিয়ে বহুদূর চলে যেতে বাধ্য করেন।

তাই আরব বিশ্বের ঘরে ঘরে আজ এ গ্রন্থটি বেশ সমাদৃত। এর সাহিত্য-উচ্চমান বজায় রেখে, সাহিত্য-রস, উপমা

উৎপ্রেক্ষার বৈশিষ্ট্য রক্ষা করে ভাষান্তর করা এক দুরূহ ব্যাপার। তবুও সবার ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টির আশ্বাসবাণী শুনিয়ে এ দুরূহ কাজটির দায়িত্ব আমার কাঁধেই তুলে দিলেন মাকতাবাতুল আশরাফের স্বত্বাধিকারী মাওলানা মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান খান। আল্লাহ তাঁর প্রকাশনীকে কবুল করুন আর তাঁর দূরদর্শিতাকে প্রখর করুন। এরপর তা প্রকাশেরও দায়িত্ব নিলেন। তাই আমি তাঁর কাছে চির কৃতজ্ঞ।

তবে আমাদের দীর্ঘ চেষ্টা সাধনা আর মেহনত তখনই সফল হবে যখন আমরা এ গ্রন্থ থেকে হিদায়াতের আলো গ্রহণ করে জীবন চলার পথে তা বাস্তবায়নে এগিয়ে আসব। আল্লাহ আমাদের সবাইকে তাওফীক দান করুন। আমীন।

নাসীম আরাফাত
৪০৩/এ খিলগাঁও চৌরাস্তা
ঢাকা-১২১৯

প্রকাশকের কথা

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

হজ্জের সময় বাইতুল্লাহ শরীফের দক্ষিণে অবস্থিত ছোট একটি লাইব্রেরী থেকে 'সুওয়ারুম মিন হায়াতিস সাহাবাহ' নামক একটি চমৎকার কিতাব ক্রয় করি। নামায, তাওয়াফ, তিলাওয়াত ও হজ্জের অন্যান্য কার্যাদির ফাঁকে ফাঁকে যখনই একটু অবসর পেতাম কিতাবটি নিয়ে বসে যেতাম, এমনকি মিনা, আরাফাহ ও মুজদালিফার ব্যস্ততম দিনগুলোতেও কিতাবটি সাথে রেখেছি এবং সামান্য সুযোগেও সেটা পড়ার কাজ অব্যাহত রেখেছি।

কিতাবটি আমার এতই পছন্দ হয়েছে যে, মদীনা শরীফে যখন এই একই কিতাব মক্কা শরীফের চেয়ে দশ রিয়াল কমে পেলাম, তখন এক স্নেহাস্পদকে হাদীয়া দেওয়ার জন্য আরো একটি কপি ক্রয় করলাম। এই পবিত্র সফরে অনেক মুরুব্বীকেও এর বিভিন্ন জায়গা থেকে অনুবাদ করে শুনিয়েছি। তাঁরা সকলেই মুগ্ধ হয়ে শুনেছেন এবং বঙ্গানুবাদের পরামর্শ দিয়েছেন। কিন্তু নিজের অযোগ্যতার দরুন কখনোই এ দুঃসাহসী পদক্ষেপ নেওয়ার হিম্মত হয়নি।

পরবর্তীতে যখন লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখক ও অনুবাদক বন্ধুবর মাওলানা নাসীম আরাফাতের সাথে এ ব্যাপারে আলোচনা হলো তখন তিনি অনুবাদ করার ব্যাপারে আন্তরিকভাবে আগ্রহ প্রকাশ করলেন এবং বললেন, এই কিতাবটি অনেক আগেই আমি পড়েছি, এর কিছু কিছু অংশের অনুবাদ করে বিভিন্ন পত্রিকায়ও ছাপিয়েছি; এ কিতাবের প্রতি আমারও খুবই আগ্রহ আছে। তিনি অনুবাদের দায়িত্ব নিলেন এবং মূল কিতাবের এক-তৃতীয়াংশের অনুবাদ করে আমাকে পৌঁছালেন। আমি তা অনেকটা যাদুগ্রস্তের মতোই খুব অল্প সময়ে পড়ে ফেললাম। আমার মনে হলো

অনুবাদ মূলের মত সাবলীল ও সুন্দর হয়েছে। তাই খুবই যত্নের সাথে এর প্রচ্ছদ ও মুদ্রণের কাজ শুরু করলাম। পাঠকমাত্রই এই যত্নের ছাপ অনুভব করবেন ইনশাআল্লাহ।

উল্লেখ্য মূল আরবী কিতাবটি মোট সাত খণ্ড কিন্তু বড় এক ভলিউমে বাধাই করা। আমরা আমাদের পাঠকদের সামর্থ্য ও রুচিবোধ বিবেচনা করে অনুবাদকে তিন খণ্ডে প্রকাশ করার পরিকল্পনা নিয়েছি। যাতে বহন ও পাঠ করা সহজ হয়। সতেরজন সাহাবীর জীবনের বিরল, বিচিত্র ও বিস্ময়কর ঘটনাবলী নিয়ে আলোর কাফেলা-এর দ্বিতীয় খণ্ড এখন আপনাদের হাতে।

প্রচ্ছদ, অঙ্গসজ্জা সুন্দর ও বইটিকে ত্রুটিমুক্ত করার জন্য আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি। তারপরও যদি কারো দৃষ্টিতে কোন অসঙ্গতি ধরা পড়ে তাহলে আমাদেরকে অবগত করলে পরবর্তী সংস্করণে সংশোধন করে নিবো ইনশাআল্লাহ।

আল্লাহ পাক আমাদের জীবনকেও তাঁর প্রিয়নবীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) প্রিয় সাহাবীদের জীবনের ছাঁচে ঢেলে সাজানোর তাওফীক দান করুন। আমীন।

বিনীত

মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান খান

মাকতাবাতুল আশরাফ

১১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

সূচীপত্র

লেখকের দু'আ

হে আল্লাহ!

আমি আপনার নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীদেরকে গভীরভাবে সততার সাথে ভালবেসেছি। সুতরাং কিয়ামত দিবসে তাদের যে কোন একজনের নিকট আপনি আমাকে সমর্পণ করুন।

হে আরহামুর রাহেমীন!

আপনি জানেন, আমি একমাত্র আপনার সন্তুষ্টির জন্যই তাদেরকে ভালবেসেছি।

–আবদুর রহমান রাফাত পাশা

হযরত ওসাইদ ইবনে হুযাইর রাযি.

تِلْكَ الْمَلَائِكَةُ كَانَتْ تَسْتَمِعُ إِلَيْكَ ... يَا أُسَيْدُ!

(محمد رسول الله)

হে ওসাইদ! তা একটি ফেরেশ্‌তারদল, তারা তোমার কুরআন তিলাওয়াত শুনছিল

–মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

হযরত ওসাইদ ইবনে হুযাইর রাযি.

ইসলামী ইতিহাসে সুপরিচিত সেই সুসংবাদদানকারী প্রথম কাফেলার সাথে ইয়াসরিবে এলেন মক্কার যুবক হযরত মুসআব ইবনে ওমাইর রাযি.। তারপর তিনি খাযরাজ বংশের এক সম্মানিত ব্যক্তিত্ব আস'আদ ইবনে যুরারার নিকট অবস্থান করলেন। তিনি তাঁর বাড়ির একাংশকে তাঁর অবস্থানক্ষেত্র এবং আল্লাহর দিকে আহবান ও মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুয়তের সুসংবাদকে ছড়িয়ে দেয়ার কেন্দ্র হিসাবে গ্রহণ করলেন। ইসলামের দিকে আহবানকারী যুবক হযরত মুসআব ইবনে উমাইরের মজলিসগুলোতে ইয়াসরিবের সন্তানরা দলে দলে আসতে লাগল।

তাঁর ভাষার মধুরতা, দলীল-প্রমাণের স্পষ্টতা, চারিত্রিক কোমলতা, আর ঈমানের দ্বীপ্তি যা সুন্দর কমনীয় চেহারাকে আলোকময় করে রাখত। তাদেরকে তার মজলিসসমূহে যোগদান করতে উদ্বুদ্ধ ও উৎসাহিত করত।

এসব কিছুর উর্ধে আরেকটি মহান বিষয় তাদেরকে তার দিকে নিরন্তর আকর্ষণ করত, তা হল এই কুরআন, যার সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ থেকে কিছু কিছু মাঝে-মধ্যে তিনি তাঁর আবেগ ভরা কোমল কণ্ঠে, তাঁর সুমিষ্ট মর্মস্পর্শী স্বরে তিলাওয়াত করতেন। ফলে পাষাণ হৃদয়সমূহ গলে যেত, অবাধ্য অশ্রুধারা প্রবাহিত হত। তাই বেশ কিছু মানুষ ঈমান আনার ও ঈমানের কাফেলায় মিলিত হওয়ার পরই তাঁর প্রত্যেকটি মজলিস ভাঙ্গত।

*** *** ***

একদিনের ঘটনা।

বনু আব্দুল আশহালের একদল লোকের সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য এবং তাদের নিকট ইসলাম ধর্মের কথা পেশ করার জন্য আসআদ ইবনে যুরারা ইসলামের দিকে আহবানকারী তাঁর মেহমান হযরত মুসআব ইবনে

উমাইরকে নিয়ে বেরিয়ে গেলেন। তাঁরা বনু আব্দুল আশহালের একটি বাগানে প্রবেশ করলেন। খর্জুর কুঞ্জের ছায়ায় সুমিষ্ট পানি ভরা এক কুপের পাশে বসলেন।

তখন হযরত মুসআব ইবনে উমায়েরের চারপাশে একদল লোক ঘিরে বসল, যাঁরা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছে। আরেক দল লোক বসল, যারা তাঁর কথা শুনতে চায়। হযরত মুসআব ইবনে উমায়ের তাদেরকে সত্যের দিকে আহবান করতে লাগলেন। তাদের সুসংবাদ দিতে লাগলেন। লোকেরা নীরবে শুনছে। তাঁর চমৎকার বর্ণনায় আকর্ষিত হচ্ছে।

*** *** ***

ইতিমধ্যে আউস গোত্রের দুই সরদার ওসাইদ ইবনে হুযাইর ও সাআদ ইবনে মুয়াযের নিকট জনৈক ব্যক্তি এসে বলল, মক্কার সেই আহবানকারী ব্যক্তিটি তাদের বস্তির নিকটে অবস্থান করছে আর আসআদ ইবনে যুরারাই তাকে এ কাজে উদ্বুদ্ধ করছে।

তাই সাআদ ইবনে মুয়ায ওসাইদ ইবনে হুযাইরকে বললেন,

হে ওসাইদ! তোমার এ কী হল! চল আমরা মক্কার এই যুবকের নিকট যাই। সে তো আমাদের পল্লীতে এসে আমাদের দুর্বলদের ইসলাম গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করছে,আমাদের ইলাহদের বোকা বানাচ্ছে। তাকে তুমি সতর্ক করে দাও। শাসিয়ে দাও যেন আজকের পর আর আমাদের পল্লীতে না আসে।

তারপর বলতে লাগল, যদি সে আমার খালাত ভাই আসআদ ইবনে যুরারার আতিথেয়তায় না থাকত এবং তার নিরাপত্তায় না থাকত তাহলে এ কাজে আমিই যথেষ্ট হতাম।

*** *** ***

ওসাইদ তার বর্শাটি নিল। তারপর বাগানের দিকে রওনা হয়ে গেল। আসআদ ইবনে যুরারা তাকে আসতে দেখে মুসআবকে বললেন,

মুসআব! ঐ দেখ, ওসাইদ ইবনে হুযাইর আসছে। ইনি তার গোত্রের সরদার। জ্ঞানবুদ্ধিতে তিনি তাদের মাঝে প্রখর। চারিত্রিক সুষমায় তিনি তাদের মাঝে পরিপূর্ণ।

যদি সে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে তাহলে অনেকে তা গ্রহণ করবে। সুতরাং তাকে উপদেশ দানে তুমি সত্যনিষ্ঠ হও এবং উত্তম পন্থায় তার নিকট ইসলাম পেশ কর।

*** *** ***

সমবেত মানুষের মাঝে এসে ওসাইদ ইবনে হুযাইর দাঁড়ালেন। মুসআব ও তাঁর সাথীদের দিকে তাকিয়ে বললেন,

ঃ তোমরা কেন আমাদের পল্লীতে এলে আর কেন আমাদের দুর্বলদের ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ হলে? যদি তোমাদের প্রাণের মায়া থাকে তাহলে এ পল্লী ছেড়ে চলে যাও।

তখন মুসআব ঈমানের নূরে আলোকময় উজ্জ্বল তাঁর চেহারাটি ওসাইদের দিকে ফিরালেন। সত্যনিষ্ঠ মর্মস্পর্শী কণ্ঠে তাকে সম্বোধন করে বললেন,

ঃ হে সরদার! এর চেয়ে অধিক ন্যায় বিষয়ের প্রতি কি আপনার আকর্ষণ আছে?

ওসাইদ বলল, তা কী?

মুসআব বললেন, আপনি আমাদের পাশে বসবেন। আমাদের কথা শুনবেন। আমরা যা বলি তা যদি ভাল না লাগে তাহলে আমরা আপনাদের পল্লী ছেড়ে চলে যাব। আর ফিরে আসব না।

ওসাইদ বলল,তুমি ন্যায় সঙ্গত কথা বলেছ। তারপর সে তার বর্শাটি মাটিতে গেঁথে বসে পড়ল।

মুসআব তার নিকট ইসলামের হাকীকত ও তত্ত্বকথা বর্ণনা করতে লাগলেন। কুরআনের কিছু কিছু আয়াতও তিলাওয়াত করতে লাগলেন। ফলে তার কপালের রেখাগুলো প্রসারিত হল। চেহারা আলোকোজ্জ্বল হল। বলল, তোমার এই কথা কতোই না সুন্দর! আর তুমি যা তিলাওয়াত করেছ তা কতোই না মহান!

ইসলাম গ্রহণ করতে চাইলে তোমরা কী কর!?

মুসআব তাকে বললেন, তুমি গোসল করবে, তোমার কাপড় পরিস্কার করবে এবং সাক্ষ্য দিবে

أَشْهَدُ أَنْ لآ إِلـــهَ الا اللهُ و أَشْهَدُ أنَّ مُحَمَّدا رَّسُولُ الله

অর্থঃ আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই আর সাক্ষ্য দিচ্ছি, মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল। তারপর দু'রাকাত নামায আদায় করবে।তখন ওসাইদ কূপের নিকট গেল। পবিত্রতা অর্জন করল ও বলল,

أَشْهَدُ أَنْ لآ إِلـــهَ الا اللهُ و أَشْهَدُ أنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ الله

তারপর দু'রাকাত নামায আদায় করল।

সে দিন ইসলামের বীর যোদ্ধাদের সারিতে আরবের আলোকিত ও দর্শনীয় এক অশ্বারোহী, হাতে গোনা আউসের এক সরদার এসে যোগ দিলেন।

জ্ঞানের পরিপক্কতা ও বংশীয় উঁচু মর্যাদার কারণে তাঁর গোত্রের লোকেরা তাঁকে "কামেল" উপাধি দিয়েছিল। এর কারণও ছিল যে তিনি অসি ও মসির অধিকারী ছিলেন। অশ্বচালনা ও অব্যর্থ তীরান্দাজীর সাথে সাথে তিনি এমন এক সমাজে লিখতে ও পড়তে জানতেন যে সমাজে লেখা ও পড়ায় সক্ষম ব্যক্তি খুঁজে পাওয়া ছিল দুর্লভ।

তাঁর ইসলাম গ্রহণ সা'আদ ইবনে মুআযের ইসলাম গ্রহণের কারণ হল।

আর মদীনা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হিজরতের ক্ষেত্র হওয়ার ও বিশাল ইসলামী সালতানাতের প্রাণকেন্দ্র ও আশ্রয়স্থল হওয়ার কারণ হল।

*** *** ***

প্রেমিক প্রেমাস্পদকে ভালবাসার ন্যায় ওসাইদ ইবনে হুযাইর মুসআব ইবনে ওমাইর থেকে কুরআন শোনার পর থেকে কুরআনকে ভালবাসতেন। অগ্নিময় উত্তপ্ত দিবসে মিষ্টি পানির ঘাটে তৃষ্ণার্ত ব্যক্তি ছুটে আসার মতোই তিনি কুরআনের দিকে ছুটে আসলেন।

তাই তাকে দেখা যেত, তিনি আল্লাহর পথে বিজয়ী মুজাহিদ বা কুরআন তিলাওয়াতে বিভোর।

তাঁর কণ্ঠ ছিল কোমল, উচ্চারণ ছিল সুস্পষ্ট ,মর্মকে ব্যক্ত করা ছিল দ্যুতিময়। রাত নীরব নিঝুম হয়ে পড়লে, মানুষ ঘুমিয়ে পড়লে, হৃদয় নির্মল হয়ে পড়লে কুরআন তিলাওয়াত তাঁর নিকট ভাল লাগত।

সাহাবায়ে কেরাম তাঁর কুরআন তিলাওয়াতের সময়ের প্রতি উৎসুক হয়ে লক্ষ্য রাখতেন এবং তিলাওয়াত শুনতে ছুটে যেতেন।

হায় কতো ভাগ্যবান ঐ ব্যক্তিরা, যাঁরা তাঁর সজীব সতেজ কুরআন তিলাওয়াত শুনতে ঐভাবে পেরেছে যেমনিভাবে তা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর অবতীর্ণ হয়েছে।

আকাশের ফেরেশতারা তাঁর তিলাওয়াতের মাধুর্যের সন্ধান পেয়েছে যেমন তা পৃথিবীর মানুষেরা পেয়েছে।

এক রাতের ঘটনা। ওসাইদ ইবনে হুযাইর রাযি. বাড়ির উঠানে বসে আছেন। তাঁর ছেলে ইয়াহইয়া তার পাশে ঘুমিয়ে আছেন। আর আল্লাহর পথে জিহাদের জন্য প্রস্তুতকৃত ঘোড়াটি অদূরে বাঁধা। রাত নীরব নিস্তব্ধ। আকাশের পৃষ্ঠ নির্মল চমৎকার। তারকার চোখগুলো ঘুমন্ত পৃথিবীর দিকে মমতা ও ভালবাসায় ভরা দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে।

তখন এ কোমল স্নিগ্ধ পরিবেশকে কুরআনের সৌরভে সুবাসিত করতে তাঁর হৃদয় অস্থির হয়ে উঠল। তাই তিনি তাঁর মমতায় ভরা কোমল কণ্ঠে কুরআন তিলাওয়াত শুরু করলেন।

الم (١) ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ (٢) الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلوةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ (٣) وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ (٤)

আলিফ...লাম... মীম... এটা ঐ কিতাব, যার মাঝে কোন সন্দেহ নেই। যা মুত্তাকীদের জন্য পথপ্রদর্শক; যাঁরা গায়বের প্রতি ঈমান আনে,নামায কায়েম করে, আমি যে অর্থসম্পদ দিয়েছি তা থেকে ব্যয়

করে, আপনার নিকট যা অবতীর্ণ করা হয়েছে ও আপনার পূর্ববর্তীদের উপর যা অবতীর্ণ করা হয়েছে তার প্রতি ঈমান আনে। আর পরকালের প্রতি তাঁরা নিশ্চিত বিশ্বাস রাখে। (সূরা বাকারা ঃ ১-৪)

ইতিমধ্যে সহসা শুনতে পেলেন, তাঁর ঘোড়াটি এমনিভাবে একটি চক্কর দিলো যে, যার কারণে রশিটি প্রায় ছিড়ে যাওয়ার উপক্রম হল। তাই তিনি নীরব হয়ে গেলেন। সাথে সাথে তাঁর ঘোড়াটি শান্ত হয়ে গেল। স্থির হয়ে গেল।

তিনি আবার তিলাওয়াত শুরু করলেন,

أُولِئكَ عَلى هُدىً من رَّبهم وَأُولئكَ هُمُ الْمُفْلحُونَ

অর্থঃ তারাই তাদের রবের হিদায়াতে অধিষ্ঠিত রয়েছে আর তারাই সফলকাম। (সূরা বাকারা-৫)

তখন ঘোড়াটি পূর্বের তুলনায় আরো বেশী প্রবল ও প্রচন্ডতার সাথে একটি চক্কর দিল।

তিনি নীরব হয়ে গেলেন

ঘোড়াটি শান্ত হয়ে গেল

এ ঘটনাটি কয়েকবার ঘটল। তিনি কুরআন তিলাওয়াত শুরু করলেই ঘোড়াটি লাফিয়ে উঠে, ক্ষীপ্ত হয়। আর তিনি নীরব হলে ঘোড়াটি শান্ত ও স্থির হয়।

তিনি সংকিত হয়ে উঠলেন। ভাবলেন, হয়তো ঘোড়াটি তাঁর ছেলে ইয়াহইয়াকে পদদলিত করবে। তাই তাকে জাগ্রত করার জন্যে এগিয়ে গেলেন। তখন আকাশের দিকে তাঁর দৃষ্টি আটকে গেল। দেখলেন, তাবুর ন্যায় একটি মেঘখণ্ড। এর চেয়ে সুন্দর ও চমৎকার মেঘখণ্ড চোখ অবলোকন করেনি। লণ্ঠনের মতো বহু বাতি তাতে ঝুলে আছে। ফলে দিগ-দিগন্ত তার আলো ও দ্যূতিতে ভরে ফেলেছে। মেঘখণ্ডটি উর্ধ্বাকাশে উঠতে উঠতে দৃষ্টির আড়ালে চলে গেল।

সকালে তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট গেলেন এবং যা দেখেছেন তার সংবাদ দিলেন। তখন নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,

تلْكَ مَلَائكَةٌ كَانَتْ تَسْمَعُ لَكَ يَا أُسَيْدُ وَلَوْ أَنكَ مَضَيْتَ فِيْ قرآءَتكَ لَرآهَا النَّاس وَلَمَ تَسْتَترْ منْهُم

হে ওসাইদ! তা একটি ফেরেস্তার দল। তারা তোমার কুরআন তিলাওয়াত শুনছিল... যদি তুমি তোমার তিলাওয়াতকে অব্যাহত রাখতে তাহলে লোকেরা তাদের দেখত। তারা তাদের থেকে লুকাত না।

*** *** ***

হযরত ওসাইদ ইবনে হুযাইর রাযি. যেমনিভাবে আল্লাহর কিতাবের প্রতি আকৃষ্ট ছিলেন ঠিক তেমনি ভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতিও আকৃষ্ট ছিলেন। তাই তিনি তখনই অধিক নির্মল হতেন, অধিক স্বচ্ছ ও বলিষ্ঠ ঈমানের অধিকারী হতেন

যখন তিনি কুরআন তিলাওয়াত করতেন

যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বক্তৃতা দিতেন বা আলোচনা করতেন আর তিনি তাঁর দিকে তাকিয়ে থাকতেন।

তিনি প্রায় তামান্না করতেন, যদি তার শরীর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শরীরের সাথে স্পর্শ করত। আর তিনি তাঁর শরীরের সাথে লেগে থেকে তাতে চুমু খেতে পারতেন।

একদা তাকে সেই সুযোগই প্রদান করা হল।

একদিন ওসাইদ তাঁর জ্ঞানগর্ভ মজাদার কথা দ্বারা তাঁর গোত্রের লোকদের বিমুগ্ধ করছিলেন, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বহস্তে তার কোমরে খোঁচা দিলেন। যেন তিনি তার বক্তব্যকে চমৎকার মনে করেছেন এটা বুঝতে পারেন। তখন হযরত ওসাইদ রাযি. বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি তো আমাকে কষ্ট দিলেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হে ওসাইদ! তাহলে তুমি আমার থেকে কেসাস (বদলা) নাও।

ওসাইদ রাযি. বললেন, আপনার শরীরেতো জামা আছে আর আপনি আমাকে যখন খোঁচা দিয়েছিলেন তখন আমার শরীরে কোন জামা ছিল না।

তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শরীর থেকে জামা তুলে দিলেন আর ওসাইদ রাযি. তাঁকে আঁকড়ে ধরে তাঁর কোমড় ও হস্ত মূলের মধ্যবর্তী স্থানে চুমুর পর চুমু খেতে লাগলেন। আর বলতে লাগলেন,

ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার পিতামাতা আপনার জন্য কুরবান। এটা ছিল আমার এক কাংখিত বিষয়, আপনাকে চিনার পর থেকেই আমি তার তামান্না করে আসছি। আর এখন আমি তাতে পৌঁছতে পারলাম।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত ওসাইদ রাযি. কে ভালবাসার বিনিময়ে ভালবাসাই প্রদান করতেন। ইসলামে তাঁর অবদানের কথা ও উহুদ যুদ্ধে তাঁকে তার রক্ষার কথা স্বরণ রাখতেন, যেদিন তিনি সাতটি প্রাণঘাতী আঘাত খেয়েছিলেন।

স্বীয় গোত্রের মাঝে তাঁর সন্মান ও ইজ্জতের কথাও জানতেন। তাই তিনি কারো সম্পর্কে কোন সুপারিশ করলে রাসূল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সুপারিশ গ্রহণ করতেন।

ওসাইদ রাযি. বলেন, আমি একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এলাম। আমাদের এক পরিবারের প্রয়োজনের কথা বললাম। সে পরিবারের অধিকাংশই মহিলা। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হে ওসাইদ! আমাদের হাতে যা ছিল তা খরচ করার পর তুমি এসেছো। তাই আমাদের নিকট কোন অর্থকড়ি আসার সংবাদ শুনলে সেই পরিবারের কথা স্মরণ করিয়ে দিও।

এরপর খায়বর থেকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট কিছু সম্পদ এল। তিনি তা মুসলমানদের মাঝে বন্টন করে দিলেন। আনসারদের দিলেন। অধিক দিলেন। ঐ পরিবারের লোকদের দিলেন। অধিক দিলেন। তখন আমি তাঁকে বললাম,

ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহ আপনাকে উত্তম বিনিময় দান করুন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হে আনসার সম্প্রদায়! আল্লাহ তোমাদের উত্তম বিনিময় দান করুন। আমার জানা মতে তোমরা পবিত্র, ধৈর্যশীল। নিশ্চয় তোমরা আমার পর অন্যদেরকে তোমাদের উপর অগ্রাধিকার প্রদান করতে দেখবে। তখন তোমরা ধৈর্য ধারণ করবে। হাউজে কাউসার তোমাদের সাথে আমার দেখার প্রতিশ্রুত স্থান।

হযরত ওসাইদ রাযি. বলেন, এরপর যখন হযরত উমর ইবনে খাত্তাব রাযি. এর নিকট খেলাফতের দায়িত্ব এল। তিনি মুসলমানদের মাঝে ধন-সম্পদ বন্টন করলেন। আমার নিকট একটি জামা পাঠালেন। জামাটি ছোট ছিল।

তারপর আমি মসজিদে বসেছিলাম। আমার পাশ দিয়ে কুরাইশের এক যুবক গেল। তার গায়ে ঐ ধরনের একটি লম্বা জামা ছিল যে ধরনের জামা আমার নিকট হযরত উমর পাঠিয়েছিলেন। সে তা মাটিতে টেনে টেনে নিয়ে চলছে। আমি তখন আমার পার্শ্ববর্তী লোকদেরকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা বললাম। তিনি বলেছিলেন,

إِنَّكُمْ سَـــتَلْقَوْنَ أَثَرَةً مِنْ بَعْدِيْ

“তোমরা আমার পর অন্যদেরকে তোমাদের উপর অগ্রাধিকার প্রদান করতে দেখবে।”

আর বললাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সত্য বলেছেন।

একজন লোক হযরত উমরের নিকট গেল। আর আমি যা বলেছি তার সংবাদ তাঁকে দিল। হযরত উমর ছুটে এলেন আর আমি তখন নামায পড়ছিলাম। বললেন,

হে ওসাইদ! নামায শেষ কর।

আমি নামায শেষ করলে তিনি এগিয়ে এলেন। বললেন, তুমি কী বলেছো?

আমি তখন যা দেখেছি ও যা শুনেছি তা বললাম।

হযরত উমর বললেন, আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করুন। সেই জামাটি আমি অমুক ব্যক্তিকে দিয়েছিলাম। তিনি আনসারী। বাইয়াতে আকাবায় শরীক ছিলেন। বদর ও উহুদেও ছিলেন। তারপর ঐ কুরাইশী যুবক তাঁর থেকে তা ক্রয় করে নিয়েছে ও পরিধান করেছে। সুতরাং তুমি কি ধারণা কর, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা বলেছেন তা আমার খিলাফত কালেই ঘটবে ?

হযরত ওসাইদ বললেন, আল্লাহর কসম করে বলছি, হে আমীরুল মু'মিনীন ! আমার বিশ্বাস, আপনার খেলাফত কালে তা হবে না।

*** *** ***

তারপর হযরত ওসাইদ ইবনে হুযাইর রাযি. আর বেশী দিন বেঁচে থাকেন নি। হযরত উমর রাযি. এর খেলাফত কালেই আল্লাহ তাঁকে তাঁর সাহচর্যে নির্বাচন করে নিয়েছেন।

তখন দেখা গেল, তাঁর ঋণের পরিমাণ চার হাজার দেরহাম। তাই তাঁর পরিবারের লোকেরা ঋণ পরিশোধের লক্ষ্যে তাঁর একটি জমি বিক্রয় করতে ইচ্ছে করল।

হযরত উমর রাযি. তা জেনে বললেন,

আমি আমার ভাই ওসাইদের সন্তানদের মানুষের করুণায় ছেড়ে দিতে পারি না।

তারপর তিনি ঋণদাতাদের সাথে আলোচনা করলেন। তারা এ মর্মে রাজি হল যে, জমিনের ফলগুলো তারা চার বৎসর ক্রয় করে নিবে। প্রত্যেক বৎসরের ফলের দাম এক হাজার দেরহাম।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি.

إِنَّهُ فَتَى الكُهُوْلِ لَه لِسَانٌ سَؤُوْلٌ، و قلبٌ عَقُوْلٌ

নিশ্চয় সে বয়োজ্যেষ্ঠদের যুবক, তাঁর একটি প্রশ্ন-ভরা
কণ্ঠ ও বুদ্ধি-ভরা হৃদয় রয়েছে...
–উমর ইবনে খাত্তাব রাযি.

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি.

এ মহান সাহাবী চারদিক থেকেই সম্মানকে অর্জন করেছেন এবং সম্মানের কিছুই ছাড়েন নি।

তাঁর মাঝে রাসূলের সাহচর্যের সম্মান সমবেত হয়েছে। যদি তাঁর জন্ম কিছুদিন বিলম্বিত হত, তা হলে তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহচর্যের সম্মান অর্জন করতে পারতেন না।

তাঁর মাঝে রাসূলের আত্মীয়ের সম্মান সমবেত হয়েছে। কারণ তিনি নবী সাল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাচার পুত্র।

তাঁর মাঝে ইলমের সম্মান সমবেত হয়েছে। কারণ তিনি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মতের এক বিজ্ঞ আলেম এবং তাঁর উম্মতের তরঙ্গায়িত ইলমের সমুদ্র।

তাঁর মাঝে তাক্ওয়ার সম্মান সমবেত হয়েছে। কারণ তিনি দিবসে রোযা রাখতেন আর রাতে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নামায আদায় করতেন। শেষ রাতে আল্লাহর ভয়ে কেঁদে কেঁদে ক্ষমা প্রার্থনা করতেন। এমনকি অশ্রু-ধারা তাঁর কপোলদ্বয়ে প্রবাহ-রেখা সৃষ্টি করেছিল।

তিনি হলেন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি.। মুহাম্মদ সাল্লালাহু আলাহি ওয়াসাল্লামের উম্মতের এক বুযুর্গ ব্যক্তিত্ব উম্মতের মাঝে তিনি কিতাবুল্লাহর জ্ঞানে সুবিজ্ঞ। কিতাবুল্লাহর ব্যাখ্যায় সুদক্ষ। কিতাবুল্লাহর সুগভীরে পৌঁছতে তার রহস্যাবলী ও উদ্দেশ্যাবলী উদ্ধারে অধিক সক্ষম।

*** *** ***

হিজরতের তিন বৎসর পূর্বে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি. জন্ম গ্রহণ করেন। আর রাসূলের ইন্তেকালের সময় তাঁর বয়স হয়েছিল মাত্র তের বৎসর। তা সত্ত্বেও মুসলিম জাতির জন্য তাদের নবী থেকে এক

হাজার ছয় শত ষাটটি হাদীস সংরক্ষণ করেছেন, যা ইমাম বুখারী ও মুসলিম তাদের সহীহ কিতাবদ্বয়ে বর্ণনা করেছেন।

*** *** ***

তাঁর মা তাঁকে জন্ম দানের পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট নিয়ে গেলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন তাঁর বরকতময় থুথু তাঁর মুখে দিয়ে দিলেন। তাই সর্ব প্রথম তাঁর উদরে রাসূলুল্লালাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পূত-পবিত্র বরকতময় থুথু প্রবেশ করেছিল। আর তার সাথে প্রবেশ করেছিল তাকওয়া ও হিকমত। আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَمَنْ يُوتَ الحِكْمَةَ فَقَدْ أُتِي خَيْرًا كَثِيرًا অর্থ, আর যাকে হিকমত দান করা হল, তাকে প্রভূত কল্যাণ দান করা হল। (সূরা বাকারা-২৬৯)

*** *** ***

হাশেমী এই বালকের কণ্ঠ থেকে তাবীজ খুলে ফেলার ও ভাল-মন্দ বুঝার বয়সে পৌঁছতে না পৌঁছতেই দু'চোখের ন্যায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সর্বদা লেগে থাকতেন। তাই তিনি রাসূলের ওযূর পানি প্রস্তুত করতেন, যখন রাসূল ওযূ করতে ইচ্ছে করতেন।

রাসূলুল্লালাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পিছনে নামায পড়তেন, যখন রাসূল নামাযে দাঁড়াতেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পশ্চাতারোহী হতেন, যখন রাসূল কোথাও সফরে যাওয়ার ইচ্ছে করতেন।

এমনকি তিনি রাসূলের ছায়ার ন্যায় হয়ে গেলেন। রাসূল যেখানেই যান তিনিও সেখানেই যান।

রাসূল তাঁর কক্ষপথে যেখানেই আবর্তিত হতেন তিনিও সেখানেই আবর্তিত হতেন।

সে সব অবস্থায় তিনি তাঁর দু' পাঁজরের মাঝে বহন করতেন একটি সংরক্ষণকারী হৃদয়, একটি নির্মল মস্তিস্কশক্তি এবং এমন শক্তিশালী একটি

স্মরণশক্তি যার সামনে বর্তমান যুগে পরিচিত সকল রেকর্ডার মেশিন ম্লান হয়ে যায়।

*** *** ***

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি. নিজেই বর্ণনা করে বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওযূ করতে ইচ্ছে করলেন। তখন আমি অতি দ্রুত তাঁর জন্য পানি প্রস্তুত করলাম। তিনি আমার কাজে বিমুগ্ধ হলেন। তারপর নামায পড়তে ইচ্ছে করলে আমাকে ইশারা করে বললেন, যেন আমি তাঁর পশ্চাতে দাঁড়াই। তাই আমি তাঁর পশ্চাতে দাঁড়ালাম। নামায শেষ হলে তিনি আমার দিকে ঝুঁকে বললেন,

مَامَنَعَكَ أَنْ تَكُونَ بِإِزَاءِي يا عَبْدَ اللهِ

হে আব্দুল্লাহ! কেন তুমি আমার পাশে দাঁড়ালে না? আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার দৃষ্টিতে আপনি অধিক মর্যাদাবান এবং আমি আপনার বরাবর দাঁড়াব এর থেকে আপনি অধিক ইজ্জতের অধিকারী। তারপর দু'হাত আকাশের দিকে তুলে ধরলেন তারপর বললেন, اللهم آتِهِ الحِكْمة- ইয়া আল্লাহ ! তাকে হিকমত ও প্রজ্ঞা দান করুন।

আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবীর দু'আ কবুল করলেন এবং হাশেমী এই বালককে এমন প্রজ্ঞা দান করলেন যা দ্বারা তিনি শীর্ষ প্রজ্ঞাবানদের ছাড়িয়ে গেলেন।

এতে সন্দেহ নেই যে, এবার তুমি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি.-এর প্রজ্ঞার একটি চিত্র দেখতে চাচ্ছো, তাহলে নাও, তাঁর এই অবস্থানটি ধারন কর। তুমি তাঁর প্রজ্ঞার ছিটেফোঁটা এখান থেকেই আঁচ করতে পারবে।

*** *** ***

হযরত মুয়াবিয়া রাযি. এর সাথে মতোবিরোধ চলাকালে যখন হযরত আলী রাযি. এর কিছু সাথী তাঁকে অপমান করে তাঁর থেকে পৃথক হয়ে গেল, তখন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি. হযরত আলী রাযি. কে বললেন,

হে আমীরুল মুমিনীন ! আমাকে অনুমতি দিন, আমি তাদের নিকট যাব, তাদের সাথে কথা বলব।

হযরত আলী রাযি. বললেন, আমি তোমার ব্যাপারে বিপদের আশঙ্কা করছি।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি. বললেন, মোটেই না, আল্লাহ চাহেন তো আমার কিছুই হবে না। তারপর তিনি তাদের নিকট গমন করলেন। ইবাদতে তাদের চেয়ে অধিক মুজাহাদাকারী তিনি আর কোন সম্প্রদায়কে কখনো দেখেন নি।

তারা বলল, সুস্বাগতম হে ইবনে আব্বাস! আপনি কেন এলেন?

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি. বললেন, আমি তোমাদের সাথে কথোপকথনের জন্য এসেছি।

তাদের কয়েকজন বলল, তার সাথে কথাবার্তা বলো না।

আর কয়েকজন বলল, বলুন, আমরা আপনার কথা শুনব।

তিনি বললেন, তোমরা রাসূলের পিতৃব্য-পুত্র, তাঁর জামাতা ও যিনি সর্বপ্রথম ঈমান এনেছেন তাঁর ব্যাপারে কিসের অভিযোগ আনছো?

তারা বলল, আমরা তাঁর ব্যাপারে তিনটি বিষয়ের অভিযোগ আনছি।

তিনি বললেন, সেগুলো কী ?

তারা বলল, প্রথমটি হল, আল্লাহর দীনের ব্যাপারে তিনি লোকদেরকে ফয়সালাকারী মেনে নিয়েছেন।

দ্বিতীয়টি হল, তিনি মুয়াবিয়া ও আয়েশা রাযি. এর সাথে যুদ্ধ করেছেন, তিনি কোন যুদ্ধলব্ধ সম্পদ বা বাদী গ্রহণ করেননি।

তৃতীয়টি হল, তিনি নিজের নাম থেকে আমীরুল মু'মিনীন উপাধীটি মুছে দিয়েছেন, অথচ মুসলমানরা তাঁর বাইয়াত গ্রহণ করেছে ও তাঁকে আমীর বানিয়েছে।

তখন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি.বললেন,আমি যদি তোমাদেরকে আল্লাহর কিতাব ও রাসূলের হাদীস থেকে এমন কিছু শোনাই

যা তোমরা অস্বীকার করতে পারবে না, তা হলে কি তোমরা তোমাদের অবস্থান থেকে ফিরে আসবে?

তারা বলল, হ্যাঁ

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি.বললেন, তোমরা বলেছো, তিনি আল্লাহর দীনের ব্যাপারে লোকদেরকে ফয়সালাকারী মেনে নিয়েছেন। তা হলে শোন, আল্লাহ তা'আলা বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا لاَ تَقْتُلُواالصَّيْدَ و أَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَن قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ

হে মুমিনরা! তোমরা ইহরাম অবস্থায় শিকারকে হত্যা করো না। তোমাদের মধ্যে যে জেনে-শুনে হত্যা করবে তার উপর বিনিময় ওয়াজিব হবে যা সমান হবে ঐ জন্তুর যাকে সে হত্যা করেছে। দু'জন নির্ভরযোগ্য ইনসাফগার ব্যক্তি এর ফয়সালা করবে। (সূরা মায়েদা-৯৫)

আমি তোমাদেরকে আল্লাহর কসম দিয়ে বলছি ,তা হলে মুসলমানদের মাঝে সম্প্রীতি বজায় রাখা ,তাদের জান ও মালের হেফাজতের জন্য লোকদেরকে ফয়সালাকারী মেনে নেয়া অধিক ন্যায়সঙ্গত, না কি চার দেরহাম মূল্যের একটি খরগোশের ব্যাপারে লোকদেরকে ফয়সালাকারী মেনে নেয়া অধিক ন্যায়সঙ্গত।

তারা বলল, বরং মুসলমানদের মাঝে সম্প্রীতি বজায় রাখা ,তাদের জান ও মালের হেফাজতের জন্য লোকদেরকে ফয়সালাকারী মেনে নেয়া অধিক ন্যায় সঙ্গত।

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি. বললেন, আমি কি এ অভিযোগ খণ্ডন করতে পারলাম?

তারা বলল, হ্যাঁ পারলেন।

এবার হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি.বললেন, আর তোমরা যে বললে, হযরত আলী রাযি. যুদ্ধ করেছেন কিন্তু কোন যুদ্ধলব্ধ সম্পদ বা বাদী গ্রহণ করেননি যেমন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গ্রহণ করেছিলেন। তাহলে কি তোমরা চাও যে, তোমরা তোমাদের মাতা হযরত

আয়েশা রাযি. কে বাদী রূপে গ্রহণ করবে এবং তাঁকে তেমনিই ভাবে বৈধ করে নিবে যেমন বাদীদেরকে বৈধ করা হয়?

এখন যদি তোমরা বল, হ্যাঁ, তা হলে তোমরা কাফের হয়ে যাবে।

আর যদি বল, তিনি তোমাদের মাতা নন, তাহলেও তোমরা কাফের হয়ে যাবে । আল্লাহ তা'আলা বলেন,

اَلنَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুমিনদের প্রাণের চেয়ে তাদের অধিক নিকটবর্তী আর তাঁর স্ত্রীগণ হলেন তাদের মাতা। (সূরা আহযাব-৬)

সুতরাং তোমরা তোমাদের জন্য যা চাও তা গ্রহণ কর।

তারপর হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি. বললেন, তা হলে আমি কি এ অভিযোগও খণ্ডন করতে পারলাম?

তারা বলল, হ্যাঁ পারলেন।

তারপর হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি. বললেন, আর তোমরা যে বললে, তিনি নিজের নাম থেকে আমীরুল মু'মিনীন উপাধীটি মুছে দিয়েছেন, এতে আর্শ্চযের কিছুই নেই। কারণ হুদায়বিয়ার দিবসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মুশরিকদের নিকট চাইলেন, যে সন্ধিপত্রে লিখতে হবে,"আল্লাহর রাসূল মুহাম্মদ এ ফয়সালা করেছেন" তখন তারা বলল, আমরা যদি বিশ্বাস করতাম যে, আপনি আল্লাহর রাসূল তাহলে তো আমরা আপনাকে বাইতুল্লাহ থেকে প্রতিহত করতাম না। আর আপনার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতাম না। তাই আপনি "মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ" লিখুন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের দাবীর সামনে নিজের দাবী এ কথা বলতে বলতে প্রত্যাহার করলেন, আল্লাহর কসম করে বলছি, 'এতে কোন সন্দেহ নেই যে আমি আল্লাহর রাসূল, যদিও তোমরা আমাকে মিথ্যাবাদী বল।' তা হলে আমি কি এ অভিযোগও খণ্ডন করতে পারলাম?

তারা বলল, হ্যাঁ পারলেন।

এ সাক্ষাৎ ও এ সাক্ষাতে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি. যে গভীর প্রজ্ঞা ও অকাট্য দলীল পেশ করেছেন তার ফলাফল এই দাঁড়াল যে, তাদের মধ্য থেকে বিশ হাজার বিরোধী লোক হযরত আলী রাযি. এর দলে ফিরে এল এবং চার হাজার মানুষ সত্য থেকে বিমুখ হয়ে, একগুয়েমী বশত তাঁর বিরোধিতায় অটল রইল।

*** *** ***

যুবক হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি. ইলম অর্জনের প্রত্যেকটি পথে গমন করলেন এবং ইলম অর্জনের জন্য সব ধরনের মেহনত মুজাহাদা করলেন। রাসূলুল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উচ্ছল প্রস্রবন থেকে পান করতে লাগলেন যতদিন পর্যন্ত তিনি জীবিত রইলেন। তারপর যখন রাসূলুল্লাহু সাল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর রবের সাহচর্যে চলে গেলেন তখন তিনি অবশিষ্ট আলেম সাহাবীদের অভিমুখী হলেন। তাদের থেকে ইলম শিখতে শুরু করলেন।

তিনি নিজের সম্পর্কে বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোন সাহাবীর নিকট হাদীস আছে, এ সংবাদ আমার নিকট পৌঁছলে, দ্বিপ্রহরে বিশ্রামের সময় আমি তাঁর গৃহের দরজায় পৌঁছতাম। তাঁর গৃহের চৌকাঠের নিকট আমি আমার চাদরকে বালিশ বানিয়ে শুয়ে পরতাম । তখন বাতাস আমার উপর প্রচুর ধূলিবালি উড়িয়ে দিত। অথচ আমি যদি সে সময়ই তাঁর নিকট প্রবেশর অনুমতি চাইতাম তাহলে প্রবেশের অনুমতি দিতেন। আমি শুধু মাত্র তাঁর মনের সন্তুষ্টি অর্জনের জন্যই তা করেছি।

তারপর তিনি তাঁর গৃহ থেকে বেরিয়ে এসে আমাকে এ অবস্থায় দেখে বলতেন, হে রাসূলের পিতৃব্য-পুত্র! কেন এলে?

কেন আমার নিকট লোক পাঠালে না, তাহলে তো আমি তোমার নিকট চলে আসতাম?

আমি তখন বলতাম, আমারই তো আপনার নিকট আসা অধিক ন্যায় সঙ্গত। কারণ ইলমের নিকট আসা হয়, ইলম কারো নিকট আসে না। তারপর তাঁর নিকট হাদীস সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতাম।

***   ***   ***

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি. যেমনিভাবে ইলম অর্জনের পথে নিজেকে অপদস্ত করতেন তেমনিভাবে আলেমদের মর্যাদাকে সমুন্নত করতেন।

ঐ তো ফারায়েয, কিরা'আত ফিকহও বিচারকার্যে মদীনার সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি ও কাতেবে ওহী যায়েদ ইবনে ছাবেত রাযি.। তিনি এখন তাঁর বাহনে আরোহণের ইচ্ছে করছেন আর তখন হাশেমী যুবক আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি. তাঁর সামনে এমন ভাবে দাড়িয়ে গেলেন যেরূপভাবে কৃতদাস তার মনিবের সামনে দাঁড়িয়ে থাকে। রিকাবটি মজবুত করে ধরলেন আর বাহনের লাগামটি টেনে ধরলেন।

তখন হযরত যায়েদ ইবনে ছাবেত রাযি. তাঁকে বললেন, হে রাসূলের পিতৃব্য-পুত্র! তুমি ছেড়ে দাও।

হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. বললেন, আলেমদের সাথে এমনই আচরণ করার নির্দেশ আমাদেরকে দেয়া হয়েছে।

তখন হযরত যায়েদ ইবনে ছাবেত রাযি. বললেন, তোমার হাতটি আমাকে দেখাও।

ইবনে আব্বাস রাযি. তার হাতটি বের করলেন। তখন হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত রাযি.তাঁর হাতের উপর ঝুঁকে পরে তাতে চুমু খেলেন ও বললেন, নবী পরিবারের সাথে এমনই আচরণ করার নির্দেশ আমাদেরকে দেয়া হয়েছে।

***   ***   ***

হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. অবিরাম ইলমের সন্ধানে ব্যাপৃত রইলেন। অবশেষে তিনি ইলমের ময়দানে এমন এক অবস্থানে পৌঁছে গেলেন যা শীর্ষস্থানীয়দেরকেও বিস্মিত করল।

শীর্ষস্থানীয় এক তাবেয়ী হলেন মাসরূক ইবনে আজদা রহ.। তিনি তাঁর সম্পর্কে বলেন,

হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. কে দেখলে আমি বলতাম, তিনি অত্যন্ত সুদর্শন মানুষ।

তিনি কথা বললে বলতাম, তিনি অত্যন্ত সুস্পষ্টভাষী মানুষ।

তিনি কোন বিষয়ের আলোচনা করলে বলতাম, তিনি অত্যন্ত জ্ঞানী মানুষ।

*** *** ***

হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. যে ইলম আহরণে প্রলুব্ধ হয়েছিলেন যখন তার পূর্ণতায় পৌঁছলেন তখন একজন মুয়াল্লিম হয়ে তা'লীম দিতে শুরু করলেন।

তাঁর বাড়ি তখন মুসলমানদের বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হল।

হ্যাঁ, আমাদের এই আধুনিক যুগে বিশ্ববিদ্যালয় শব্দটি যা বুঝায় তার সব কিছু নিয়ে তাঁর বাড়িটি একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হল।

হযরত ইবনে আব্বাস রাযি.-এর বিশ্ববিদ্যালয় ও আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঝে পার্থক্য হল, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে অর্ধশতাধিক শিক্ষক সমবেত করা হয়। আবার কখনো শতাধিক শিক্ষক সমবেত করা হয়।

আর হযরত ইবনে আব্বাস রাযি.-এর বিশ্ববিদ্যালয়টি একজন শিক্ষকের উপর নির্ভর করে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আর তিনি হলেন হযরত ইবনে আব্বস রাযি. নিজেই।

তাঁর এক ছাত্র বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি হযরত ইবনে আব্বাস রাযি.-এর এমন একটি দরস-মজলিস দেখেছি যদি কুরাইশ বংশের সবাই তা নিয়ে গর্ব করে তবে সত্যই তা তাদের জন্য গর্বের বিষয় হবে। তাঁর বাড়িতে গমনের পথে লোকদের সমবেত হতে দেখলাম। এমনকি তাদের কারণে পথটি সংকীর্ণ হয়ে গেল। তারপর তারা মানুষের যাতায়াত বন্ধ করে দিল। তখন আমি তাঁর নিকট গেলাম। তাঁকে লোকদের সমবেত হওয়ার সংবাদ দিলাম। তিনি বললেন, আমার জন্য ওযূর পানি আন। তারপর বসে ওযূ করলেন এবং আমাকে বললেন, যাও, তাদের বল, যারা

কুরআন ও কুরআনের হরফ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতে চায়, তারা যেন গৃহে প্রবেশ করে। আমি বেরিয়ে তাদেরকে তা বললাম, তারা এতো অধিক পরিমাণে প্রবেশ করল যে তাঁর কামরা ও গৃহ ভরে গেল। তারা তাঁর নিকট যা-ই জিজ্ঞেস করল, তিনি তাদেরকে তার সংবাদ দিলেন। তারা তাঁর নিকট যে ধরনের প্রশ্ন করল তিনি তাদেরকে তার চেয়ে বাড়িয়ে উত্তর দিলেন। বরং অধিক বাড়িয়ে উত্তর দিলেন। অতঃপর তাদের বললেন, তোমরা তোমাদের ভাইদের জন্য পথ ছেড়ে দাও। তারা বেড়িয়ে গেল।

তারপর আমাকে বললেন, যাও, তাদের বল, যারা কুরআনের তাফসীর ও তার ব্যাখ্যা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতে চায়, তারা যেন গৃহে প্রবেশ করে। আমি বেরিয়ে তাদেরকে তা বললাম।

তারা এতো অধিক পরিমাণে প্রবেশ করল যে, তারা তাঁর কামরা ও গৃহ ভরে ফেলল। তারা তাঁর নিকট যা-ই জিজ্ঞেস করল তিনি তাদেরকে তার সংবাদ দিলেন। তারা তাঁর নিকট যে ধরনের প্রশ্ন করল তিনি তাদেরকে তার চেয়ে বাড়িয়ে উত্তর দিলেন। বরং অধিক বাড়িয়ে উত্তর দিলেন। অতঃপর তাদের বললেন, তোমরা তোমাদের ভাইদের জন্য পথ ছেড়ে দাও। তারা বেরিয়ে গেল।

তারপর আমাকে বললেন, যাও, তাদের বল, যারা হালাল-হারাম ও ফিকহ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতে চায়, তারা যেন গৃহে প্রবেশ করে। আমি বেরিয়ে তাদেরকে তা বললাম। তারা এতো অধিক পরিমাণে প্রবেশ করল যে, তারা তাঁর কামরা ও গৃহ ভরে ফেলল। তারা তাঁর নিকট যা-ই জিজ্ঞেস করল তিনি তাদেরকে তার সংবাদ দিলেন। তারা তাঁর নিকট যে ধরনের প্রশ্ন করল তিনি তাদেরকে তার চেয়ে বাড়িয়ে উত্তর দিলেন। বরং অধিক বাড়িয়ে উত্তর দিলেন । অতঃপর তাদের বললেন, তোমরা তোমাদের ভাইদের জন্য পথ ছেড়ে দাও। তারা বেরিয়ে গেল।

তারপর আমাকে বললেন, যাও, তাদের বল, যারা ফারায়েজ ও ফারায়েজ সম্পর্কিত কিছু জিজ্ঞেস করতে চায়, তারা যেন গৃহে প্রবেশ করে। আমি বেরিয়ে তাদেরকে তা বললাম।

তারা এতো অধিক পরিমাণে প্রবেশ করল যে, তারা তাঁর কামরা ও গৃহ ভরে ফেলল। তারা তাঁর নিকট যা-ই জিজ্ঞেস করল তিনি তাদেরকে তার সংবাদ দিলেন। তারা তাঁর নিকট যে ধরনের প্রশ্ন করল তিনি তাদেরকে তার চেয়ে বাড়িয়ে উত্তর দিলেন। বরং অধিক বাড়িয়ে উত্তর দিলেন। অতঃপর তাদের বললেন, তোমরা তোমাদের ভাইদের জন্য পথ ছেড়ে দাও। তারা বেরিয়ে গেল।

তারপর আমাকে বললেন, যাও, তাদের বল, যারা আরবী ভাষা, কবিতা ও আরবদের বিস্ময়কর কথা সম্পর্কে কিছু জিজ্ঞেস করতে চায়, তারা যেন গৃহে প্রবেশ করে। আমি বেরিয়ে তাদেরকে তা বললাম।

তারা এতো অধিক পরিমাণে প্রবেশ করল যে তারা তাঁর কামরা ও গৃহ ভরে ফেলল। তারা তাঁর নিকট যা-ই জিজ্ঞেস করল তিনি তাদেরকে তার সংবাদ দিলেন। তারা তাঁর নিকট যে ধরনের প্রশ্ন করল তিনি তাদেরকে তার চেয়ে বাড়িয়ে উত্তর দিলেন। বরং অধিক বাড়িয়ে উত্তর দিলেন। অতঃপর তাদের বললেন, তোমরা তোমাদের ভাইদের জন্য পথ ছেড়ে দাও। তারা বেরিয়ে গেল।

বর্ণনাকারী বলেন, যদি কুরাইশ বংশের সবাই তা নিয়ে গর্ব করে তবে সত্যিই তা তাদের জন্য গর্বের বিষয় হবে।

*** *** ***

হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. একেক দিনে একেক রকমের ইলম বিতরণের ইচ্ছে করলেন, যেন তাঁর গৃহের দরজায় সে ধরনের ভীড় আর না হয়।

তাই সপ্তাহে একদিন দরস-মজলিসে বসে তাফসীর ছাড়া অন্য কিছুর আলোচনা করতেন না।

আর একদিন ফিকহ ছাড়া অন্য কিছুর আলোচনা করতেন না।

আর একদিন কবিতা ছাড়া অন্য কিছুর আলোচনা করতেন না।

আর একদিন আরবের যুদ্ধ-বিগ্রহ ছাড়া অন্য কিছুর আলোচনা করতেন না।

তাঁর দরস-মজলিসে কোন আলেম বসলেই তাঁর সামনে নত-শির হয়ে যেত।

কোন প্রশ্নকারী প্রশ্ন করলেই তাঁর নিকট ইলমের সন্ধান পেত।

*** *** ***

ইলম ও ফিকহে শ্রেষ্ঠত্বের কারণে বয়সের স্বল্পতা সত্ত্বেও হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. খিলাফতে রাশেদার পরামর্শ সভার একজন সদস্য ছিলেন।

তাই হযরত উমর ইবনে খাত্তাব রাযি. এর সামনে কোন বিষয় এলে বা কোন কঠিন সমস্যা উপস্থিত হলে তিনি শীর্ষ সাহাবীদের ডাকতেন আর তাঁদের সাথে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা কেও ডাকতেন।

উপস্থিত হলে হযরত উমর ইবনে খাত্তাব রাযি.তাঁর মর্যাদাকে সমুন্নত করতেন, তাঁর আসনকে নিকটবর্তী করতেন এবং বলতেন,

لَقَدْ أَعْضَلَ عَلَيْنَا أَمْرٌ أَنْتَ لَه ولا مثاله

আমাদের সামনে একটি জটিল সমস্যা এসেছে, এ সমস্যা এবং এর মত অন্যান্য সমস্যার জন্য তুমিই অধিক যোগ্যব্যক্তি

একদা বালক বয়সী হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. কে বর্ষীয়ান সাহাবীদের পাশে দাঁড় করানো ও তাকে তাঁদের উপর প্রাধান্য দেয়ার বিষয়টি নিয়ে হযরত উমর ইবনে খাত্তাব রা কে তিরস্কার করা হল । তখন তিনি বললেন,

إِنَّهُ فَتَى الكُهُوْل لَه لِسَانٌ سَؤُوْلٌ، و قَلْبٌ عَقُولٌ

নিশ্চয় সে বয়োজ্যেষ্ঠদের যুবক তাঁর একটি প্রশ্ন-ভরা কণ্ঠ ও বুদ্ধি-ভরা হৃদয় রয়েছে।

*** *** ***

হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিদের তালীম দেয়া ও ধর্মের সূক্ষ্ম ও গভীর জ্ঞান দেয়ার সময় কিন্তু সাধারণ মানুষদের কথা ভুলেন নি। তাই তিনি তাদের জন্য ওয়াজ ও উপদেশ মহফিলের আয়োজন করতেন।

পাপাচারী লোকদের উদ্দেশ্যে বলতেন, হে পাপাচারী ব্যক্তি! তুমি তোমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হয়ো না। জেনে নাও, পাপের কারণে যা ঘটে তা পাপের চেয়েও অধিক ভয়াবহ।

পাপকাজে লিপ্ত হওয়ার সময় তোমার ডানে ও বামে যারা আছে তাদের থেকে লজ্জিত না হওয়া, পাপকাজে লিপ্ত হওয়ার চেয়ে কম নয়।

আল্লাহ তোমার সাথে কী আচরণ করবেন তা জানা না থাকা সত্ত্বেও পাপকাজে লিপ্ত হওয়ার সময় তোমার হাস্যরসিকতা করা, পাপকাজে লিপ্ত হওয়ার চেয়ে অধিক জঘন্য।

পাপকাজের পর তাতে আনন্দিত হওয়া, পাপকাজে লিপ্ত হওয়ার চেয়ে অধিক মারাত্মক।

পাপকাজ করতে না পারার কারণে দুঃখিত হওয়া, পাপকাজে লিপ্ত হওয়ার চেয়ে অধিক ভয়াবহ।

পাপকাজে লিপ্ত অবস্থায় বাতাসে পর্দা নাড়া দিলে তুমি ভয় পাও অথচ আল্লাহ তোমাকে দেখছেন তাতে তোমার হৃদয় কেঁপে উঠছে না, এ বিষয়টি পাপকাজে লিপ্ত হওয়ার চেয়ে অধিক ভয়ংকর।

হে পাপাচারী ব্যক্তি! তুমি কি জান, হযরত আইয়ূব আ.-এর কী ভুল ছিল, যার কারণে আল্লাহ তা'আলা তাঁকে জানে-মালে পরীক্ষা করেছিলেন?

তার ভুল ছিল, এক অসহায় ব্যক্তি জুলুমকে প্রতিহত করার জন্য তাঁর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করেছিল কিন্তু তিনি তাকে সাহায্য করেন নি।

*** *** ***

হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. এমন ব্যক্তিদের অন্তর্ভূক্ত ছিলেন না যাঁরা বলে অথচ আমল করে না। যারা লোকদের পাপকাজ থেকে বিরত রাখে, অথচ নিজে বিরত থাকে না। তিনি ছিলেন দিবসে রোযাদার আর রাতে নামাযে অবিরত।

আব্দুল্লাহ ইবনে মুলাইকা রহ. বলেন, আমি মক্কা থেকে মদীনা পর্যন্ত হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি.-এর সাহচার্য অবলম্বন করেছি। আমরা যখনই কোন মনজিলে যাত্রা বিরতি করেছি তখনই তিনি দাঁড়িয়ে

দীর্ঘ রাত পর্যন্ত নামায আদায় করেছেন। অথচ সফরসঙ্গীরা ক্লান্তির প্রচণ্ডতায় বেঘোরে ঘুমিয়ে থাকত।

এক রাতে আমি দেখলাম ,তিনি তিলাওয়াত করছেন,

وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيْدُ

অর্থ: আর মৃত্যু-যাতনা অবশ্যই আসবে, যা থেকে তুমি টালবাহানা করতে। (সূরা ক্বাফ-১৯)

তিনি বারবার তা তিলাওয়াত করছেন আর ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছেন। এভাবেই ফজর উদয় হয়ে গেল।

এসব কিছুর পর আমাদের এতটুকু জানাই যথেষ্ঠ, যে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি. লোকদেরও মাঝে অত্যন্ত সুশ্রী দেহের অধিকারী ছিলেন। তাঁর চেহারা ছিল অত্যন্ত দ্যুতিময়। আল্লাহর ভয়ে তিনি অর্ধরাতে কাঁদতেই থাকতেন। অবশেষে প্রচুর প্রবাহিত অশ্রু তাঁর কোমল কপোলদ্বয়ে দু'টি প্রবাহ-রেখা সৃষ্টি করল। কেউ কেউ সেই রেখা দু'টিকে জুতোর দুই ফিতার সাথে সাদৃশ্য দিয়েছেন।

*** *** ***

হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. ইলমের মর্যাদায় একেবারে শীর্ষস্থানে পৌছে গেলেন।

একবার খলীফাতুল মুসলিমীন হযরত মুয়াবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান রাযি. হজ্জে গেলেন।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি.ও হজ্জে গেলেন। তাঁর কোন শাসন-ক্ষমতা বা দাপট ছিল না।

হযরত মুয়াবিয়া রাযি.-এর সাথে তাঁর রাজ্যের সম্মানিত ব্যক্তিবর্গের এ্কটি শোভাযাত্রা ছিল।

ইবনে আব্বাস রাযি. এর সাথে তালেবে ইলমদের একটি শোভাযাত্রা ছিল যা খলীফার শোভাযাত্রাকে ছাড়িয়ে গিয়েছিল।

*** *** ***

ইবনে আব্বাস রাযি. দীর্ঘ একাত্তর বৎসর আয়ু পেলেন। এর মাঝে তিনি দুনিয়াকে ইলম, ফিকহ, হিকমত, ও তাকওয়ায় পরিপূর্ণ করে দিলেন।

অতঃপর তিনি মৃত্যুবরণ করলে মুহাম্মাদ ইবনে হানাফিয়া (রহ.) তাঁর জানাযার নামায পড়ান। আর অবশিষ্ট মর্যাদাবান সাহাবী ও তাবেয়ীরা তাঁর জানাযার নামায পড়েন।

তারপর তাঁরা তাঁকে সমাধিস্থ করার সময় অদৃশ্যের এক তিলাওয়াতকারীকে তিলাওয়াত করতে শুনলেন,

يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ * ارْجِعِيْ إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً * فَادْخُلِيْ فِيْ عِبَادِيْ * وَادْخُلِيْ جَنَّتِيْ *

হে প্রশান্ত হৃদয়! তুমি সন্তুষ্টচিত্তে ও সন্তোষভাজন হয়ে তোমার রবের নিকট গমন কর। তারপর আমার বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও এবং আমার জান্নাতে প্রবেশ কর। (সূরা ফজর-২৭-৩০)

হযরত নু'মান ইব্‌নে মুকার্‌রিন রাযি.

إِنَّ لِلْإِيْمَان بُيُوْتًا وَلِلنِّفَاق بُيُوْتًا وَإِنَّ بَيْتَ بَنِيْ مُقَرِّن مِنْ بُيُوْت الإِيْمَان

নিশ্চয় ঈমানের জন্য কিছু পরিবার রয়েছে, এবং মুনাফিকির জন্য কিছু পরিবার রয়েছে। নিশ্চয় বনু মুকার্‌রিনের পরিবার ঈমানের পরিবারের অন্তর্ভুক্ত।

...হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি.

হযরত নু'মান ইব্নে মুকার্রিন রাযি.

মক্কা ও মদীনার মাঝে বিস্তৃত পথে মদীনার নিকটবর্তী স্থানে মুযায়না কবীলার লোকেরা বসবাস করত।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায় হিজরত করেছেন। আর তাঁর সংবাদসমূহ আগমনকারী ও প্রত্যাগমনকারীদের মাধ্যমে একের পর এক মুযায়না কবীলার নিকট পৌঁছতে লাগল। তারা শুধু মাত্র রাসূলের কল্যাণময় কথাই শুনতে পেল।

কবীলার সর্দার নু'মান ইব্নে মুকার্রিন এক বিকালে আড্ডার মজলিসে ভাইদের সাথে ও কবীলার বর্ষীয়ান ব্যক্তিদের সাথে বসলেন। তাদের বললেন,

হে কবীলার লোকেরা! আমি আল্লাহর শপথ করে বলছি, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্ম্পকে ভাল ছাড়া খারাপ কিছুই আমি শুনি নি। দয়া, অনুগ্রহ আর ইনসাফ ছাড়া তাঁর দাওয়াতের অন্য কিছুই আমি শুনি নি। সুতরাং এখন আমাদের কর্তব্য কী? লোকেরা তো তাঁর দিকে ছুটে যাচ্ছে, তা হলে আমরা কি বিলম্ব করব?

তারপর বলতে লাগলেন, আমি তো আগামীকাল প্রত্যুষে তাঁর নিকট গমনের প্রতিজ্ঞা করেছি। সুতরাং তোমাদের কেউ আমার সাথে যেতে চাইলে সে যেন যাওয়ার প্রস্তুতি নেয়।

নু'মানের কথাগুলো যেন তার গোত্রের লোকদের হৃদয়তন্ত্রীকে র্স্পশ করল। তাই সকালেই দেখা গেল, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাক্ষাৎ ও আল্লাহর দীনে প্রবেশের উদ্দেশ্যে তাঁর সাথে মদীনায় যাওয়ার জন্য তাঁর দশ ভাই ও মুযায়না গোত্রের চার শত অশ্বারোহী নিজেদেরকে প্রস্তুত করে নিয়েছে।

তবে হযরত নু'মান ইব্‌নে মুকার্‌রিন রাযি. নবী সাল্লাল্লাহু আলাহি ওয়াসাল্লাম ও মুসলমানদের জন্য কোন উপঢৌকন ছাড়াই এই বিশাল জামাতসহ তাঁর নিকট যেতে লজ্জা পাচ্ছিলেন।

এদিকে চলমান দুর্ভিক্ষের বৎসরটি মুযায়না গোত্রের জন্য গবাদিপশু আর ফসলের কিছুই রেখে যায়নি।

তাই নু'মান তাঁর পরিবার ও তাঁর ভাইদের পরিবার চষে ফেলল। দুর্ভিক্ষ তাদের জন্য যতটুকু গনীমতের মাল অবশিষ্ট রেখেছিল তা একত্রিত করলেন এবং তা সাথে নিয়ে ছুটে চললেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উপস্থিত হয়ে তিনি ও তাঁর সঙ্গীরা ইসলাম ধর্ম গ্রহণের ঘোষণা দিলেন।

*** *** ***

হযরত নু'মান ইব্‌নে মুকার্‌রিন রাযি. ও তাঁর সাথীদের পেয়ে গোটা মদীনা আনন্দে শিহরিত হয়ে উঠল। কারণ ইতিপূর্বে একই পিতার ঔরসজাত দশ ভাই আর তাঁদের সাথে চার শত অশ্বারোহী ইসলাম গ্রহণ করেছে, এমন হয়নি।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত নু'মান রাযি. এর ইসলাম গ্রহণের কারণে অত্যন্ত আনন্দিত হলেন।

আল্লাহ তা'আলা এই সামান্য গনীমতের মাল কবুল করলেন । এ সম্পর্কে কুরআনে আয়াত নাযিল করে বললেন,

وَمِنَ الأَعْرَاب مَنْ يُوْمِن بِاللّٰه وَ الْيَوْمِ الأَخرِ و يَتَّخذ مَا يُنْفقُ قُرُبَات عنْدَ اللّٰه و صَلَوَات الرَّسُوْلِ أَلآ إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَهُمْ سَيُدخلُهُمُ اللّٰهُ فِيْ رحْمَته إِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رحيْمٌ

আর বেদুইনদের মাঝে এমন ব্যক্তিরাও রয়েছে যাঁরা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস করে এবং নিজেদের ব্যয়কে আল্লাহর নৈকট্য এবং রাসূলের দু'আ লাভের উপায় বলে গন্য করে। জেনে রেখো, তা হল তাদের নৈকট্য। আল্লাহ তাদেরকে নিজের রহমতের অন্তর্ভুক্ত করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল, করুনাময়। (সূরা তাওবা-৯৯)

*** *** ***

হযরত নু'মান ইব্নে মুকার্‌রিন রাযি. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পতাকা তলে এসে শামিল হলেন এবং কোন অলসতা আর ত্রুটি-বিচ্যুতি ছাড়াই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সকল জিহাদে অংশ গ্রহণ করলেন।

তারপর খেলাফতের দায়িত্ব হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাযি.-এর নিকট এসে গেলে তাঁর সাথে হযরত মুকাররিন রাযি. ও তাঁর গোত্র বনু মুযায়নার লোকেরা অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে দাঁড়ালেন। যার প্রভাব ইরতেদাদের ফিতনা দমনে ছিল চির ভাস্বর।

*** *** ***

তারপর খেলাফতের দায়িত্ব হযরত উমর ফারূক রাযি.-এর নিকট এসে গেলে তাঁর খেলাফত কালে হযরত নু'মান ইব্নে মুকার্‌রিন রাযি. এমন অবদান রাখেন, ইতিহাস যাকে সুরভিত সপ্রশংস ও সজীব কণ্ঠে উল্লেখ করে।

*** *** ***

কাদেসিয়ার যুদ্ধের কিছু আগে মুসলিম বাহিনীর সর্বাধিনায়ক হযরত সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস রাযি. হযরত নু'মান ইব্নে মুকার্‌রিন রাযি.-এর নেতৃত্বে পারস্য সম্রাট ইয়াযদাজারদ এর নিকট ইসলামের দাওয়াত দেয়ার জন্য একটি প্রতিনিধি দল প্রেরণ করেন।

পারস্য সাম্রাজ্যের রাজধানী মাদায়েনে পৌঁছে তাঁরা সম্রাটের নিকট প্রবেশের অনুমতি চাইল। তিনি তাঁদের অনুমতি দিলেন। তারপর দোভাষীকে ডেকে বললেন,

তাদের জিজ্ঞেস কর, কেন তোমরা আমাদের দেশে এলে আর কিসে তোমাদেরকে যুদ্ধ করতে উদ্বুদ্ধ করল? মনে হয়, তোমরা আমাদের খেয়ে আমাদের বিরুদ্ধে দুঃসাহসিকতা দেখাচ্ছো, কারণ আমরা তোমাদের ব্যাপারে উদাস ছিলাম, তোমাদের টুঁটি চেপে ধরতে চাইনি।

হযরত নু'মান ইব্নে মুকার্‌রিন রাযি. তাঁর সাথীদের দিকে ফিরে তাকিয়ে বললেন, তোমরা চাইলে আমি তোমাদের পক্ষ থেকে উত্তর দেই

আর যদি তোমাদের কেউ কথা বলতে চাও, তাহলে আমি তাঁকে প্রাধান্য দিব।

তাঁরা বলল, বরং আপনি কথা বলুন। তারপর তাঁরা পারস্য সম্রাটের দিকে ফিরে বললেন, ইনি আমাদের হয়ে কথা বলবেন। সুতরাং তাঁর কথা শুনুন,

হামদ ও সালাতের পর হযরত নু'মান ইব্‌নে মুকার্‌রিন রাযি. বললেন, আল্লাহ আমাদের উপর অনুগ্রহ করেছেন। তাই আমাদের নিকট একজন রাসূল পাঠিয়েছেন, যিনি আমাদেরকে কল্যাণের পথ দেখান এবং তা করতে নির্দেশ দেন আর আমাদের অকল্যাণ বিষয়াবলী দেখিয়ে দেন এবং তা করতে নিষেধ করেন।

তিনি আমাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, যদি আমরা তাঁর ডাকে সাড়া দেই, তাহলে আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ দান করবেন।

এভাবে কিছু দিন যেতে না যেতেই আল্লাহ তা'আলা আমাদের সংকীর্ণতাকে প্রশস্ততায় পরিবর্তন করে দিলেন। আমাদের লাঞ্ছনাকে ইজ্জতে পরিণত করে দিলেন। আমাদের শত্রুতাকে ভ্রাতৃত্বে ও মমতায় পরিবর্তন করে দিলেন।

তিনি আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন, আমরা যেন লোকদেরকে কল্যাণের দিকে আহবান করি। আর তা যেন প্রতিবেশীদের মাধ্যমে শুরু করি।

তাই আমরা আপনাদেরকে আমাদের ধর্ম গ্রহণে আহবান করছি। তা এমন এক ধর্ম, যা সকল ভালকে ভাল বলে ঘোষণা করে আর তা করতে উৎসাহিত করে এবং সকল মন্দকে মন্দ বলে ঘোষণা করে আর তা থেকে সতর্ক করে। এ ধর্ম তার অনুসারীকে কুফুরীর অন্ধকার ও যুলুম থেকে ঈমানের আলো ও ইনসাফের দিকে নিয়ে যায়।

তোমরা যদি এখন আমাদের ডাকে সাড়া দিয়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ কর, তাহলে আমরা তোমাদের মাঝে আল্লাহর কিতাব রেখে যাব এবং তোমাদেরকে তাতে প্রতিষ্ঠিত করব। তবে শর্ত হল, তোমরা তার বিধান

অনুযায়ী শাসনকার্য পরিচালনা করবে। তারপর আমরা ফিরে যাব। তোমাদেরকে তোমাদের অবস্থায় রেখে চলে যাব।

আর যদি তোমরা তা গ্রহণ করতে অস্বীকার কর, তাহলে আমি তোমাদের থেকে জিযিয়া কর আদায় করব ও তোমাদের হেফাজতের ব্যবস্থা করব। যদি জিযিয়া কর দিতে অস্বীকার কর, তাহলে আমরা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব।

সম্রাট ইয়াযদাজারদ তাঁর কথা শুনে ক্রোধ ও ক্ষোভে জ্বলে উঠল। বলল, আমি পৃথিবীর বুকে এমন কোন জাতির কথা জানি না, যারা তোমাদের চেয়ে অধিক হতভাগ্য, যারা সংখ্যায় তোমাদের চেয়ে অধিক স্বল্প, যারা তোমাদের চেয়ে অধিক পর্যুদস্ত।

আমরা তো তোমাদের বিষয়টি সাম্রাজ্যের প্রান্ত-শাসকদের নিকট ন্যস্ত করেছিলাম। তাই তারাই আমাদের হয়ে তোমাদের থেকে আনুগত্য গ্রহণ করত।

যদি প্রয়োজনই তোমাদেরকে আমাদের নিকট আসতে বাধ্য করে, তাহলে আমরা তোমাদের জন্য এমন খাবারের নির্দেশ দিব যে, তোমাদের দেশ সজীব শস্যময় হয়ে যাবে। তোমাদের সরদার ও নেতৃস্থানীয়দেরকে পোষাক পরিচ্ছদে ভূষিত করব। আমাদের পক্ষ থেকে এমন এক বাদশাহ নিয়োগ করব, যে তোমাদের সাথে কোমল আচরণ করবে।

তখন প্রতিনিধি দলের জনৈক ব্যক্তি তার প্রস্তাবকে এমন ভাবে উড়িয়ে দিল যা পুনরায় তার ক্রোধাগ্নিকে প্রজ্জ্বলিত করল। তাই বলল, যদি দূতকে হত্যা না করার বিষয়টি সর্বজনমান্য না হত, তাহলে আমি তোমাদেরকে হত্যা করতাম।

যাও, আমার কাছে তোমাদের পাওয়ার কিছুই নেই। তোমাদের সেনাপতিকে গিয়ে বল, আমি তার নিকট রোস্তমকে পাঠাচ্ছি। সে তাকে এবং তোমাদেরকে এক সাথে কাদেসিয়ার পরিখায় দাফন করবে।

তারপর সম্রাটের নির্দেশে এক টুকরী মাটি আনা হল। সে তার লোকদের বলল, এদের অধিক সম্মানী ব্যক্তির মাথায় তা তুলে দাও এবং

মানুষের সামনে দিয়ে ধাক্কা দিতে দিতে নিয়ে যাও, যেন সে রাজধানীর ফটকের বাইরে চলে যায়।

তারপর প্রতিনিধিদলকে বলল, তোমাদের মাঝে অধিক সম্মানী কে? হযরত আসেম ইবনে উমর রাযি. অগ্রসর হলেন। বললেন, আমি।

তখন তাঁর মাথায় তা তুলে দিল। তিনি মাদায়েন থেকে বেরিয়ে গেলেন। তারপর মাটির টুকরীটি তাঁর উষ্ট্রীতে তুলে নিলেন এবং হযরত সা'আদ ইবনে আবী ওয়াক্কাস রাযি.-এর জন্য তা নিয়ে গেলেন। তাঁকে সুসংবাদ দিলেন যে, সত্বর আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদের জন্য পারস্য বিজিত করে দিবেন এবং তাদের দেশের মাটিতে মুসলমানদের রাজত্ব কায়েম করবেন।

এরপর কাদেসিয়ার যুদ্ধ হল। হাজার হাজার নিহত ব্যক্তির লাশে কাদেসিয়ার পরিখা পরিপূর্ণ হয়ে গেল। তবে তারা মুসলিম বাহিনীর কেউ ছিল না। তারা ছিল পারস্য বাহিনীর সৈন্য।

কাদেসিয়ার পরাজয়ের পর পারসিকরা শান্ত হল না। তারা তাদের বাহিনীগুলোকে একত্রিত করল। তাদের সৈন্যবাহিনীকে সুসজ্জিত করল। ফলে এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার সুঠাম শক্তিশালী সৈন্যের একটি বাহিনী পূর্ণ প্রস্তুত হল।

হযরত উমর রাযি. এই বিশাল সৈন্য সমাবেশের সংবাদ শুনে নিজেই এ মহা বিপদের মুকাবিলা করতে প্রতিজ্ঞা করলেন।

কিন্তু মুসলমানদের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা তাঁকে বাঁধা দিয়ে পরামর্শ দিলেন, যেন তিনি এই মহা বিপদের ন্যায় যুদ্ধে নির্ভরযোগ্য কোন সেনাপতি প্রেরণ করেন।

তখন হযরত উমর রাযি. বললেন, তাহলে সে সীমান্তে নিয়োগের জন্য কোন ব্যক্তির পরামর্শ দিন।

তাঁরা বললেন, হে আমীরুল মু'মিনীন ! আপনি আপনার সৈন্য বাহিনী সম্পর্কে অধিক জ্ঞাত।

তখন হযরত উমর রাযি. বললেন, আল্লাহর শপথ করে বলছি, আমি মুসলিম বাহিনী উপর এমন এক ব্যক্তিকে নিয়োগ করব, যে যুদ্ধ চলাকালে বর্শার চেয়ে অধিক দ্রুতগামী হবে । তিনি হলেন ন্'মান ইব্নে মুকার্রিন আল্ মুযানী ।

তখন সবাই বলল, হ্যাঁ, সে-ই তার যোগ্য ।

তখন হযরত উমর ফারূক রাযি. তাঁর নিকট এই বলে চিঠি পাঠালেন,

“এ পত্র আল্লাহর বান্দা উমর ইবনে খাত্তাব-এর পক্ষ হতে ন্'মান ইব্নে মুকার্রিন এর নিকট ।

হামদ ও সানার পর, আমার নিকট এ সংবাদ পৌঁছেছে যে, অনারব সব সৈন্যবাহিনী নাহাওয়ান্দ শহরে তোমাদের বিরুদ্ধে একত্রিত হচ্ছে। সুতরাং তোমার নিকট আমার এই পত্র পৌঁছা মাত্র আল্লাহর নির্দেশে, আল্লাহর সহায়তায় তোমার সাথের মুসলমানদের নিয়ে রওনা হয়ে যাও। তাদেরকে দুর্গম পথ দিয়ে নিয়ে যাবে না, তাহলে তুমি তাদের কষ্টে ফেলবে। আর শুনে নাও, এক লক্ষ দিনারের চেয়ে একজন মুসলমান আমার নিকট অধিক প্রিয় ।

ওয়াস্ সালাম...

হযরত নু'মান ইব্নে মুকার্রিন রাযি. সৈন্যবাহিনী নিয়ে শত্রুর মুকাবিলায় ছুটে চললেন এবং পথের অবস্থা পর্যবেক্ষণের জন্য কয়েকটি অগ্রগামী অশ্বরোহী বাহিনী পাঠিয়ে দিলেন। বাহিনীটি নাহাওয়ান্দের নিকট পৌঁছলে অশ্বগুলো দাঁড়িয়ে গেল। তাদের তাড়া করলেও তারা ঠাঁয় দাঁড়িয়ে রইল। বিষয়টি বুঝার জন্য তাঁরা অশ্ব-পৃষ্ঠ থেকে নেমে অশ্বের খুরে খুরে পেরেকের মাথার ন্যায় ধারাল অসংখ্য লোহার টুকরার সন্ধান পেল। তারপর মাটিতে তাকিয়ে দেখল, অনারবরা নাহাওয়ান্দে পৌঁছার পথে পথে লোহার কাঁটা ছড়িয়ে দিয়েছে যেন অশ্বারোহী ও পদাতিক বাহিনী তাদের নিকট পৌঁছতে না পারে।

*** *** ***

অশ্বারোহী বাহিনী হযরত নু'মান ইব্‌নে মুকার্‌রিন রাযি. কে এ সংবাদ দিল এবং মতামত চাইল। তখন তিনি তাদেরকে স্বস্থানে থাকার নির্দেশ দিলেন এবং শত্রুরা যাতে তাদের দেখতে পায় সে জন্য রাতে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করার নির্দেশ দিলেন। তখন তাদের আতংকিত হওয়া ও পরাজিত হওয়ার ভয় দূর হয়ে যাবে। ফলে তাদেরকে এগিয়ে আসতে ও ছড়িয়ে দেয়া লোহার কাঁটাগুলো দূর করতে উৎসাহিত করবে। পারসিকদের বিরুদ্ধে কৌশলটি কাজে লাগল। তাই যখনই তারা মুসলিম অগ্রবাহিনীকে স্থির দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল, তারা লোক পাঠিয়ে লোহার কাঁটাগুলো ঝাঁড়ু দিয়ে পরিস্কার করল। আর হঠাৎ মুসলমানরা তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল এবং পথগুলো দখল করে নিল।

*** *** ***

হযরত নু'মান ইব্‌নে মুকার্‌রিন রাযি. নাহাওয়ান্দ শহরের উচুঁ ভূমিতে সৈন্য সমাবেশ করলেন এবং অতর্কিত শত্রুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে প্রতিজ্ঞা করলেন। তাই সৈনিকদের বললেন, আমি তিনবার তাকবীর দিব। প্রথম বার তাকবীর দিলে যারা প্রস্তুত থাকবে না, তারা প্রস্তুত হয়ে যাবে। দ্বিতীয় বার তাকবীর দিলে সবাই অস্ত্র নিয়ে তৈরী হয়ে যাবে। তৃতীয় বার তাকবীর দিয়ে আমি শত্রুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়লে তোমরাও আমার সাথে ঝাঁপিয়ে পড়বে।

*** *** ***

হযরত নু'মান ইব্‌নে মুকার্‌রিন রাযি. তিনটি তাকবীর দিলেন এবং শত্রুর বুহ্য ভেদ করে নেকড়ের ন্যায় ঝাঁপিয়ে পড়লেন। তাঁর পিছনে পিছনে মুসলিম সৈনিকরা প্লাবনের ন্যায় উপচে পড়ল। তারপর ভয়াবহ যুদ্ধের চাকা উভয় বাহিনীর মাঝে এমন ভাবে ঘুরতে লাগল যুদ্ধের ইতিহাস এর নজীর খুব কমই দেখেছে।

*** *** ***

পারসিক বাহিনী ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল। তাদের লাশে সমতল ভূমি আর উঁচু ভূমি ভরে গেল। পথে-ঘাটে তাদের রক্ত প্রবাহিত হতে লাগল। ফলে হযরত নু'মান ইব্‌নে মুকার্‌রিন রাযি. এর ঘোড়া পিছলে গেল। তিনি পরে

গেলেন। মারাত্মক আহত হলেন। তখন তাঁর ভাই তাঁর হাত থেকে পতাকাটি নিয়ে নিলেন। একটি চাদর দ্বারা তাঁকে ঢেকে দিলেন এবং তাঁর আহত হওয়ার বিষয়টি গোপন রাখলেন।

তারপর মহা বিজয় অর্জিত হল। মুসলমানগণ যার নাম রাখলেন "ফত্হুল ফুতুহ"। সকল বিজয়ের সেরা বিজয়।

বিজয়ী বাহিনী তাদের বীর সেনাপতি সর্ম্পকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে লাগল, তখন তাঁর ভাই চাদর তুলে বললেন, এই তো তোমাদের সেনাপতি। বিজয় দানের মাধ্যমে আল্লাহ তাঁর চোখকে শীতল করেছেন এবং শাহাদাতের মাধ্যমে তাঁর জীবনের অবসান ঘটিয়েছেন।

হযরত সুহাইব রুমী রাযি.

رَبِحَ الْبَيْعُ يَا أَبَا يَحْيَ ...رَبِحَ الْبَيْعُ ...

তোমার ব্যবসা লাভবান হয়েছে, হে আবু ইয়াহ্ইয়া! তোমার ব্যবসা লাভবান হয়েছে।

...মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

হযরত সুহাইব রুমী রাযি.

হযরত সুহাইব রুমী রাযি.

হে মুসলিম সম্প্রদায়! আমাদের মধ্যে এমন কে আছে যে, সুহাইব রুমী রাযি. কে চিনে না? তাঁর খবরাখবর ও তাঁর জীবন-চরিতের কিছু জানে না?

তবে হযরত সুহাইব রাযি. যে রোমের অধিবাসী ছিলেন না, তা আমাদের অনেকেই জানেন না। তিনি একজন খালেছ আরব ছিলেন। তাঁর পিতা ছিলেন বনু নুমাইর গোত্রের আর মাতা ছিলেন বনু তামীম গোত্রের।

তবে হযরত সুহাইব রাযি. কে রুমী বলার একটি করুণ কাহিনী আছে। ইতিহাসের স্মৃতি তা এখনো সংরক্ষণ করছে এবং তাঁর সফরের কাহিনী বর্ণনা করছে।

নবুয়তের প্রায় বিশ বৎসর আগের কথা। সম্রাট কিসরার পক্ষ হতে মালেক ইবনে সিনান নুমাইরি তখন বসরার উবুল্লা শহর শাসন করতেন। তাঁর অতি স্নেহের এক সন্তান ছিল। পাঁচ বৎসরও তার বয়স অতিক্রম করেনি। তাকে সুহাইব বলে ডাকতেন।

***   ***   ***

হযরত সুহাইব রাযি. উজ্জ্বল চেহারা , লালচে চুল, উপচে পড়া স্ফূর্তি, বুদ্ধি আর উঁচু বংশ মর্যাদায় উজ্জ্বল দুই চোখের অধিকারী ছিলেন।

তা ছাড়া তিনি উল্লাসময় ও মধুময় হৃদয়ের অধিকারী ছিলেন। পিতার হৃদয়ে আনন্দের নহর বইয়ে দিতেন। রাজ্য পরিচালনার সকল পেরেশানী দূর করে দিতেন।

***   ***   ***

সুহাইবের মাতা প্রশান্তি অর্জন ও অবকাশ যাপনের জন্য ছোট ছেলে সুহাইব, স্বজন ও সেবক-সেবিকাদের একটি দল নিয়ে ইরাকের ছানিয়া নামক পল্লীতে গেলেন। তখন রোমান বাহিনীর একটি দল সেই পল্লীতে আক্রমণ করল। পল্লীর প্রহরীদেরকে হত্যা করল। ধনসম্পদ ছিনিয়ে নিল। শিশুসন্তানদের বন্দী করল। যাদের বন্দী করেছিল তাদের একজন ছিলেন হযরত সুহাইব রাযি.।

*** *** ***

রোমে গোলাম-বাদীদের বাজারে হযরত সুহাইব রাযি. কে বিক্রি করে দেয়া হল। তারপর তিনি হাতে হাতে ঘুরতে লাগলেন। এক মনিবের খেদমত ছেড়ে আরেক মনিবের খেদমতে যোগ দিতে লাগলেন। তাঁর অবস্থা অন্যান্য হাজার হাজার গোলাম-বাদীদের মতই ছিল, যারা রোম সাম্রাজ্যের প্রাসাদগুলো ভরে রেখেছিল।

*** *** ***

এ দাসত্ব হযরত সুহাইব রাযি.কে রোমান সাম্রাজ্যের গভীরে পৌঁছা ও ভেতর থেকে অবলোকন করার সুযোগ করে দিল। প্রাসাদগুলোতে যে নির্লজ্জতা ও নীচুতা বাসা বেঁধেছিল তিনি তা স্বচক্ষে অবলোকন করলেন। যে সব পাপ ও অন্যায় কাজ সেখানে সংঘঠিত হত তিনি তা স্বকানে শুনলেন। তাই তিনি সে সমাজকে অপছন্দ করলেন। ঘৃণা করলেন।

তিনি প্রায়ই মনে মনে বলতেন, এতে কোন সন্দেহ নেই যে, সংস্কারের প্রবল ঝঞ্ঝা বায়ু প্রবাহিত না হলে এ সমাজকে পবিত্র করা যাবে না।

*** *** ***

হযরত সুহাইব রাযি. রোম সাম্রাজ্যে প্রতিপালিত হওয়া , রোমের মাটিতে ও রোমানদের মাঝে যুবক হওয়া সত্ত্বেও, আরবী ভাষা ভুলে যাওয়া বা প্রায় ভুলে যাওয়া সত্ত্বেও কখনো তিনি ভুলেন নি যে, তিনি মরুর সন্তান এক আরব।

এক মুহূর্তের জন্যও তাঁর হৃদয় থেকে ঐদিনের আগ্রহ ও উচ্ছাসের কথা মিটে যায়নি যে দিন দাসত্ব থেকে মুক্ত হয়ে তাঁর সম্প্রদায়ের সন্ত ানদের সাথে মিলিত হবেন।

আরব দেশের প্রতি তাঁর আগ্রহ আরো বাড়িয়ে দিল এক খৃস্টান ধর্ম যাজকের কথা, তিনি এক সরদারকে বলছিলেন,

সে সময় সন্নিকটে এসে গেছে,যখন আরব উপদ্বীপের মক্কায় এ্কজন নবী আত্মপ্রকাশ করবেন, যিনি ঈসা ইবনে মরিয়মের রিসালাতের সত্যায়ন করবেন আর মানুষেরা অন্ধকার থেকে আলোর দিকে বেরিয়ে আসবে।

*** *** ***

তারপর হযরত সুহাইব রাযি. সুযোগ পেলেন। তিনি তাঁর মনিবদের দাসত্ব থেকে পালিয়ে গেলেন। প্রতীক্ষিত নবীর প্রেরণস্থান, আরবদের আশ্রয়স্থান, উম্মুল কোরা মক্কার অভিমুখে তিনি ছুটতে লাগলেন।

মক্কায় পৌঁছলে লোকেরা মুখের জড়তা ও চোখের লালিমার কারণে তাঁকে "সুহাইব রুমী" নামে ডাকতে লাগল।

*** *** ***

তিনি আরবের এক সরদার আব্দুল্লাহ ইবনে জুদ'আনের সাথে মিত্রচুক্তিতে আবদ্ধ হলেন এবং ব্যবসা করতে লাগলেন। ফলে প্রচুর ধন-সম্পদের মালিক হলেন।

তবে ব্যবসা-বানিজ্য ও অর্থ উপার্জনের ব্যস্ততা তাঁকে খৃস্টান ধর্মযাজকের কথা ভুলিয়ে দিল না। তাই যখনই তাঁর হৃদয়ে সেই কথা উদয় হত অধৈর্য হয়ে নিজেকে প্রশ্ন করতেন,

তাহলে সেই মহান ব্যক্তিটি কে হবেন?

এর কিছুদিন পরই তাঁর নিকট উত্তর এসে গেল।

*** *** ***

একদা হযরত সুহাইব রাযি. এক বাণিজ্য-সফর থেকে মক্কায় ফিরে এলেন। জনৈক ব্যক্তি তাঁকে সংবাদ দিল, মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নবী রূপে প্রেরিত হয়েছেন। লোকদের

এক আল্লাহর উপর ঈমান আনতে আহবান করছেন। তাদের ইনসাফ ও অন্যের প্রতি অনুগ্রহে উৎসাহিত করছেন। অশ্লীল ও অন্যায় কাজ করতে নিষেধ করছেন।

*** *** ***

তিনি বললেন, তিনি কি ঐ ব্যক্তি নন যাঁকে তোমরা "আল আমীন" উপাধী দিয়েছো?

লোকটি বলল, হ্যাঁ

তিনি বললেন, তিনি এখন কোথায় অবস্থান করছেন?

লোকটি বলল, সাফা পর্বতের পাদদেশ, আরকাম ইবনে আবীল আরকামের বাড়িতে।

তবে সাবধান! কুরাইশের কেউ যেন তোমাকে না দেখে। তারা তোমাকে দেখলে নির্যাতন-নিপীড়ন করবে, করতেই থাকবে। অথচ তুমি একজন পরদেশী মানুষ । এখানে তোমার বংশের কেউ নেই, যে তোমাকে রক্ষা করবে, তোমার নিকট আত্মীয় কেউ নেই, যে তোমাকে সাহায্য-সহযোগিতা করবে।

*** *** ***

সর্তকতার সাথে চারদিকে লক্ষ্য রেখে হযরত সুহাইব রাযি. আরকামের বাড়ির দিকে গমন করলেন। বাড়িতে পৌঁছে দরজায় আম্মার ইবনে ইয়াসির রাযি. কে দেখতে পেলেন। তিনি তাঁকে পূর্ব থেকেই চিনতেন। ক্ষণকাল দ্বিধাদ্বন্দ্বে থাকার পর তাঁর নিকটবর্তী হলেন। বললেন, হে আম্মার! তুমি এখানে কী চাও ?

হযরত আম্মার রাযি. বললেন, বরং তুমি বল কী চাও?

হযরত সুহাইব রাযি. বললেন, আমি এই লোকটির নিকট যেতে চাই । আমি তাঁর কথা শুনব।

হযরত আম্মার রাযি. বললেন, আর আমিওতো তাই চাই।

হযরত সুহাইব রাযি. বললেন, তাহলে এসো, আমরা আল্লাহর রহমতের উপর ভরসা করে একসাথেই প্রবেশ করি।

*** *** ***

সুহাইব ইবনে সিনান ও আম্মার ইবনে ইয়াসির রাযি. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট গেলেন। তাঁর কথা শুনে তাঁদের হৃদয়ে ঈমানের নূর প্রজ্জ্বলিত হয়ে উঠল। তাঁরা রাসূলের দিকে হস্ত প্রসারিত করতে প্রতিযোগিতা করল। তাঁরা সাক্ষ্য দিল, "আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই। আর মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বান্দা ও রাসূল"। তাঁরা সেই দিবসটি রাসূলের হিদায়াতের বারি পানে পিয়াসা দূর করে ও তাঁর সাহচর্যের নেয়ামত গ্রহণ করে কাটিয়ে দিলেন।

রাত এগিয়ে এল। চারদিক শান্ত সমাহিত। রাতের অন্ধকারে তাঁরা রাসূলের নিকট থেকে বেরিয়ে গেলেন। ইতিমধ্যে তাঁরা হৃদয়ে এতো অধিক নূর গ্রহণ করেছেন যা গোটা দুনিয়া আলোকিত করতে যথেষ্ট।

*** *** ***

হযরত বিলাল, হযরত আম্মার, হযরত সুমাইয়া, খব্বাবসহ অনেক দুর্বল মুসলমানদের সাথে হযরত সুহাইব রাযি. কুরাইশদের নির্যাতন ও নিপীড়ন সহ্য করলেন এবং কুরাইশদের এমন শাস্তি বরদাশত করলেন যদি তা পাহাড়ের উপর অবতীর্ণ হত তা হলে তা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যেত। প্রশান্ত ও ধৈর্যশীল হৃদয় নিয়ে তিনি ঐ সব কিছু গ্রহণ করলেন। কারণ তিনি জানতেন, জান্নাতের পথ কন্টকাকীর্ণ।

*** *** ***

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাহাবীদেরকে মদীনায় হিজরতের অনুমতি দিলে হযরত সুহাইব রাযি. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও হযরত আবু বকর রাযি.-এর সাথে হিজরত করার ইচ্ছে করলেন। কিন্তু কুরাইশরা তাঁর হিজরতের বিষয়টি জেনে ফেলল। তারা তাতে বাঁধা দিল এবং তাঁর পিছনে প্রহরী লাগিয়ে দিল যেন তিনি তাদের হাত থেকে ফসকে না যান এবং ব্যবসা করে যে সোনা-চাঁদি পুঞ্জিভূত করেছেন তা নিয়ে না যান।

*** *** ***

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাথীর হিজরতের পর হযরত সুহাইব রাযি. তাঁদের সাথে মিলিত হওয়ার সুযোগ খুঁজছিলেন।

কিন্তু সফল হলেন না। কারণ প্রহরীদের চোখ তাঁর ব্যাপারে বিনিদ্র ও সদাসচেতন। সুতরাং বাহানার আশ্রয় নেয়া ছাড়া আর কোন উপায় ছিল না।

*** *** ***

শীতের এক রাতে হযরত সুহাইব রাযি. বারবার শৌচাগারে যেতে লাগলেন, যেন তিনি তাঁর প্রয়োজন পূর্ণ করছেন। তাই একবার শৌচাগার থেকে ফিরে আসতে না আসতেই আবার শৌচাগারে যেতে লাগলেন।

*** *** ***

জনৈক প্রহরী বলল, তোমরা আজ স্ফূর্তিতে থাক। লাত আর উজ্জা আজ তাকে পেটের ব্যস্ততায় ফেলে দিয়েছে।

তারপর তারা বিছানায় আশ্রয় নিল এবং চোখগুলোকে ঘুমের নিকট সমর্পণ করল। তখন হযরত সুহাইব রাযি. সন্তর্পণে বেরিয়ে পড়লেন এবং মদীনার অভিমুখে যাত্রা শুরু করলেন।

*** *** ***

হযরত সুহাইব রাযি. এর চলে যাওয়ার অল্প কিছুক্ষণ পরই প্রহরীরা টের পেল। তারা ধড়মড়িয়ে ঘুম থেকে উঠল। দ্রুতগামী অশ্বের পিঠে চেপে বসল এবং তার পশ্চাতে অশ্ব ছুটাল। অবশেষে তাঁকে ধরে ফেলল।

*** *** ***

হযরত সুহাইব রাযি. তাদের আগমন টের পেলেন। একটি উঁচু স্থানে গিয়ে দাঁড়ালেন। তুণীর থেকে তীর বের করলেন। ধনুকে যোজনা করলেন। তারপর বললেন, হে কুরাইশের লোকেরা! আল্লাহর শপথ করে বলছি, তোমরা জান, লোকদের মাঝে আমি তীর নিক্ষেপে দারুণ পারদর্শী। লক্ষ্য ভেদ করতেও আমি অধিক দক্ষ। সুতরাং আমার হাতের প্রত্যেকটি তীর দিয়ে তোমাদের একেক জনকে হত্যা করার আগে তোমরা আমার নিকট পৌঁছতে পারবে না।

তারপর আমি তোমাদেরকে আমার তরবারী দ্বারা আঘাত করতে থাকব যতক্ষণ তা আমার হাতে বাকি থাকে। তখন প্রহরীদের একজন

বলল, আল্লাহর শপথ করে বলছি, আমরা তোমাকে তোমার জান ও মাল নিয়ে যেতে দিব না।

তুমি তো মক্কায় নিঃস্ব ও দরিদ্র অবস্থায় এসেছিলে। তারপর তুমি ধনবান হয়েছো আর সম্পদশালীদের সারিতে পৌঁছেছো।

তখন হযরত সুহাইব রাযি. বললেন, তোমরা একটু ভেবে দেখ, যদি আমি আমার সম্পদ তোমাদের জন্য রেখে যাই তাহলে কি তোমরা আমার পথ উম্মুক্ত করে দিবে ?

তারা বলল, হ্যাঁ

তিনি তখন মক্কায় তাঁর গৃহে রক্ষিত সম্পদের স্থানটির কথা বলে দিলেন।

তারা সেখানে গিয়ে তা নিয়ে নিল এবং তাকে মুক্ত করে দিল।

*** *** ***

হযরত সুহাইব রাযি. দীন নিয়ে আল্লাহর পথে মদীনার দিকে ছুটতে লাগলেন। জীবনের শ্রেষ্ঠ সময় ব্যয় করে যে সম্পদ অর্জন করেছেন তার প্রতি তাঁর আজ কোন আক্ষেপ নেই। কোন দুঃখ-বেদনা নেই। যখনই তিনি ক্লান্ত-পরিশ্রান্ত হতেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাক্ষাতের আগ্রহ তাঁকে অস্থির করে তুলত। আবার প্রাণপ্রাচুর্য ফিরে আসত আর বিরামহীন গতিতে তিনি ছুটে চলতেন। কুবায় পৌঁছলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দেখলেন, তিনি আসছেন। তাই উৎফুল্ল ও আনন্দিত হয়ে বললেন,

رَبِح البَيْعُ يَا أَبَا يَحْيِ !....رَبِح البَيْعُ ...

তোমার ব্যবসা লাভবান হয়েছে, হে আবু ইয়াহইয়া! তোমার ব্যবসা লাভবান হয়েছে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ কথাটি তিন বার বললেন।

তখন হযরত সুহাইব রাযি.-এর চেহারায় আনন্দের আভা ফুটে উঠল। তিনি বললেন,

وَاللّٰه مَا سَبَقَنِيْ إِلَيْكَ أَحَدٌ يَا رَسُوْلَ اَللّٰه   وَمَا أَخْبَرَ بِهِ إِلاَّ جِبْرِيلُ

অর্থ, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহর শপথ করে বলছি, আমার আগে আপনার নিকট কেউ আসেনি আর জিবরাইল ছাড়া আর কেউ এর সংবাদ দেয়নি।

*** *** ***

সত্যই বলছি, তাঁর ব্যবসা লাভবান হয়েছে ...

আকাশের ওহী তার সত্যায়ন করেছে ...

জিবরাইল আ. তার সাক্ষ্য দিয়েছেন

তাই হযরত সুহাইব রাযি.-এর শানে আল্লাহ তা'আলা বললেন ,

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِيْ نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَــاةِ اللّٰه ، وَاللّٰهُ رَؤُوْفٌ بالعبَاد.

অর্থ, কিছু লোক আছে যাঁরা, আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনে নিজেকে বিক্রয় করে দেয় । আর আল্লাহ বান্দাদের প্রতি অতি দয়ালু। (সূরা বাকারা-২০৭)

সুতরাং সুসংবাদ সুহাইব ইবনে সিনান রাযি.-এর জন্য এবং উত্তম প্রত্যাবর্তন সুহাইব ইবনে সিনান রাযি. এর জন্য ।

হযরত আবু দারদা রাযি.

كَانَ أَبُوْ الدَّرْدَاء يَدْفَعُ عَنْهُ الدُّنْيَا بالرَّاحَتَيْنِ و الصَّدْرِ

আবু দারদা দুই হাত আর বুক দিয়ে দুনিয়াকে প্রতিহত করতেন।

...আব্দুর রহমান ইবনে আউফ রাযি.

হযরত আবু দারদা রাযি.

উয়াইমির ইবনে মালেক খাযরাজির উপনাম আবু দারদা। খুব প্রত্যুষে তিনি ঘুম থেকে উঠলেন। গৃহের সব চেয়ে উৎকৃষ্ট বেদীতে স্থাপিত মূর্তিটির নিকট গেলেন। শুভেচ্ছা জানালেন। বিরাট ব্যবসার মাধ্যমে অর্জিত অতি মূল্যবান সুগন্ধি দ্বারা তাকে সুবাসিত করলেন। তারপর উন্নত মানের রেশমী পোশাক দ্বারা তাকে বিভূষিত করলেন। যা ইয়ামেন থেকে আগত এক ব্যবসায়ী গতকাল তাঁকে উপঢৌকন দিয়েছে।

সূর্য উপরে উঠে এলে আবু দারদা বাড়ি ত্যাগ করে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের দিকে রওনা দিলেন।

সহসা দেখলেন, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসারীদের কারণে ইয়াসরিবের পথ-ঘাট সংকীর্ণ হয়ে গেছে। তারা বদর যুদ্ধ থেকে ফিরে আসছেন। তাঁদের সামনে কুরাইশের বন্দীদের কয়েকটি দল। তিনি তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। কিন্তু পরক্ষণেই খাযরাজ বংশের এক যুবকের অভিমুখী হলেন এবং আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন।

খাযরাজী যুবক তাঁকে বলল, তিনি অত্যন্ত বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করেছেন। নিরাপদে গনীমতের মালসহ ফিরে এসেছেন। সে তাঁকে নিশ্চিন্ত করল।

আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা রাযি. সম্পর্কে আবু দারদার এই প্রশ্নের কারণে যুবকটি বিস্মিত হল না। কারণ তাদের মাঝে বিদ্যমান ভ্রাতৃত্বের বন্ধন সম্পর্কে সবাই অবহিত। জাহেলী যুগ থেকেই তারা পরস্পর ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ। তারপর ইসলাম ধর্ম এলে ইবনে রাওয়াহা তা গ্রহণ করলেন আর আবু দারদা তা থেকে বিরত রইলেন।

কিন্তু তা তাঁদের মাঝে বিদ্যমান সম্পর্ককে ছিন্ন করল না। তাই হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা রাযি. প্রায়ই আবু দারদার সাথে সাক্ষাৎ করতেন। তাকে ইসলামের দাওয়াত দিতেন। ইসলাম গ্রহণে উৎসাহিত করতেন। আর মুশরিক অবস্থায় আবু দারদার জীবনের কেটে যাওয়া প্রত্যেকটি দিবসের জন্য আফসোস করতেন।

***   ***   ***

আবু দারদা তাঁর ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে পৌঁছে উঁচু আসনে আসন করে বসলেন। ক্রয়-বিক্রয় করতে লাগলেন। দাসদের আদেশ-নিষেধ দিতে লাগলেন।

এদিকে তিনি কিন্তু জানেন না, তাঁর বাড়িতে কী ঘটছে। সে সময় হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা রাযি. তাঁর বন্ধু আবু দারদার বাড়িতে গেলেন। আজ তিনি এক বিশেষ প্রতিজ্ঞা করে নিয়েছেন।

গৃহে পৌঁছে দেখলেন, দরজা খোলা। উম্মে দারদাকে বাড়ির আঙিনায় দেখতে পেলেন । বললেন, আস্‌সালামু আলাইকি, ইয়া আমাতাল্লাহ !

উম্মে দারদা বললেন, ওয়া আলাইকাস সালাম, হে আবু দারদার ভাই!

হযরত ইবনে রাওয়াহা রাযি. বললেন, আবু দারদা কোথায় গেছে?

উম্মে দারদা বললেন, তিনি দোকানে গেছেন। শীঘ্রই ফিরে আসবেন।

ইবনে রাওয়াহা রাযি. বললেন, ভেতরে আসতে পারি কি?

উম্মে দারদা বললেন, স্বাগতম ! স্বাগতম!! আসুন। তিনি তাঁর জন্য পথ করে দিয়ে নিজের কামরায় চলে গেলেন। সন্তানদের দেখাশোনা ও গৃহস্থালির কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন।

***   ***   ***

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা রাযি. সেই কামরায় গিয়ে প্রবেশ করলেন, যেখানে আবু দারদা তাঁর মূর্তিটি স্থাপন করেছেন। সাথে নিয়ে আসা কুঠারটি বের করলেন। তারপর মূর্তিটির দিকে এগিয়ে গিয়ে তা ভাঙ্গতে লাগলেন। আর বলতে লাগলেন

أَلاَ كُلُّ ما يُدْعَى مَعَ اللّٰه بَاطِلٌ... أَلاَ كُلُّ ما يُدْعَى مَعَ اللّٰه بَاطِلٌ...

অর্থ ঃ শোনে নাও, আল্লাহর সাথে যার ইবাদত করা হয় তা বাতিল, তা মিথ্যা।... শোনে নাও, আল্লাহর সাথে যার ইবাদত করা হয় তা বাতিল, তা মিথ্যা...

মূর্তিটি ভেঙ্গে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে তিনি গৃহ ত্যাগ করলেন।

*** *** ***

উম্মে দারদা মূর্তির কামরায় প্রবেশ করলেন। মূর্তিটি খণ্ড-বিখণ্ড দেখে বজ্রাহত হলেন।... দেখলেন,মাটিতে তার অঙ্গ-প্রতঙ্গ ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে।... গন্ডদেশ চাপড়ে বলতে লাগলেন,

أَهْلَكْتَنِيْ يَابنْ رَوَاحَةَ.

أَهْلَكْتَنِيْ يَابنْ رَوَاحَةَ.

হে ইবনে রাওয়াহা ! তুমি আমাকে ধ্বংস করলে...

হে ইবনে রাওয়াহা ! তুমি আমাকে ধ্বংস করলে...

*** *** ***

কিছুক্ষণ পর আবু দারদা বাড়িতে ফিরে এলেন। দেখলেন, তাঁর স্ত্রী মূর্তিগৃহের দরজায় বসে উচ্চ স্বরে কাঁদছে। ভয়-ভীতির আলামত তাঁর চেহারায় ফুটে আছে।

আবু দারদা বললেল, তোমার কী হয়েছে ?

উম্মে দারদা বললেন, আপনার অনুপস্থিতিতে আপনার ভাই আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা এল। আর আপনার মূর্তির সাথে যা করল আপনি তা দেখছেন।

মূর্তির দিকে তাকিয়ে দেখেন, তা চূর্ণ-বিচূর্ণ। ক্রোধে জ্বলে উঠলেন। প্রতিশোধ নেয়ার ইচ্ছে করলেন। কিন্তু ক্ষণকাল পরেই শোরগোল থেমে এল। ক্রোধাগ্নি স্তিমিত হল। তখন আবু দারদা ঘটে যাওয়া বিষয়টি নিয়ে চিন্তা করলেন। তারপর বললেন, যদি এ মূর্তির মাঝে কোন কল্যাণ-শক্তি থাকত, তাহলে সে অবশ্যই নিজ থেকেই কষ্ট-বেদনাকে দূর করত।

তারপর তিনি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা রাযি. এর নিকট গেলেন। সেখান থেকে এক সাথে তাঁরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট গেলেন এবং আল্লাহর ধর্মে প্রবেশের ঘোষনা করলেন। তাই তিনিই পল্লীবাসীদের মাঝে ছিলেন শেষে ইসলাম গ্রহণকারী ব্যক্তি।

*** *** ***

শুরু থেকেই হযরত আবু দারদা রাযি. আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উপর এমন ঈমান আনলেন, যা তাঁর অস্তিত্বের প্রতিটি বিন্দুর সাথে মিশে গেলো।

ছুটে যাওয়া কল্যাণের ব্যাপারে তিনি অত্যন্ত লজ্জিত হলেন। তাঁর সাথীরা যে, আল্লাহর দীন বোঝার ব্যাপারে, কিতাবুল্লাহ হিফজ করার ক্ষেত্রে, আল্লাহর নিকট সঞ্চিত তাকওয়া ও ইবাদতে তাঁর থেকে অনেক দূরে অগ্রসর হয়ে গেছেন, তা তিনি গভীরভাবে উপলব্ধি করলেন।

তাই অত্যন্ত দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করলেন, কঠোর মুজাহাদা করে, রাতের ক্লান্তিকে দিনের ক্লান্তির সাথে মিশিয়ে দিয়ে ছুটে যাওয়া বিষয়গুলোকে অর্জন করবেন। অবশেষে অগ্রগামী দলের সাথে মিলিত হবেন। বরং তাঁদের থেকেও অগ্রসর হয়ে যাবেন।

তাই তিনি দুনিয়াবিরাগী ব্যক্তির ন্যায় ইবাদতে আত্মমগ্ন হয়ে পড়লেন। পিপাসার্ত ব্যক্তির ন্যায় ইলম অর্জনে ধাবিত হলেন। আল্লাহর কিতাবের প্রতিটি কালিমা মুখস্থ করায় ও তার প্রতিটি আয়াত গভীর ভাবে বুঝায় আত্মহারা হয়ে পড়লেন।

যখন দেখলেন, ব্যবসা-বাণিজ্য ইবাদতের স্বাদকে বিস্বাদ করে দিচ্ছে, ইলমের মজলিসসমূহ থেকে বঞ্চিত করে দিচ্ছে, তখন তিনি কোন দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ছাড়াই, কোন আক্ষেপ-অনুশোচনা ছাড়াই ব্যবসা-বাণিজ্য ত্যাগ করলেন ।

জনৈক ব্যক্তি এ ব্যাপারে তাঁকে জিজ্ঞেস করলে তিনি উত্তরে বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে প্রতিশ্রুতিতে আবদ্ধ হওয়ার পূর্বে আমি একজন ব্যবসায়ী ছিলাম। ইসলাম গ্রহণের পর আমি

ব্যবসা ও ইবাদতকে একত্রিত করতে ইচ্ছে করলাম। কিন্তু যা চাইলাম তা হল না। তাই ব্যবসা ত্যাগ করে ইবাদতের অভিমুখী হলাম।

আমার প্রাণ যাঁর নিকট তাঁর শপথ করে বলছি, আজ আমি চাই না, মসজিদের ফটকের সামনে আমার একটি দোকান হবে। ফলে জামাতের সাথে আমার কোন নামায ছুটবে না। তারপর আমি ক্রয়-বিক্রয় করব আর প্রত্যহ তিন শ' দীনার লাভ হবে।

প্রশ্নকারীর দিকে তাকিয়ে বললেন, তবে শুনে নাও, আমি এ কথা বলছি না, যে আল্লাহ তা'আলা ক্রয়-বিক্রয়কে হারাম করে দিয়েছেন, তবে আমি তাঁদের দলবদ্ধ হতে চাই, যাঁদেরকে ব্যবসা-বাণিজ্য আর ক্রয়-বিক্রয় আল্লাহর যিকির থেকে গাফেল করে না।

*** *** ***

হযরত আবু দারদা রাযি. শুধু ব্যবসাকেই পরিত্যাগ করেননি ; তিনি তো দুনিয়াকে চিরতরে ত্যাগ করেছেন আর দুনিয়ার শোভা-সৌন্দর্য থেকে বিমুখ হয়েছেন । শুষ্ক এক লোকমা খাবার যা পিঠকে সোজা রাখে, খসখসে এক টুকরা কাপড় যা দেহকে আবৃত রাখে, তাকেই তিনি যথেষ্ট মনে করতেন।

এক কন্‌কনে শীতের রাতে কিছু লোক এসে তাঁর মেহমান হল । তিনি তাদের জন্য গরম খাবার পাঠালেন । তবে তাদের নিকট কোন লেপ পাঠালেন না। ঘুমের ইচ্ছে করে তারা লেপের জন্য পরামর্শ করতে লাগল। একজন বলল,

আমি তাঁর নিকট যাচ্ছি । তাঁর সাথে কথা বলব,

অন্য একজন বলল, তাঁকে ছেড়ে দাও । কিন্তু সে তার কথা মানল না। এগিয়ে গেল এবং আবু দারদার দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। দেখল, তিনি কাঁত হয়ে শুয়ে আছেন আর তাঁর স্ত্রী পাশে বসে আছেন । তাঁদের গায়ে একটি পাতলা কাপড়, যা গরম থেকে রক্ষা করে না ,শীত থেকে বাঁচায় না।

লোকটি তখন হযরত আবু দারদা রাযি. কে বললেন, আমরা যে জীর্ণ অবস্থায় রাত্রি যাপন করছি, আপনিও দেখি আমাদের মতই রাত্রি যাপন করছেন !!

আপনাদের আসবাবপত্র কোথায় ?!

হযরত আবু দারদা রাযি. বললেন, ঐখানে আমাদের একটি বাড়ি আছে, আমরা যেসব আসবাবপত্র অর্জন করি পর্যায়ক্রমে তা সেখানে পাঠিয়ে দেই। যদি এ গৃহে আমরা কিছু বাকি রাখতাম, তাহলে অবশ্যই তা পাঠিয়ে দিতাম।

তারপর যে পথ অতিক্রম করে আমরা সেই বাড়িতে পৌঁছব সেপথে রয়েছে দূর্গম গিরি। সেখানে ভারাক্রান্ত ব্যক্তির চেয়ে স্বল্পভারী ব্যক্তি অধিক উত্তম। তাই আমরা স্বল্পভারী হতে চাচ্ছি। হয়তো আমরা সহজে পথ অতিক্রম করতে পারব।

তারপর লোকটিকে বললেন, তুমি কি বুঝেছো?

লোকটি বলল, হ্যাঁ, বুঝেছি। আল্লাহ আপনাকে উত্তম বিনিময় দান করুন।

*** *** ***

হযরত উমর ফারুক রাযি.-এর খিলাফত কালে তিনি চাইলেন, যেন হযরত আবু দারদা রাযি. শামের শাসন কার্যের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। কিন্তু হযরত আবু দারদা রাযি. তা অস্বীকার করলেন। তখন হযরত উমর রাযি. তাঁকে বারবার অনুরোধ করলে তিনি বললেন, যদি আপনি এতটুকুতে সন্তুষ্ট হন যে, আমি তাদের নিকট যাব। তাদেরকে আল্লাহর কিতাব ও রাসূলের সুন্নাত শিক্ষা দিব। তাদের সাথে নিয়ে নামায পড়ব। তা হলে আমি যাব। হযরত উমর রাযি. এতে রাজি হলেন।

তিনি দামেস্কে গেলেন। গিয়ে দেখেন, লোকেরা ভোগ-বিলাসে আসক্ত হয়ে পড়েছে। প্রাচুর্যের মাঝে ডুবে আছে।

বিষয়টি তাকে সঙ্কিত করল। তিনি লোকদের মসজিদে ডাকলেন। তারা একত্রিত হলে তিনি তাদের বললেন,

হে দামেস্কের অধিবাসীরা! তোমরা আমার ধর্মের ভাই। গৃহের নিকটতম প্রতিবেশী। শত্রুর বিরুদ্ধে সাহায্যকারী।

হে দামেস্কের অধিবাসীরা! আমাকে ভালবাসতে ও আমার উপদেশ শুনতে তোমাদের কিসে বাঁধা দিচ্ছে? অথচ আমি তোমাদের থেকে কোন বিনিময় চাই না। আমার উপদেশ তোমাদের জন্য আর আমার ভাতা অন্যের উপর।

কি হল, দেখছি তোমাদের আলেমরা একের পর এক চলে যাচ্ছে আর তোমাদের অজ্ঞ লোকেরা ইলম অর্জন করছে না!

আমি দেখছি, আল্লাহ তোমাদের জন্য যে রিযিকের দায়িত্ব নিয়েছেন তোমরা তা অর্জনে ধাবিত হচ্ছো আর তোমাদের যা করতে আদেশ দিয়েছেন তোমরা তা ত্যাগ করছো ?

কি হল, আমি দেখছি, তোমরা যা খাচ্ছো না তা পুঞ্জিভূত করছো!

যে সব প্রাসাদে থাকছো না তা তৈরী করছো!

যেখানে পৌঁছতে পারবে না তার আশা করছো!

তোমাদের পূর্ববর্তী সম্প্রদায়ের লোকেরা ধন-সম্পদ পুঞ্জিভূত করছিল আর বহু আশা করেছিল।

কিন্তু কিছুদিন যেতে না যেতেই তাদের পুঞ্জিভূত সম্পদ ধ্বংস হয়ে গেছে ...

তাদের আশা প্রবঞ্চনায় পরিণত হয়েছে...

তাদের ঘরবাড়ি সমাধিতে পরিণত হয়েছে...

হে দামেস্কের অধিবাসীরা! এইতো আদ সম্প্রদায় পৃথিবীকে ধন-সম্পদ আর ছেলে-সন্তান দ্বারা ভরে ফেলেছিল...

আজ আমার থেকে কে আদ সম্প্রদায়ের পরিত্যক্ত সম্পদ মাত্র দুই দেরহাম দ্বারা ক্রয় করবে?

তখন লোকেরা কাঁদতে লাগল। মসজিদের বাইরে থেকে তাদের কান্নার আওয়াজ শোনা গেল।

*** *** ***

সে দিন থেকে হযরত আবু দারদা রাযি. দামেস্কে মানুষের সমাবেশসমূহে যেতেন। হাটে-বাজারে ঘুরতেন। প্রশ্নকারীর প্রশ্নের উত্তর দিতেন। অজ্ঞ ব্যক্তিকে ইলম দান করতেন। গাফেল ব্যক্তিকে সতর্ক করতেন। প্রত্যেক সুযোগকে তিনি সুবর্ণ মনে করতেন। প্রত্যেক উপলক্ষ্যকে তিনি কাজে লাগাতেন।

*** *** ***

ঐতো হযরত আবু দারদা রাযি. একদল লোকের পাশ দিয়ে যাচ্ছেন। তারা এক ব্যক্তিকে ঘিরে মারছে আর গালমন্দ করছে। তিনি বললেন,

কী খবর ?

লোকেরা বলল,একজন লোক একটি গুরুতর পাপ করেছে।

তিনি বললেন, তোমরা কি একবার ভেবে দেখেছো, যদি লোকটি কোন কূপে পড়ে যেত, তাহলে কি তোমরা তাকে কূপ থেকে তুলতে না?

তারা বলল, হ্যাঁ,

হযরত আবু দারদা রাযি. বললেন, তাকে গালমন্দ করো না। তাকে মেরো না। তাকে উপদেশ দাও। সম্যক জ্ঞান দাও। আর আল্লাহর প্রশংসা কর ,যিনি তোমাদেরকে পাপে নিপতিত হওয়া থেকে রক্ষা করেছেন।

লোকেরা বলল, আপনি কি তাকে ঘৃণা করবেন না?

তিনি বললেন, আমি তার পাপ কাজকে ঘৃণা করব। যখন সে তার পাপ কাজ ছেড়ে দিবে তখনতো সে আমার ভাই হয়ে যাবে।

তখন লোকটি কাঁদতে লাগল আর তাওবার ঘোষণা করতে লাগল।

*** *** ***

একদা এক যুবক হযরত আবু দারদা রাযি. এর নিকট এল। বলল, হে আল্লাহর রাসূলের সাহাবী ! আমাকে কিছু উপদেশ দিন। তিনি তখন তাকে বললেন, হে বৎস ! সুখ-সাচ্ছন্দে আল্লাহকে স্মরণ কর তাহলে দুঃখ-দুর্দশায় আল্লাহ তোমাকে স্মরণ করবেন।

হে বৎস! আলেম হও অথবা তালেবে ইলম হও অথবা আলেমদের কথা মনোযোগ দিয়ে শ্রবণকারী হও । চতুর্থ কিছু হয়ো না, তা হলে ধ্বংস হয়ে যাবে।

হে বৎস! মসজিদ যেন তোমার গৃহ হয়। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, اَلْمَسَاجِدُ بَيْتُ كُلِّ تَقِيٍ -"মসজিদ প্রত্যেক মুত্তাকী ব্যক্তির গৃহ"। আল্লাহ তা'আলা ঐ ব্যক্তিদের শান্তি, রহমত, আর নির্বিঘ্নে পুলসিরাত অতিক্রম করে আল্লাহর নিকট পৌঁছার নিশ্চয়তা দান করেছেন, মসজিদ যাদের গৃহ হবে।

*** *** ***

এরা একদল যুবক। পথে বসে পথচারীদের দিকে তাকিয়ে গল্প গুজব করছে। তখন তিনি তাদেরকে বললেন,

হে বৎসরা! মুসলিম পুরুষের ইবাদাতগাহ্ হল তার গৃহ। সেখানে সে নিজেকে ও তার দৃষ্টিকে রক্ষা করবে। সাবধান ! কিছুতেই হাটে-বাজারে বসো না। কারণ তা অনর্থ ক্রিয়াকলাপে লিপ্ত করে।

*** *** ***

হযরত আবু দারদা রাযি. যখন দামেস্ক ছিলেন তখন দামেস্কের শাসক হযরত মুয়াবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান রাযি. তাঁর ছেলে ইয়াযিদের জন্য আবু দারদা রাযি. এর মেয়ে দারদার বিয়ের প্রস্তাব দিলেন। আবু দারদা রাযি. তাঁর মেয়েকে ইয়াযিদের সাথে বিয়ে দিতে অস্বীকার করলেন এবং একজন সাধারণ মুসলিম যুবকের সাথে বিয়ে দিলেন।

জনৈক প্রশ্নকারী এ বিষয়ে প্রশ্ন করলে তিনি বললেন, দারদার ব্যাপারে তোমাদের কী ধারনা, যখন তার সামনে দাস-দাসীরা খেদমতের জন্য দাঁড়িয়ে থাকবে আর নিজেকে এমন প্রাসাদরাজির মাঝে পাবে, যার মনিমুক্তার দীপ্তি চোখকে ঝলসে দিবে।

সে দিন তার ধর্মের অবস্থা কেমন হবে ?

*** *** ***

আবু দারদা রাযি. যখন দামেস্ক ছিলেন তখন আমীরুল মু'মিনীন হযরত উমর ইবনে খাত্তাব রাযি. দামেস্ক পরিদর্শনে গেলেন। এক রাতে তিনি বন্ধু আবু দারদার গৃহে সাক্ষাৎ করতে গেলেন। দরজায় ধাক্কা দিয়ে দেখেন, তা খোলা। অন্ধকার ঘরে প্রবেশ করলেন। তাতে কোন আলো

নেই। আবু দারদা তাঁর পায়ের আওয়াজ শুনে উঠে এলেন। তাঁকে স্বাগত জানালেন তারপর বসালেন।

অন্ধকারেই উভয়ে কথা বলতে লাগলেন।

হযরত উমর রাযি. তাঁর বালিশ স্পর্শ করে দেখলেন,তা বহন জন্তুর পিঠের চাদর... বিছানা স্পর্শ করে দেখেন, তা কঙ্করে ভরা।... চাদর স্পর্শ করে দেখেন, তা এমন পাতলা যা দামেস্কের শীতের মুকাবিলায় কোনই কাজে আসে না...।

তখন হযরত উমর রাযি. বললেন, আল্লাহ তোমার উপর রহম করুন। আমি কি তোমার সচ্ছলতা বাড়িয়ে দিব না?! আমি কি তোমার নিকট কিছু উপঢৌকন পাঠিয়ে দিব না ?

হযরত আবু দারদা রাযি. তখন বললেন, হে উমর! তোমার কি সেই হাদীসের কথা স্মরণ নেই, যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বর্ণনা করেছেন?

হযরত উমর রাযি. বললেন , তা কী?

হযরত আবু দারদা রাযি. বললেন, তিনি কি বলেননি,

لِيَكُنْ بَلاَغُ أَحَدكُمْ مِنَ الدُّنْيَا كَزَاد رَاكِبٍ

অর্থ- তোমাদের দুনিয়ার আসবাব যেন মুসাফিরের পাথেয়ের ন্যায় হয়।

হযরত উমর রাযি. বললেন, হ্যাঁ ,বলেছেন।

আবু দারদা রাযি. বললেন, হে উমর! তা হলে আমরা রাসূলের পর কী করেছি ?!!

তখন হযরত উমর রাযি. কাঁদতে লাগলেন। হযরত আবু দারদা রাযি. ও কাঁদতে লাগলেন। ক্রমেই তাঁদের কান্না বৃদ্ধি পেতে লাগল। এ অবস্থায় সকাল হয়ে গেল।

*** *** ***

হযরত আবু দারদা রাযি. দামেস্কবাসীদের উপদেশ দিতে লাগলেন। তাদের নসীহত করতে লাগলেন। তাদেরকে কুরআন ও হাদীস শিক্ষা

দিতে লাগলেন। এমনিভাবে চলতে চলতে এক সময় তাঁর মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এল।

মৃত্যু-রোগে আক্রান্ত হলে তাঁর সঙ্গী-সাথীরা গিয়ে বলল,

আপনি কিসের আশঙ্কা করছেন?

তিনি বললেন, আমি আমার পাপরাজির আশঙ্কা করছি।

তারা বলল, আপনি কিসের আশা করছেন?

তিনি বললেন, আমার রবের ক্ষমার আশা করছি।

তারপর তিনি তাঁর পাশ্ববর্তী লোকদের বললেন, আমাকে "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ "কালিমার তালকীন দাও, তারপর তিনি কালীমা পাঠ করতে করতে দুনিয়া থেকে বিদায় নিলেন।

*** *** ***

হযরত আবু দারদা রাযি.-এর ইনতেকালের পর আউফ ইবনে মালেক আশজায়ী রাযি. স্বপ্নে একটি সুবিস্তৃত সবুজ-শ্যামল, ছায়া-নিবিড় উদ্যান দেখলেন। তাতে চামড়ার একটি বিশাল গম্ভুজ রয়েছে। তার পাশে একপাল বকরী বসে আছে। কোন চোখ এ ধরনের সুন্দর বকরী দেখেনি।

তিনি বললেন, এ উদ্যানের মালিক কে?

বলা হল, আব্দুর রহমান ইবনে আউফ।

এরপর গম্ভুজ থেকে আব্দুর রহমান ইবনে আউফ রাযি. বেরিয়ে এলেন। বললেন, হে ইবনে মালেক ! আল্লাহ তা'আলা আমাকে এটা কুরআনের বিনিময়ে দান করেছেন। যদি তুমি এই পথে উঁকি মেরে দেখতে, তাহলে এমন কিছু দেখতে, যা তোমার চোখ কখনো দেখেনি। এমন কিছু শুনতে, যা তোমার কান কখনো শুনেনি। আর এমন কিছু পেতে, যার চিন্তা কখনো তোমার হৃদয়ে কখনো উদয় হয়নি।

ইবনে মালেক রাযি. বললেন, হে আবু মুহাম্মদ ! ঐসব কিছু কার ?

বললেন, আল্লাহ তা'আলা তা আবু দারদার জন্য তৈরী করেছেন। কারণ তিনি দু'হাত আর বুক দিয়ে দুনিয়াকে প্রতিহত করেছেন।

হযরত যায়েদ ইবনে হারেছা রাযি.

وَأَيْمُ اللّٰه لَقَدْ كَانَ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ خَلِيْقًا بِالإِمْرَةِ ، وَلَقَدْ كَانَ أَحَبَّ النَّاسِ إِلَيَّ

محمد رسول الله

আল্লাহর শপথ করে বলছি,যায়েদ ইবনে হারেছা আমীর হওয়ার যোগ্য ছিল। সে আমার অতি প্রিয় মানুষ ছিল।

...মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সা.

হযরত যায়েদ ইবনে হারেছা রাযি.

সু'দা (سعدی) বিনতে ছা'লাবা (ثعلبة) তার গোত্র বনু মা'আনের সাথে সাক্ষাতের জন্য রওয়ানা হলেন। তিনি তার কিশোর পুত্র যায়েদ ইবনে হারেছাকে সাথে নিলেন।

বনু মা'আন গোত্রের বসতিতে পৌঁছতে না পৌঁছতেই বনু কাইন গোত্রের যোদ্ধারা তাদের উপর আক্রমণ করল। ধন-সম্পদ ছিনিয়ে নিল। উটগুলো নিয়ে গেল আর ছেলেসন্তানদের বন্দী করে নিয়ে গেল...

তারা যাদের বন্দী করে নিয়ে গেল তাদের মাঝে ছিল সু'দা বিনতে ছা'লাবার ছেলে যায়েদ ইবনে হারেছা ।

যায়েদ তখন কিশোর । তার বয়স আট বৎসর ছুঁই ছুঁই করছিল। তারা তাকে নিয়ে ওকাজ বাজারে এল। বিক্রয়ের জন্য উপস্থিত করল। হাকীম ইবনে হিযাম ইবনে খুয়াইলিদ-কুরাইশ গোত্রের এক সম্পদশালী ব্যক্তি, তিনি তাকে চারশত দেরহামে ক্রয় করলেন। তার সাথে আরো কিছু গোলাম ক্রয় করলেন এবং তাদের নিয়ে মক্কায় ফিরে এলেন।

তার ফুফু খাদীজা বিনতে খুয়াইলিদ তার আগমনের সংবাদ শুনে তাকে সুভাশীষ ও স্বাগত জানিয়ে তার সাথে সাক্ষাৎ করলেন। তখন হাকীম ইবনে হিযাম বললেন, হে ফুফু! ওকাজ বাজার থেকে কিছু গোলাম ক্রয় করেছি। আপনি তাদের যাকে ইচ্ছা বেছে নিন। সে আপনার জন্য উপঢৌকন হবে।

জনাবা খাদীজা তখন সন্ধানী দৃষ্টিতে গোলামদের চেহারায় চেহারায় তাকালেন... এবং যায়েদ ইবনে হারেছাকে বেঁছে নিলেন। কারণ তার নিকট তার সম্ভ্রান্ত হওয়ার আলামতসমূহ বিকশিত হয়েছে। তারপর তিনি তাকে নিয়ে চলে এলেন।

এর কিছুদিন পরই খাদীজা বিনতে খুয়াইলিদ মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহকে বিয়ে করলেন। তখন তিনি তাঁকে একটি উপঢৌকন, একটি হাদীয়া দিতে চাইলেন। তাঁর প্রিয় গোলাম যায়েদ ইবনে হারেছাকে ছাড়া আর কিছু পেলেন না। তাই তিনি তাঁকে তা উপঢৌকন দিলেন।

*** *** ***

ভাগ্যবান বালক যখন মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহর তত্ত্বাবধানে প্রতিপালিত হচ্ছিল, তাঁর মূল্যবান সাহচর্যে সৌভাগ্যবান হচ্ছিল, তাঁর অনুপম চরিত্রে প্রাচুর্যময় হচ্ছিল, তখন সন্তানহারা ব্যথিত মায়ের অশ্রু শুকাচ্ছিল না। বিচ্ছেদের জ্বালা শীতল হচ্ছিল না। আরামে ঘুমুতে পারছিলেন না।

তার আক্ষেপ আর বেদনাকে আরো বৃদ্ধি করে দিল তার অজ্ঞতা, যায়েদ কি বেঁচে আছে তাহলে তার ফিরে আসার আশা করবে, না কি মরে গেছে তাহলে নিরাশ হয়ে যাবে।

আর তার পিতা সর্বত্র তাকে তালাশ করতে লাগল। প্রত্যক সাওয়ারীকে তার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করতে লাগল। পুত্রের আকর্ষণে অধীর হয়ে দুঃখ-বেদনায় ভরা হৃদয় বিদারক একটি কবিতা রচনা করলেন। তিনি তা করুণ কণ্ঠে বারবার আবৃত্তি করতেন,

بَكَيْتُ عَلى زَيْد وَلَمْ أَدْرِ مَا فَعَلْ * أَ حَيٌّ فَيُرْجَى أَمْ أَتَى دُوْنَهُ الأَجَلْ

فَـــوَاللّٰه مَا أَدْرِيْ وَإِنِّيْ لَســـائل * أَغَالَكَ بَعْديْ السَّهْلُ أَمْ غَالَكَ الْجَبَلُ

تُذَكِّرُنِيـــه الشَّمْسُ عنْدَ طُلُوْعِهَا * وَتَعْرِضُ ذكْرَاهُ إذا غَرْبُـــهَا أَفَـــلْ

سَأَعْملُ نصَّ العِيْسِ فِي الْأَرْضِ جَاهدًا * وَلاَ أَسْأَمُ التِّطْوَافَ أَوْ تَسْأَمُ الإِبِلْ

حَيَـــاتِيْ ، أَوْ تَأْتِيْ عَلَيَّ مَنِيَّتِيْ * فَكُلُّ أَمْرِي فَان وَإِن غَرَّهُ الْأَمَـــل

অর্থ- যায়েদের বিরহ বেদনায় আমি কাঁদছি, অথচ আমি জানি না, সে কি জীবিত তাহলে তার আশা করা হবে, নাকি সে মরে গেছে।

আল্লাহর শপথ করে বলছি, আমি যখন তার সর্ম্পকে জিজ্ঞেস করি তখন আমি জানি না, সমতল ভূমি তোমাকে ধ্বংস করে দিয়েছে, না পাহাড় তোমাকে ধ্বংস করে দিয়েছে।

উদয় হওয়ার সময় সূর্য আমাকে তোমার কথা স্মরণ করিয়ে দেয় এবং অস্তমিত হওয়ার সময় তার স্মরণকে উপস্থিত করে।

মেহনত মুজাহাদা করে আমি পৃথিবীময় দ্রুতগামী উন্নত উষ্ট্র নিয়ে ছুটে বেড়াব। আমি এই ছুটে বেড়ানোর কারণে বিরক্ত ও অধৈর্য হয়ে পড়ব না যতক্ষণ না উষ্ট্র আমার জীবিত থাকার কারণে বিরক্ত হয়ে পড়ে,

অথবা আমার মৃত্যু এসে যায়। আর প্রত্যেক বিষয় ধ্বংস হয়ে যাবে, যদিও আশা তাকে প্রবঞ্চিত করে।

*** *** ***

হজ্জের এক মৌসুমে যায়েদের গোত্রের একদল মানুষ বাইতুল হারামে এল। তারা যখন বাইতুল্লাহর তাওয়াফ করছিল তখন সহসা যায়েদের মুখোমুখি হয়ে গেল। তারা তাকে চিনল। সেও তাদের চিনল। তারা তাকে অনেক কিছু জিজ্ঞেস করল। সেও তাদের অনেক কিছু জিজ্ঞেস করল। হজ্জের পর তারা তাদের বাড়িতে ফিরে গিয়ে হারেছাকে তারা যা দেখেছে বলল, তারা যা শুনেছে তা বর্ণনা করল।

*** *** ***

হারেছা দ্রুত তার বাহন প্রস্তুত করল এবং সাথে কিছু অর্থকড়ি নিল যা হৃদয়ের টুকরা ও চোখের শীতলতার মুক্তিপণের জন্যে প্রদান করবে। তার সাথে তার ভাই কা'বকে নিল। তারপর উভয়ে এক সাথে মক্কার দিকে দ্রুত ছুটতে লাগল। তারা মক্কায় পৌঁছে মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট গেল এবং বলল,

হে আব্দুল মুত্তালিবের পুত্র ! আপনারা আল্লাহর গৃহের প্রতিবেশী। আপনারা দুশ্চিন্তাগ্রস্তকে মুক্তি দান করেন। ক্ষুধার্তকে আহার দান করেন। দুর্দশাগ্রস্তকে সাহায্য করেন।

আমরা আপনার নিকট প্রতিপালিত আমাদের ছেলে সম্পর্কে কথা বলতে এসেছি। সাথে অর্থকড়ি নিয়ে এসেছি যা মুক্তিপণ হিসাবে প্রদান করব। সুতরাং আপনি আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করুন এবং আপনার চাহিদা মুতাবিক মুক্তিপণের বিনিময়ে তাকে মুক্তি প্রদান করুন।

মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, কে তোমাদের সন্তান? তোমরা কার কথা বলছো ?

তারা বলল, আপনার গোলাম যায়েদ ইবনে হারেছা।

তিনি বললেন, মুক্তিপণ দেয়ার চেয়ে যা অধিম উত্তম তা কি তোমরা গ্রহণ করতে রাজি ?

তারা বলল, সে আবার কি?

তিনি বললেন, তোমরা তাকে ডাক, আমাকে অথবা তোমাদেরকে গ্রহণ করার ব্যাপারে তাকে অধিকার দাও। যদি সে তোমাদের গ্রহণ করে তাহলে অর্থের বিনিময় ছাড়াই সে তোমাদের হয়ে যাবে। আর যদি সে আমাকে গ্রহণ করে তা হলে আল্লাহর শপথ করে বলছি, আমি এমন লোক নই, যে আমাকে চায় আমি তাকে তাড়িয়ে দিব।

তারা বলল, আপনি ন্যায় কথা বলেছেন। ন্যায়ের চূড়ান্তে পৌঁছেছেন।

তখন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যায়েদকে ডেকে বললেন, এরা দু'জন কে?

যায়েদ বলল, ইনি আমার পিতা হারেছা ইবনে শুরাহবিল আর ইনি আমার চাচা কা'ব।

মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমি তোমাকে স্বাধীনতা দিলাম, ইচ্ছে করলে তুমি তাদের সাথে চলে যেতে পার, ইচ্ছে করলে আমার সাথে থাকতে পার।

যায়েদ দ্বিধাদ্বন্দ্ব ছাড়া দ্রুত বলল, বরং আমি আপনার সাথে থাকব।

তার পিতা বলল, ছি, এ কী বলছো হে যায়েদ? তুমি তোমার পিতা মাতাকে ছেড়ে দাসত্বকে গ্রহণ করছো ?

যায়েদ বলল, আমি এ ব্যক্তির মাঝে এক মহান বিষয়ের সন্ধান পেয়েছি। সুতরাং আমি কখনো তাঁকে ছেড়ে যাব না।

*** *** ***

মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যায়েদের এই অবস্থা দেখে তার হাত ধরল এবং তাকে নিয়ে বাইতুল হারামে গেল। হাজরে আসওয়াদের পাশে দাঁড়িরে কুরাইশদের মাঝে ঘোষণা করলেন,

হে কুরাইশ সম্প্রদায়। তোমরা সাক্ষী থাক, এ বালকটি আমার ছেলে, সে আমার উত্তরাধিকারী হবে। আমি তার উত্তরাধিকারী হব...

ফলে তার পিতা ও চাচার হৃদয় তুষ্ট হল। তারা তাকে মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট রেখে নিশ্চিন্তে উল্লসিত হৃদয়ে তাদের গোত্রের নিকট ফিরে এল।

সেদিন থেকে যায়েদ ইবনে হারেছা যায়েদ ইবনে মুহাম্মাদ হয়ে গেল। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাসূলরূপে প্রেরিত হওয়া পর্যন্ত তাকে এ নামেই ডাকা হত। তারপর ইসলাম পালক পুত্রের প্রথা রহিত করে দিল। অবতীর্ণ হলো اُدْعُوْهُمْ لِاٰبَائِهِم -তোমরা তাদেরকে তাদের পিতার নামে ডাক। তখন তাকে আবার যায়েদ ইবনে হারেছা বলে ডাকা হতে লাগল।

*** *** ***

যখন যায়েদ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পিতা মাতার উপর প্রাধান্য দিয়ে গ্রহণ করেছিল তখন সে জানত না ,কোন সম্পদ সে অর্জন করেছে।

সে জানত না , তার মনিব যাঁকে সে পরিবার পরিজন ও গোত্রের উপর প্রাধান্য দিয়েছে তিনিই হলেন পূর্ববর্তী ও পরবর্তীদের সরদার। তিনিই হলেন গোটা সৃষ্টির নিকট প্রেরিত আল্লাহর রাসূল।

তার মনে একথা আসেনি যে, আকাশের রাজত্ব ভূপৃষ্ঠে প্রতিষ্ঠিত হবে। তারপর পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যবর্তী অঞ্চল পূণ্য ও ইনসাফে ভরে যাবে । আর এই বিশাল সাম্যাজ্য প্রতিষ্ঠায় সে-ই হবে প্রথম ভিত্তি প্রস্তর...

যায়েদের অন্তরে তার কিছুই ছিল না...

নিশ্চয় তা আল্লাহর নিয়ামত, যাকে ইচ্ছে তাকে তিনি তা প্রদান করেন।

আর আল্লাহ হলেন মহা অনুগ্রহময়।

এ গ্রহণ প্রক্রিয়ার ঘটনাটি ঘটার কয়েক বৎসর পরই আল্লাহ তা'আলা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হিদায়াত ও সত্য ধর্মসহ নবী রূপে প্রেরণ করেন। তখন যায়েদ ইবনে হারেছা পুরুষদের মাঝে সর্ব প্রথম ঈমান আনেন।

এ প্রথম স্থানের পূর্বে কি কোন প্রথম স্থান আছে, প্রতিযোগিতাকারীরা যার জন্য প্রতিযোগিতা করবে?!

হযরত যায়েদ ইবনে হারেছা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গোপন বিষয় রক্ষার বিশ্বাসভাজন ব্যক্তিতে পরিণত হলেন। যুদ্ধবিগ্রহের সেনাপতিতে পরিণত হলেন।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনা ত্যাগ করে বাইরে কোথাও গেলে তিনি তাঁর খলীফাদের একজন হলেন।

*** *** ***

হযরত যায়েদ রাযি. যেভাবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মহব্বত করেছেন এবং তাঁকে তার পিতামাতার উপর প্রাধান্য দিয়েছেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও তেমনি তাকে মহব্বত করেছেন এবং তিনি তাকে তাঁর পরিজন ও সন্তানদের সাথে মিলিয়ে নিয়েছেন। তাই তিনি কোথাও গেলে রাসূল তাঁর পথ চেয়ে তাকিয়ে থাকতেন। ফিরে এলে তাঁর আগমনে আনন্দিত হতেন। এবং এমন আগ্রহভরে সাক্ষাৎ করতেন যা পেয়ে অন্য আর কেউ সৌভাগ্যবান হয়নি। ঐতো হযরত আয়েশা রাযি. যায়েদ রাযি. এর সাক্ষাতে রাসূলের আনন্দের একটি চিত্র তুলে ধরছেন।

তিনি বলছেন,

"যায়েদ ইবনে হারেছা মদীনায় এলেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার গৃহে ছিলেন । তিনি দরজায় আওয়াজ দিলেন। তখন রাসূল প্রায় বিবস্ত্র অবস্থায় কাপড় টানতে টানতে দরজার দিকে ছুটে গেলেন। তাঁকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেলেন। আল্লাহর শপথ করে বলছি, আমি এর পূর্বে ও পরে কখনো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে প্রায় বিবস্ত্র অবস্থায় দেখিনি।

মুসলমানদের মাঝে যায়েদেকে রাসূলের ভালবাসা আর মহব্বতের বিষয়টি প্রচারিত হয়ে গেল । ছড়িয়ে পড়ল। তাই তাঁরা তাঁকে زَيْدُ الْحُبِّ - "ভালবাসার যায়েদ"নামে ডাকতে লাগল। এবং তাঁর উপনাম দিল , حِبُّ رَسُوْلِ اللّٰه - "রাসূলুল্লাহর প্রিয়ভাজন ব্যক্তি"। তাঁর পর তাঁর ছেলে হযরত উসামা রাযি.-এর উপনাম রাখল,

حِبُّ رَسُوْلِ اللّٰه وَابْنِ حِبِّــه "রাসূলুল্লাহর প্রিয়ভাজন ব্যক্তি ও তাঁর প্রিয়ভাজন ব্যক্তির পুত্র"।

*** *** ***

অষ্টম হিজরীতে আল্লাহ তা'আলা প্রিয়জনের বিচ্ছেদের মাধ্যমে রাসূলের পরীক্ষা নিতে ইচ্ছে করলেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হারেসা ইবনে উমাইর আযদী রাযি. কে একটি পত্র দিয়ে বুসরার শাসকের নিকট পাঠালেন। তিনি সে পত্রে তাকে ইসলামের দিকে আহবান করলেন। জর্দানের পূর্বে মূতা নামক স্থানে পৌঁছলে, গাসসানী শাসক শুরাহবীল ইবনে আমর তাঁকে গ্রেফতার করে বন্দী করল। তাঁকে কষে বাঁধল। তারপর তাঁর শিরোচ্ছেদ করে ফেলল।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট বিষয়টি অসহনীয় মনে হল। কেননা তাঁকে ছাড়া রাসূলের অন্য কোন দূতকে হত্যা করা হয়নি। তাই মূতার যুদ্ধের জন্য তিনি তিন হাজার সৈন্যের একটি বাহিনী তৈরী করলেন আর তাঁর প্রিয় ব্যক্তি হযরত যায়েদ ইবনে হারেছা রাযি. কে সেনাপতি নিযুক্ত করলেন। বললেন, যদি যায়েদ আক্রান্ত হয় তাহলে

জা'ফর ইবনে আবু তালেব সেনাপতি হবে। জা'ফর আক্রান্ত হলে আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা সেনাপতি হবে। আব্দুল্লাহ আক্রান্ত হলে মুসলমানরা তাদের মধ্য থেকে একজনকে সেনাপতি নির্বাচন করে নিবে। বাহিনীটি যাত্রা শুরু করল। অবশেষে জর্দানের পূর্ব পার্শ্বে অবস্থিত মা'আনে গিয়ে পৌঁছল।

রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াস এক লক্ষ যোদ্ধা নিয়ে গাসসানী শাসক শুরাহবীল ইবনে আমরকে রক্ষা করার জন্য এগিয়ে এল। তার সাথে আরবের এক লক্ষ মুশরিক যোদ্ধা এসে মিলিত হল। এই বিশাল বাহিনী মুসলমানদের অদূরে ছাউনী ফেলল।

*** *** ***

মুসলমানরা তাদের কর্মপন্থা নির্ধারণে দু'দিন কাটিয়ে দিল।

একজন বলল, আমরা রাসূলের নিকট পত্র পাঠিয়ে শত্রু-সংখ্যা জানিয়ে তাঁর নির্দেশের অপেক্ষা করব।

আরেকজন বলল, আল্লাহর কসম করে বললছি, হে আমার সম্প্রদায়ের লোকেরা! আমরা সংখ্যা, শক্তি বা আধিক্যের উপর নির্ভর করে যুদ্ধ করি না। আমরা এই ধর্মকে সাথে নিয়ে যুদ্ধ করি। সুতরাং তোমরা যার জন্য বের হয়েছো তার দিকেই ধাবিত হও। দু'টি কল্যাণময় বিষয়ের যে কোন একটি অর্জনের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা তোমাদের সফলতার নিশ্চয়তা দান করেছেন। হয় বিজয়, না হয় শাহাদাত।

*** *** ***

মূতার প্রান্তরে উভয় বাহিনী মুখোমুখি হল। মুসলমানগণ এমনভাবে যুদ্ধ শুরু করলেন, যা রোমানদেরকে হতবাক করে দিল। এই তিন হাজার যোদ্ধার আতঙ্ক তাদের হৃদয়কে ভরে ফেলল, যারা দু'লক্ষ সৈন্যের পিছু নিয়েছে।

হযরত যায়েদ ইবনে হারেসা রাযি. রাসূলের দেয়া পতাকাকে রক্ষা করার জন্য এমন ভাবে যুদ্ধ করলেন, বীরত্বের ইতিহাসে যার কোন উপমা

খুঁজে পাওয়া যায় না। অবশেষে তাঁর শরীরকে শত শত বর্শা ক্ষতবিক্ষত করে ফেলল। ফলে রক্তাক্ত অবস্থায় তিনি ধরাশায়ী হলেন।

তখন হযরত জা'ফর ইবনে আবু তালেব রাযি. পতাকাটি তুলে নিলেন এবং অসম সাহসিকতার সাথে প্রতিহত করতে করতে অবশেষে তাঁর সাথীর সাথে মিলিত হলেন।

তখন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা রাযি. পতাকাটি ধারণ করলেন এবং অভাবনীয় সাহসিকতার সাথে যুদ্ধ করতে করতে অবশেষে উভয় সাথীর সাথে মিলিত হলেন।

এরপর সাহাবায়ে কেরাম হযরত খালেদ ইবনে ওলীদ রাযি. কে তাদের সেনাপতি নিযুক্ত করলেন। তিনি ছিলেন নও মুসলিম। তিনি বাহিনী নিয়ে সরে পড়লেন এবং নিশ্চিত ধ্বংসের হাত থেকে মুসলমানদেরকে রক্ষা করলেন।

*** *** ***

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট মৃতার সংবাদ এবং তিন সেনাপতির শাহাদাত বরণের সংবাদ পৌঁছল। তিনি খুব দুঃখিত হলেন। তাঁর এ দুঃখ পূর্বের সকল দুঃখকে ছাড়িয়ে গেল। তিনি তাঁদের পরিজনের নিকট গেলেন। তাঁদের সান্ত্বনা দিলেন।

তিনি হযরত যায়েদ ইবনে হারেছা রাযি. এর বাড়িতে পৌঁছলে তাঁর ছোট মেয়ে রোরুদ্যমান অবস্থায় রাসূলকে জাপটে ধরল। তখন রাসূলও স্বশব্দে কেঁদে ফেললেন।

তখন হযরত সা'দ ইবনে উবাদা রাযি. বললেন, হে আল্লাহর রাসূল এটা কি ?

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এটা প্রিয়জনের বিরহে প্রিয়জনের কান্না।

হযরত উসামা ইবনে যায়েদ রাযি.

إِنَّ أَبَا أَســـَامَةَ كَانَ أَحَبَّ إِلى رسُوْلِ اللّه منْ أَبِيْكَ ، وَكَان هُوَ أَحَبَّ إِلى رَسُولِ اللّٰه منْكَ.

নিশ্চয় আল্লাহর রাসূলের নিকট উসামার পিতা তোমার পিতার চেয়ে অধিক প্রিয় ছিলেন। আর সে আল্লাহর রাসূলের নিকট
তোমার চেয়ে অধিক প্রিয় ছিল।...

উমর ফারুক রাযি. তাঁর ছেলেকে বললেন।

হযরত উসামা ইবনে যায়েদ রাযি.

আমরা এখন মক্কায় হিজরতের পূর্বের সপ্তম বর্ষে উপণীত।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরাম কুরাইশের অবর্ণনীয় নির্যাতন ও নিপীড়ন সহ্য করছিলেন।

দাওয়াত ও তাবলীগের চিন্তা আর চিন্তা তাঁর জীবনকে একটি দুঃখ-বেদনা, আর বিপদাপদের দীর্ঘ শিকলে পরিণত করল।

সে অবস্থায় একদা রাসূলের জীবনে আনন্দের বিদ্যুৎ চমকে উঠল।

সুসংবাদদাতা এসে সংবাদ দিল, উম্মে আইমান একজন পুত্র সন্তান প্রসব করেছেন।

আনন্দ আর স্ফুর্তিতে রাসূলের বিমল চেহারার রেখাগুলো উজ্জ্বল আলোকময় হয়ে উঠল।

তুমি কি জান, এ সৌভাগ্যবান বালকটি কে, যার জন্মে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এতো আনন্দিত হলেন?

তিনি হলেন হযরত উসামা ইবনে যায়েদ।

এ নবজাত শিশুর জন্মে রাসূলের আনন্দের কারণে সাহাবায়ে কেরাম বিস্মিত হলেন না। কারণ রাসূলের নিকট তাঁর পিতামাতার রয়েছে নিখাদ সম্মান ও সুউচ্চ মর্যাদা।

বালকের মাতা হলেন বারাকা। যিনি হাবশার অধিবাসী। যাঁর উপনাম উম্মে আইমান।

তিনি রাসূলের মাতা আমিনা বিনতে ওহাবের বাঁদী ছিলেন। তাঁর জীবদ্দশায় তিনি রাসূলকে প্রতিপালিত করেছেন। তাঁর মৃত্যুর পর তিনি রাসূলকে কোলে-কাঁখে নিয়েছেন। তাই তিনি দুনিয়াতে চোখ মেলে তাঁকে ছাড়া আর কাউকে মা হিসাবে চিনতেন না।

তাই তিনি তাঁকে গভীর ও নির্মল মহব্বত করতেন। প্রায় বলতেন ,

"ইনি আমার মায়ের পর আমার মা, আমার পরিজনের শেষ চিহ্ন"।

ইনি হলেন এ ভাগ্যবান নবজাত শিশুর মাতা আর তাঁর পিতা হলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রিয় ব্যক্তিত্ব হযরত যায়েদ ইবনে হারেসা। ইসলাম পূর্ব যুগে তিনি রাসূলের পালক পুত্র ছিলেন। আর ইসলাম পরবর্তী সময়ে তিনি রাসূলের সাহাবী, রাসূলের গোপন বিষয়ে অবহিত ব্যক্তি, তাঁর পরিবারের সদস্য ও প্রিয় ব্যক্তিত্ব ছিলেন।

অন্যান্য নবজাত শিশুর জন্মের চেয়ে উসামা ইবনে যায়েদের জন্মে মুসলমানগণ অধিক আনন্দিত হলেন। কারণ রাসূলকে যা আনন্দিত করে তা সাহাবীদের আনন্দিত করে। আর যা রাসূলকে উল্লসিত করে তা সাহাবীদের উল্লসিত করে।

তাই তাঁরা এ সৌভাগ্যবান বালকের উপাধি দিলেন,

(اَلْحِبُّ و ابْنُ الْحِبِّ)

রাসূলের প্রিয় ও তাঁর প্রিয়ের পুত্র।

*** *** ***

মুসলমানরা ছোট্ট বালক উসামাকে এ উপাধি দিয়ে কিন্তু কোন বাড়াবাড়ি করেননি। কারণ রাসূল তাঁকে এতো ভালবাসতেন যার কারণে গোটা দুনিয়া তাঁকে ঈর্ষা করত। উসামা রাসূলের নাতি হযরত হাসান ইবনে ফাতেমা রাযি. এর সমবয়সী ছিলেন।

হাসান ছিলেন শ্বেত-শুভ্র, উজ্জ্বল,ফর্সা, সুশ্রী ও তাঁর নানা রাসূলের আকৃতিরই মতো।

আর উসামা ছিলেন কালো-কৃষ্ণ, চ্যাপটা নাক ও তাঁর হাবশী মায়েরই মতো।

কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্নেহ-মমতা আর ভালবাসায় তাঁদের মাঝে কোন পার্থক্য করেন নি। তাই উসামাকে নিয়ে এক উরুর উপর বসাতেন আর হাসানকে নিয়ে আরেক উরুর উপর বসাতেন। তারপর উভয়কে একসাথে বুকে জড়িয়ে ধরতেন। বলতেন –

اللَّهُمَّ إِنِّي أُحِبُّهُمَا فَأَحِبَّهُمَا، হে আল্লাহ! আমি তাদেরকে ভালবাসি। সুতরাং আপনিও তাদের ভালবাসুন।

উসামার প্রতি রাসূলের ভালবাসা এমন এক পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছল যে, একদা সে গৃহের চৌকাঠে হোঁচট খেয়ে পড়ে গেল। ফলে তার কপাল কেটে গেল। ক্ষত স্থান থেকে রক্ত প্রবাহিত হতে লাগল। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইংগিতে হযরত আয়েশা রাযি. কে ক্ষত স্থান থেকে রক্ত মুছে ফেলতে বললেন । কিন্তু হযরত আয়েশা রাযি.-এর নিকট তা ভাল লাগল না ।

তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার নিকট গেলেন এবং ক্ষত স্থানে চুমুক দিয়ে রক্ত নিয়ে তা ফেলে দিতে লাগলেন। মিষ্টি ও মমতায় ভরা কথা দিয়ে মনোরঞ্জন করতে লাগলেন।

*** *** ***

শৈশবের ন্যায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত উসামা রাযি. কে যৌবনকালেও ভালবাসতেন।

কুরাইশের এক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি হাকীম ইবনে হিযাম একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মূল্যবান চাদর উপহার দিলেন । তিনি তা পঞ্চাশ দিনার দিয়ে ইয়ামেন থেকে ক্রয় করেছিলেন। চাদরটি ছিল ইয়ামেনের বাদশাহ যি-ইয়াযানের।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা উপহার হিসাবে গ্রহণ করতে অস্বীকার করলেন । কারণ তিনি তখন মুশরিক ছিলেন। তবে তিনি তা তাঁর থেকে মূল্য দিয়ে গ্রহণ করলেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা জুম'আর দিনে একবার পরিধান করলেন। তারপর হযরত উসামা রাযি. কে দিয়ে দিলেন। তাই তিনি তা পরিধান করে সমবয়সী আনসার ও মুহাজির যুবকদের মাঝে চলাফেরা করতেন।

*** *** ***

হযরত উসামা ইবনে যায়েদ রাযি. যৌবনের পূর্ণতায় পৌছলে তাঁর মাঝে উত্তম স্বভাব ও উন্নত চরিত্র বিকশিত হল। যা তাঁকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভালবাসার যোগ্য বানিয়ে ফেলল।

তিনি অত্যন্ত তীক্ষ্ম মেধার অধিকারী, অসীম সাহসী বীর ও প্রজ্ঞাবান ব্যক্তি ছিলেন। প্রত্যেক বিষয়কে স্বস্থানে রাখতেন। তিনি পবিত্র ছিলেন, তাই নীচুতাকে ঘৃণা করতেন। মিশুক ছিলেন, তাই সবাই তাঁকে ভালবাসত। তাকওয়া ও পরহেযগারীর অধিকারী ছিলেন, তাই আল্লাহ তাঁকে ভালবাসতেন।

উহুদ যুদ্ধে হযরত উসামা ইবনে যায়েদ রাযি. একদল বালক সাহাবীর সাথে এলেন। তাঁরা আল্লাহর পথে জিহাদ করবেন। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁদের কাউকে গ্রহণ করলেন আবার কাউকে বয়সের স্বল্পতার কারণে ফিরিয়ে দিলেন। হযরত উসামা রাযি. ছিলেন ফিরিয়ে দেয়া বালকদের একজন। রাসূলের পতাকা তলে দাঁড়িয়ে জিহাদ করতে না পারার বেদনায় অশ্রু ছলছল চোখে ফিরে গেলেন।

*** *** ***

খন্দকের যুদ্ধে আবার হযরত উসামা ইবনে যায়েদ রাযি. একদল যুবক সাহাবীর সাথে এলেন। তিনি উঁচু হয়ে দাঁড়াতে লাগলেন, যেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে অনুমতি দেন। তখন রাসূল তাঁর ব্যাপারে সদয় হলেন এবং তাঁকে অনুমতি দিলেন। তাই মাত্র পনের বৎসর বয়সে তিনি তলোয়ার নিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদে বেরিয়ে পড়লেন।

*** *** ***

হুনাইনের যুদ্ধে মুসলমানগণ পরাজিত হলে হযরত উসামা ইবনে যায়েদ রাযি. রাসূলের চাচা হযরত আব্বাস রাযি. ও রাসূলের চাচাত ভাই আবু সুফিয়ান ইবনে হারেছ এবং আরো ছয় জন সম্মানিত সাহাবীর সাথে অটল অবিচল হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। ফলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহস ও ঈমানে টইটম্বুর এই ছোট দলটি নিয়ে সাহাবায়ে কেরামের এই পরাজয়কে বিজয়ে পরিণত করতে ও মুশরিকদের হাত থেকে পলায়নপর মুসলমানদের রক্ষা করতে সক্ষম হলেন।

*** *** ***

আর মূতার যুদ্ধে হযরত উসামা রাযি. তাঁর পিতা যায়েদ ইবনে হারেসা রাযি.-এর পতাকা তলে দাঁড়িয়ে জিহাদ করলেন। তখন তাঁর বয়স আঠারোর চেয়ে কম। তিনি স্বচক্ষে পিতার ভূপতিত হওয়ার দৃশ্য দেখছেন। কিন্তু তিনি দুর্বল হন নি। মনোবল হারান নি। বরং হযরত জা'ফর ইবনে আবু তালেব রাযি. এর পতাকা তলে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করতে লাগলেন। অবশেষে তাঁর অদূরেই তিনি ভূপতিত হলেন। তারপর হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা রাযি. এর পতাকা তলে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করলেন। অবশেষে তিনি তাঁর সাথীদ্বয়ের সাথে গিয়ে মিলিত হলেন। তারপর হযরত খালিদ ইবনে ওলীদ রাযি. এর পতাকা তলে যুদ্ধ করলেন। আবশেষে তিনি এই ছোট বাহিনীকে রোমের থাবা থেকে রক্ষা করলেন।

*** *** ***

তারপর হযরত উসামা রাযি. তাঁর পিতাকে আল্লাহর নিকট পূণ্য হিসাবে রেখে, তাঁর পবিত্র শরীরকে শামের সীমান্তে দাফন করে, যে অশ্বে তিনি শহীদ হয়েছেন সে অশ্বেই আরোহন করে মদীনায় চলে এলেন।

*** *** ***

একাদশ হিজরীতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রোমের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য একটি বাহিনী তৈরী করতে নির্দেশ দিলেন। সে বাহিনীতে তিনি হযরত আবু বকর রাযি., হযরত উমর রাযি., হযরত সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস রাযি., হযরত আবু ওবায়দা ইবনে জাররাহ রাযি. প্রমুখ মহান সাহাবীদের নিয়োগ করলেন। আর সে বাহিনীর সেনাপতি বানালেন হযরত উসামা ইবনে যায়েদ রাযি. কে। অথচ এখনো তাঁর বয়স বিশ অতিক্রম করেনি। তাঁকে নির্দেশ দিলেন, তিনি যেন অশ্ব নিয়ে বল্‌কার সীমান্ত , রোমের গাজার নিকটবর্তী দারূম কিল্লা মাড়িয়ে আসেন। বাহিনী তৈরী হলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অসুস্থ হয়ে পড়লেন। ব্যাধি তীব্র আকার ধারণ করলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অবস্থা স্পষ্ট হওয়ার অপেক্ষায় বাহিনী যাত্রা বিরতি করল।

হযরত উসামা রাযি. বলেন, আল্লাহর নবী রোগ-ব্যাধিতে ভারাক্রান্ত হয়ে পড়লে আমি তাঁর নিকট গেলাম। আমার সাথে আরো অনেকে গেল।

তাঁর নিকট প্রবেশ করে দেখি, তিনি নীরব । ব্যাধির যন্ত্রণায় কোন কথা বলছেন না। তখন তিনি আকাশের দিকে হাত উঁচু করে তা আমার উপর রাখতে লাগলেন। আমি তখন বুঝলাম, তিনি আমার জন্য দু'আ করছেন।

*** *** ***

এর কিছুক্ষণ পর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জীবন ত্যাগ করে চলে গেলেন এবং হযরত আবু বকর রাযি.-এর হাতে বাইয়াত পূর্ণ হল। তিনি তখন হযরত উসামা রাযি.-এর বাহিনীকে গমনের নির্দেশ দিলেন।

কিন্তু আনসারদের ছোট একটি দল বিলম্ব করাকে ভাল মনে করল। তারা হযরত উমর রাযি.-এর নিকট আবেদন করল, তিনি যেন এ ব্যাপারে হযরত আবু বকর রাযি.-এর সাথে কথা বলেন। তারা তাঁকে বলল, তিনি যদি যাওয়ারই নির্দেশ দেন তাহলে আমাদের পক্ষ হতে তাঁকে জানিয়ে দিন, তিনি যেন উসামার চেয়ে বয়সে প্রবীণ কোন ব্যক্তিকে আমাদের সেনাপতি নিয়োগ করেন।

হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাযি. হযরত উমর রাযি. থেকে আনসারদের পয়গাম শুনেই বসা থেকে লাফিয়ে উঠলেন। হযরত উমর ফারূক রাযি. এর শ্মশ্রু চেপে ধরে ক্রুদ্ধ অবস্থায় বললেন, হে ইবনে খাত্তাব! তোমার মা পুত্রহারা হোক আর তুমি ধ্বংস হও!... রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে সেনাপতি বানিয়েছেন আর তুমি বলছো, আমি তাকে বরখাস্ত করব ! আল্লাহর শপথ করে বলছি, তা হবে না।

হযরত উমর রাযি. লোকদের নিকট ফিরে এলে তারা খলীফার মতামত জানতে চাইল। তখন উমর রাযি. বললেন, যাও, তোমরা চলে যাও, তোমাদের মায়েরা সন্তানহারা হোক! তোমাদের জন্য আমি রাসূলের খলীফা থেকে কটু কথা শুনলাম ।

*** *** ***

বাহিনীটি যখন তার যুবক সেনাপতির নেতৃত্বে যাত্রা শুরু করল , তখন খলীফাতুর রাসূল হযরত আবু বকর রাযি. হেঁটে হেঁটে অগ্রসর হয়ে তাঁকে

বিদায় জানাচ্ছিলেন, আর হযরত উসামা রাযি. তখন অশ্বে আরোহন করে যাচ্ছিলেন। তাই হযরত উসামা রাযি. বললেন, হে আল্লাহর রাসূলের খলীফা ! আল্লাহর শপথ করে বলছি, হয় আপনি আরোহন করবেন, না হয় আমি অশ্ব থেকে নেমে পড়ব। তখন হযরত আবু বকর রাযি. বললেন,

আল্লাহর শপথ করে বলছি , তুমি নামবে না আর আমি আরোহন করব না।... কিছু সময় আল্লাহর পথে পা কে ধূলিমলিন করলে আমার তো কোন ক্ষতি নেই।

তারপর হযরত উসামা রাযি. কে বললেন, আল্লাহর নিকট আমি তোমার দীনকে, তোমার বিশ্বস্ততাকে এবং তোমার কাজের শেষ পরিণতিকে আমানত রাখছি। আল্লাহর রাসূল যা তোমাকে নির্দেশ দিয়েছেন আমি তা তোমাকে বাস্তবায়ন করতে উপদেশ দিচ্ছি। তারপর তার দিকে ঝুঁকে বললেন, যদি তুমি উমরের মাধ্যমে আমাকে সাহায্য করতে চাও , তাহলে তাকে আমার সাথে থাকার অনুমতি দাও। তখন হযরত উসামা রাযি. হযরত উমর রাযি. কে থাকার অনুমতি দিলেন।

*** *** ***

হযরত উসামা ইবনে যায়েদ রাযি. বাহিনী নিয়ে যাত্রা করলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে যে সব নির্দেশ দিয়েছেন তিনি তার সব কিছু বাস্তবায়িত করলেন। মুসলিম বাহিনীর অশ্বগুলো বালকার সীমান্ত, ফিলিস্তিনে দারুম কিল্লা মাড়িয়ে এল। মুসলমানদের হৃদয় থেকে রোমের ভয়-ভীতি দূর করে দিলেন এবং মুসলমানদের সামনে শাম, মিসর, আটলান্টিক মহাসাগর পর্যন্ত গোটা উত্তর আফ্রিকা বিজয়ের পথ উন্মুক্ত করে দিলেন...

তারপর হযরত উসামা রাযি. সেই অশ্বের পিঠে আরোহন করে ফিরে এলেন যার পিঠে তাঁর পিতা শহীদ হয়েছিলেন। সাথে এতো গনীমতের মাল নিয়ে এলেন যা অনুমানকারীদের অনুমানকেও ছাড়িয়ে গেল।

অবশেষে বলা হল, হযরত উসামা ইবনে যায়েদ রাযি.-এর বাহিনীর চেয়ে অধিক নিরাপদ ও অধিক গনীমতের মাল সংগ্রহকারী বাহিনী আর দেখা যায়নি।

*** *** ***

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সম্মান করা ও তাঁর দেয়া দায়িত্ব যথাযথ পালনের কারণে তিনি সারা জীবন মুসলমানদের মুহব্বত ও সম্মানের পাত্র হয়ে রইলেন।

তাই হযরত উমর ফারূক রাযি. তাঁর জন্য তাঁর পুত্র আব্দুল্লাহ ইবনে উমরের চেয়ে বেশী ভাতা নির্ধারণ করলেন। তখন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর তাঁর পিতাকে বললেন,

"হে পিতা! উসামার জন্য চার হাজার দেরহাম ভাতা নির্ধারণ করেছেন আর আমার জন্য তিন হাজার দেরহাম ভাতা নির্ধারণ করেছেন। অথচ তাঁর পিতার মর্যাদা আপনার চেয়ে বেশী ছিল না, আর তাঁর মর্যাদা আমার চেয়ে বেশী নয়"।

তখন হযরত উমর ফারূক রাযি. বললেন, তুমি কথায় সীমা ছাড়িয়ে গেছো...

তাঁর পিতা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট তোমার পিতার চেয়ে অধিক প্রিয় ছিলেন আর সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট তোমার চেয়ে অধিক প্রিয় ছিলেন।...

তখন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর তাঁর ভাতার পরিমাণের বিষয়টি সন্তুষ্ট চিত্তে মেনে নিলেন।

উসামা ইবনে যায়েদ রাযি. এর সাথে উমর ইবনে খাত্তাব রাযি. এর সাক্ষাৎ হলে বলতেন, স্বাগতম... হে আমার আমীর! হে আমার সেনাপতি!

তারপর কাউকে বিস্মিত হতে দেখলে বলতেন, আরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামইতো তাঁকে আমার সেনাপতি বানিয়েছেন।

*** *** ***

আল্লাহ তা'আলা এ মহান হৃদয়ের অধিকারী ব্যক্তিদের উপর রহম করুন। আল্লাহর রাসূলের সাহাবীদের চেয়েও অধিক সম্ভ্রান্ত, পরিপূর্ণ ও মহান ব্যক্তি ইতিহাস খুঁজে পায়নি।

হযরত সাঈদ ইবনে যায়েদ রাযি.

اَللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ حَرَمْتَنِي من هَذَا الْخَيْر فَلاَتَحْرِمْنِي مِنْهُ اِبْنِي سَعِيْدًا

হে আল্লাহ! আমাকে যদি এ কল্যাণ থেকে বঞ্চিত করে থাকেন, তাহলে আমার ছেলে সাঈদকে কিন্তু তা থেকে বঞ্চিত করবেন না।

...মৃত্যু শয্যায় সাঈদের পিতা যায়েদের দু'আ

হযরত সাঈদ ইবনে যায়েদ রাযি.

যায়েদ ইবনে আমর ইবনে নুফাইল লোক সমাবেশের ভীড় থেকে একটু দূরে দাঁড়িয়ে দেখছেন, কুরাইশরা তাদের একটি আনন্দ-উৎসব পালন করছে। দেখছেন, পুরুষরা মূল্যবান রেশমী পাগড়ী পরিহিত। তারা ইয়ামেনী মূল্যবান চাদর গায়ে দিয়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে যাচ্ছে। আর নারী-শিশুদের দেখলেন, তারা ঝলমলে পোষাক আর অনন্য অলংকারে সজ্জিত হয়ে এসেছে। দেখছেন, পশুগুলোকে নানা ধরনের শোভায় সাজিয়ে বিত্তবান লোকেরা টেনে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। তারা সে গুলোকে মূর্তির বেদীমূলে উৎসর্গ করবে।

তিনি কা'বার দেয়ালে পিঠ লাগিয়ে দাঁড়ালেন। বললেন, হে কুরাইশ সম্প্রদায় ! বকরিগুলোকে আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন। তিনিই সেগুলো জন্য আকাশ থেকে বারি বর্ষণ করেছেন। তা পান করে তারা তৃপ্ত হয়েছে। তিনিই সেগুলোর জন্য ঘাস উৎপন্ন করেছেন। তা খেয়ে তাদের পেট ভরেছে। তারপর তোমরা সেগুলোকে গাইরুল্লাহর নামে যবাহ করছো। আমি মনে করছি, তোমরা এক অজ্ঞ সম্প্রদায়।

তখন হযরত উমর রাযি.-এর পিতা ও তার চাচা খাত্তাব উঠে তার নিকট গেল। গালে চড় মেড়ে বলল, তুই মর। এ বাজে কথা তোর থেকে শুনেই আসছি আর ধৈর্য ধরেই আসছি, এখন ধৈর্যশক্তি শেষ হয়ে গেছে। তারপর তিনি তার গোত্রের নির্বোধদের ক্ষেপিয়ে দিলেন। তারা তাকে কষ্টের পর কষ্ট দিতে লাগল। অবশেষে তিনি হেরা গুহায় আশ্রয় নিলেন। তখন খাত্তাব কুরাইশের একদল যুবককে নিয়োজিত করল। তারা তাকে মক্কায় প্রবেশে বাঁধা দিত। ফলে তিনি গোপনে, লোকচক্ষুর অন্তরালে মক্কায় প্রবেশ করতেন।

একদা কুরাইশের উদাসকালে যায়েদ ইবনে আমর ইবনে নুফাইল ওয়ারাকা ইবনে নওফল, আব্দুল্লাহ ইবনে জাহাশ, উসমান ইবনে হারেস ও

মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ফুফু উমাইমা বিনতে আব্দুল মুত্তালিব একত্রিত হলেন। আরবরা যে ভ্রান্তিতে ডুবে গেছে তার আলোচনা করতে লাগলেন। হযরত যায়েদ তাদের বললেন,

আমি আল্লাহর শপথ করে বলছি, তোমরা অবশ্যই জান, তোমাদের সম্প্রদায় কোন ধর্মে নেই। তারা ইবরাহীম আ.-এর ধর্মের ব্যাপারে ভুল করেছে, তার বিরোধিতা করেছে। তাই তোমরা নিজেদের জন্য একটি ধর্ম বেছে নাও যার তোমরা অনুসরণ করবে। যদি তোমরা মুক্তি কামনা কর।

তারপর এ চার ব্যক্তি ইহুদী ,খৃস্টান ও অন্যান্য ধর্মের বিজ্ঞ ব্যক্তিদের নিকট গেলেন। তারা ইবরাহীম আ.-এর হানাফী ধর্মের অনুসন্ধান করলেন।

ওয়ারাকা ইবনে নওফল খৃস্টান হয়ে গেলেন।

আব্দুল্লাহ ইবনে জাহাশ ও উসমান ইবনে হারেস কোন ধর্মমতে পৌঁছতে পারলেন না।

আর যায়েদ ইবনে আমর ইবনে নুফাইলের এক চমৎকার কাহিনী রয়েছে। এসো আমরা তাঁকে কিছু সময় দেই। তিনি আমাদের নিকট তা বর্ণনা করবেন ...

হযরত যায়েদ বলেন, আমি ইহুদী ও খৃস্টান ধর্ম সর্ম্পকে জ্ঞান অর্জন করলাম । এর পর আমি এ উভয় ধর্ম থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলাম। কেননা আমি এ ধর্ম দুটিতে এমন কিছু পাইনি যার উপর নিশ্চিন্ত হওয়া যায়। ইবরাহীম আ.-এর ধর্মের অনুসন্ধানে আমি পৃথিবীর দূর প্রান্ত সফর করলাম। অবশেষে আমি শাম দেশে গিয়ে পৌঁছলাম। আমাকে বলা হল , একজন পাদ্রী আছে, তিনি কিতাবের ইলম রাখেন। আমি তাঁর নিকট গেলাম এবং আমার কাহিনী শুনালাম। তিনি বললেন,

“হে মক্কার ভাই! মনে হচ্ছে, তুমি ইবরাহীম আ.-এর ধর্ম অনুসন্ধান করছো ।”

বললাম হ্যাঁ, আমি তারই অনুসন্ধান করছি।

তিনি বললেন, তুমি এমন এক ধর্মের অনুসন্ধান করছো যা আজ পাওয়া যায় না। তবে তুমি তোমার দেশে চলে যাও। কারণ আল্লাহ তা'আলা তোমার দেশে একজন নবী পাঠাবেন, যিনি ইবরাহীম আ.-এর ধর্মের সংস্কার করবেন। তুমি তাঁকে পেয়ে গেলে তাঁকে আঁকড়ে ধরবে।

হযরত যায়েদ তখন প্রতিশ্রুত ধর্মের সন্ধানে দ্রুত মক্কায় ফিরে এলেন।

তিনি পথে থাকতেই আলাহ তা'আলা সত্য ও হিদায়াতের ধর্মসহ নবী মুহাম্মাদ সালালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রেরণ করলেন। তবে হযরত যায়েদ তাঁর সাক্ষাৎ পাননি। মক্কার পৌঁছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দর্শনে চক্ষু শীতল করার পূর্বেই একদল বেদুইন তাঁর উপর আক্রমণ করে তাঁকে হত্যা করল।

হযরত যায়েদ যখন শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করছিলেন তখন আকাশের দিকে চোখ তুলে বললেন,

اَللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ حَرَمْتَنِي مِنْ هَذَا الْخَيْرِ فَلاَتَحْرِمْنِي مِنْهُ ابْنِي سَعِيْدًا

"হে আল্লাহ! আমাকে যদি এ কল্যাণ থেকে বঞ্চিত করে থাকেন, তাহলে আমার ছেলে সাঈদকে কিন্তু তা থেকে বঞ্চিত করবেন না।"

*** *** ***

আল্লাহ তা'আলা যায়েদের দু'আ কবুল করলেন। তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন লোকদের ইসলামের দিকে আহবান শুরু করলেন তখন হযরত সাঈদ ইবনে যায়েদ রাযি. ছিলেন তাদের অগ্রগামী যারা আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছে এবং তাঁর রাসূলের রিসালাতকে বিশ্বাস করেছে।

এতে আশ্চর্যের কিছুই নেই, কারণ হযরত সাঈদ রাযি. এমন পরিবারে প্রতিপালিত হয়েছেন, যারা কুরাইশের বিভ্রান্তিকে অপছন্দ করত আর এমন পিতার কোলে প্রতিপালিত হয়েছেন, যিনি সারা জীবন সত্যের সন্ধানে কাটিয়েছেন...

পিপাসার্ত ব্যক্তির ন্যায় সত্যের পশ্চাতে ছুটতে ছুটতে তিনি ইন্তিকাল করেছেন...

শুধু হযরত সাঈদই ইসলাম গ্রহণ করেননি বরং তাঁর সাথে তাঁর স্ত্রী উমর ইবনে খাত্তাবের বোন ফাতেমা বিনতে খাত্তাবও ইসলাম গ্রহণ করেছেন।

কুরাইশি যুবক হযরত সাঈদ রাযি. তাঁর গোত্রের লোকদের এতো নির্যাতন ও নিপীড়ন সহ্য করলেন, যা তাঁকে তাঁর ধর্ম থেকে ফিরিয়ে আনতে যথেষ্ঠ ছিল। কুরাইশরা তাঁকে ইসলাম থেকে ফিরাতে পারল না বরং তিনি ও তাঁর স্ত্রী কুরাইশের এমন একজন লোককে অন্ধকার হতে আলোর ভুবনে ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হলেন, যিনি ওজনে অত্যন্ত ভারী আর মর্যাদায় অতি মহান...

তাঁরা দু'জনই হযরত উমর ইবনে খাত্তাব রাযি. এর ইসলাম গ্রহণের কারণ হলেন।

হযরত সাঈদ ইবনে আমর ইবনে নুফাইল রাযি. তাঁর গোটা যৌবন শক্তিকে ইসলামের খিদমতে নিয়োজিত করলেন। কারণ বিশ বৎসর অতিক্রম করার পূর্বেই তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছেন। ফলে তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে বদর ছাড়া প্রত্যেকটি যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছেন। কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বদর যুদ্ধের দিন তাঁকে একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজে নিয়োজিত করেছিলেন।

কাইসারের সাম্রাজ্য ভেঙ্গে ফেলা ও কিসরার সিংহাসন ছিনিয়ে আনার ক্ষেত্রে তিনি মুসলমানদের সাথে অংশ গ্রহণ করেছেন। মুসলমানগণ যেসব বিভীষিকাময় যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল তার প্রত্যেকটিতে তাঁর ঐতিহ্যময়, উজ্জ্বল অবদান ও সপ্রশংস দীপ্তিময় কীর্তি রয়েছে।

তিনি তাঁর বিস্ময়কর বীরত্ব ইয়ারমূকের যুদ্ধের দিবসে লিপিবদ্ধ করেছিলেন। সুতরাং এসো আমরা তাঁকে কথা বলার সুযোগ দেই। তাহলে তিনি আমাদের নিকট সে দিনের কিছু সংবাদ পরিবেশন করবেন।

হযরত সাঈদ ইবনে আমর ইবনে নুফাইল রাযি. বলেন, ইয়ারমুকের যুদ্ধে আমরা পঁচিশ হাজার বা প্রায় পচিশ হাজার যোদ্ধা ছিলাম। বিশ লক্ষ

রোমান সৈন্য আমাদের দিকে এগিয়ে এল। তারা ভারি পদক্ষেপে এগিয়ে এল। যেন তারা একটি পাহাড়, অদৃশ্য হাত তাকে নাড়া দিচ্ছে। তাদের সামনে এগিয়ে আসছে খ্রিস্টান ধর্মযাজক, পাদ্রি আর পুরোহিতরা। তারা ক্রুশ বহন করছে এবং হযরত ঈসা আ.-এর শানে কোরাস গাইছে আর তাদের পশ্চাতে সৈন্যবাহিনী তা বজ্রকণ্ঠে পুনরাবৃত্তি করছে।

মুসলমানগণ এ অবস্থা দেখে তাদের সংখ্যাধিক্যের কারণে আতংকিত হয়ে পড়ল । ভয় ভীতির অবস্থা তাদের হৃদয়ে ছেয়ে গেল।

তখন হযরত আবু উবায়দা ইবনুল জাররাহ রাযি. দাঁড়িয়ে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তে উৎসাহিত করতে লাগলেন এবং বললেন,

হে আল্লাহর বান্দাগণ! তোমরা আল্লাহকে সাহায্য কর, আল্লাহ তোমাদেরকে সাহায্য করবেন। তোমাদের অবস্থানকে মজবুত করবেন।

হে আল্লাহর বান্দাগণ! তোমরা ধৈর্য ধারণ কর।

ধৈর্য ধারণই তোমাদের কুফুরি থেকে মুক্তির কারণ, আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উপায়, লাঞ্ছনাকে প্রতিহতকারী। তোমরা তীরগুলো ধনূকে যোজনা করে নাও। ঢাল দ্বারা নিজেদের আবৃত করে নাও। আমি তোমাদেরকে নির্দেশ দেয়া পর্যন্ত মনে মনে আল্লাহর যিকির ছাড়া অন্য কিছু বলবে না। একেবারে নীরব থাকবে।

হযরত সাঈদ রাযি. বলেন, তখন মুসলমানদের সারি থেকে এক লোক বেরিয়ে এসে হযরত আবু উবায়দা রাযি. কে বলল, আমি এখনই শহীদ হতে চাই, সুতরাং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পৌছানোর মত কোন পয়গাম কি আপনার আছে?!

হযরত আবু উবায়দা রাযি. বললেন, হ্যাঁ, তুমি তাঁকে আমার ও মুসলমানদের পক্ষ থেকে সালাম পৌছাবে আর বলবে, ইয়া রাসূলাল্লাহ ! আমাদের রব আমাদের সাথে যেসব প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন আমরা তা বাস্তবে পেয়েছি।

হযরত সাঈদ রাযি. বলেন, আমি তাঁর কথা শুনে তার দিকে তাকালাম, সে তাঁর তরবারী বের করছে এবং শত্রুর সাথে যুদ্ধ করতে ছুটে

যাচ্ছে। তখন আমি মাটিতে লাফিয়ে পড়লাম। হাঁটু গেড়ে বসলাম ও বর্শা মারতে শুরু করলাম। আমার দিকে এগিয়ে আসা প্রথম অশ্বারোহীকে আমি বর্শা দ্বারা আঘাত করলাম। তারপর শত্রুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়লাম। আল্লাহ তা'আলা আমার অন্তর থেকে সব ভয় দূর করে দিলেন। তখন অন্যান্য মুসলমানগণ রোমান বাহিনীর বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ল। শুরু হল যুদ্ধ। চলতে লাগল যুদ্ধ। অবশেষে আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদের জন্য বিজয়ের ফয়সালা করলেন।

*** *** ***

তারপর হযরত সাঈদ রাযি. দামেস্ক বিজয়ে অংশ গ্রহণ করলেন। তারপর দামেস্ক মুসলমানদের বশ্যতা স্বীকার করলে হযরত আবু উবায়দা রাযি. তাঁকে তার শাসক নিয়োজিত করলেন। তাই তিনি ছিলেন মুসলমানদের মাঝে দামেস্কের সর্ব প্রথম শাসক।

*** *** ***

বনু উমাইয়াদের শাসনামলে হযরত সাঈদ ইবনে যায়েদ রাযি. কে নিয়ে একটি ঘটনা ঘটল, যা মদীনার লোকেরা দীর্ঘ দিন পর্যন্ত আলোচনা করেছে।

ঘটনাটি হল, আরওয়া বিনতে ওয়াইস দাবী করল, হযরত সাঈদ ইবনে যায়েদ রাযি. তার কিছু জমি ছিনিয়ে নিয়েছেন এবং তা তাঁর জমির সাথে মিলিয়ে নিয়েছে। সে তা মুসলমানদের মাঝে বলাবলি করতে লাগল। আলোচনা করতে লাগল। তারপর তা মদীনার শাসক মারওয়ান ইবনে হাকামের নিকট উত্থাপন করল।

তখন মারওয়ান সে ব্যাপারে তাঁর সাথে কথা বলতে কিছু লোক পাঠালেন। ফলে বিষয়টি রাসূলের সাহাবীর উপর অসহনীয় হয়ে উঠল। তিনি বললেন,

"তারা মনে করে, আমি তার উপর যুলুম করেছি!! কিভাবে আমি তার উপর যুলুম করতে পারি ?

আমি তো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি,

مَنْ ظَلَمَ شِبْرًا مِنَ الْأَرْضِ طُوِّقَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِن سَبْعِ أَرْضِيْن

অর্থঃ যে ব্যক্তি যুলুম করে এক বিঘত জমি নিয়ে নিবে কিয়ামত দিবসে তার গলায় সপ্ত জমিন ঝুলিয়ে দেয়া হবে।

তারপর বললেন, হে আল্লাহ! সে দাবী করছে, আমি তার উপর যুলুম করেছি। যদি সে মিথ্যাবাদী হয় তাহলে তুমি তাকে অন্ধ বানিয়ে দাও। সে যে কূপ নিয়ে আমার সাথে বিরোধ সৃষ্টি করেছে তাতে তুমি তাকে নিক্ষেপ কর। আর আমার সত্যতার পক্ষে এমন আলো বিকশিত করে দাও যা মুসলমানদের নিকট স্পষ্ট করে দিবে যে, আমি তার উপর যুলুম করিনি।

এরপর কিছু সময় অতিক্রান্ত হতে না হতেই মদীনার আকীক উপত্যকায় এমন প্রবল ঢল নামল যা ইতিপূর্বে হয়নি। ফলে জমিনের ঐ সীমানা বেরিয়ে এল যা নিয়ে বিরোধ চলছিল। মুসলমানদের নিকট স্পষ্ট হয়ে গেল যে, হযরত সাঈদ রাযি. সত্যবাদী।

এরপর এক মাস যেতে না যেতেই মহিলাটি অন্ধ হয়ে গেল এবং সেই জমিনে পায়চারী করার সময় সেই কূপে পড়ে মারা গেল।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাযি. বলেন, আমরা তখন কিশোর ছিলাম। আমরা লোকদের বলাবলি করতে শুনতাম,

أَعْمَاكَ اللّٰهُ كَمَا أَعْمى الْأَرْوَى

অর্থঃ আল্লাহ তোমাকে অন্ধ করুন যেমন আরওয়াকে অন্ধ করেছেন।

এতে আশ্চর্যের কিছুই নেই। কারণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

اتَّقُوْا دَعْوَةَ الْمَظْلُوْمِ فَإِنَّهُ لَيْس بَيْنَهَا وَبَيْن اللّٰه حِجَابٌ

অর্থঃ তোমরা মযলুমের বদ দু'আ ভয় করো। কারণ সেই বদ দু'আ আর আল্লাহর মাঝে কোন অন্তরায় নেই।

সুতরাং সেই মযলুম ব্যক্তি যদি জান্নাতের সুসংবাদ প্রাপ্ত দশ ব্যক্তিদের একজন হযরত সাঈদ ইবনে যায়েদ রাযি. হন তা হলে অবস্থা কেমন হবে?

হযরত উমাইর ইবনে সা'আদ রাযি.

عُمَيْرُ بن سَعد نَسِيْجُ وحْده

উমাইর ইবনে সা'আদ রাযি. এক অনন্য ব্যক্তিত্ব...

—হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব রাযি.

হযরত উমাইর ইবনে সা'আদ রাযি.

হযরত উমাইর ইবনে সা'আদ আনসারী রাযি. শৈশবকাল থেকেই দারিদ্রতা ও পিতৃহীনতার দুঃখ-বেদনা সহ্য করেছেন।

তাঁর পিতা কোন সম্পদ বা প্রতিপালনকারী না রেখেই তার রবের নিকট চলে গেছেন।

আর তাঁর মাতা কিছুদিন পরই জুলাস ইবনে সুয়াইদ নামীয় আউস গোত্রের এক সম্পদশালী ব্যক্তিকে বিয়ে করেন। তাই জুলাস উমাইরের প্রতিপালনের দায়িত্ব গ্রহণ করে এবং তাকে তার পরিবারের অর্ন্তভূক্ত করে নেয়।

উমাইর জুলাসের এমন অনুগ্রহ, উত্তম পরিচর্যা ও অনিন্দ মায়া-মমতা পেল যা তাঁকে পিতৃহীনতার কথা ভুলিয়ে দিল।

তাই হযরত উমাইর রাযি. জুলাসকে পিতার ন্যায় শ্রদ্ধা করতেন তেমনি জুলাস উমাইরকে ছেলের ন্যায় স্নেহ করতেন।

উমাইর যতই বড় হতে লাগলেন আর যুবক হতে লাগলেন জুলাসের স্নেহ-মমতা ও মুগ্ধতা ততোই বৃদ্ধি পেতে লাগল। কারণ তিনি তাঁর প্রতিটি কাজে বুদ্ধিমত্তা ও কৌলীন্যের আলামত দেখছিলেন। তাঁর প্রতিটি কর্মে সততা ও বিশ্বস্ততার নির্দশন অবলোকন করছিলেন।

***   ***   ***

বালক উমাইর ইবনে সা'দ শৈশবকালেই ইসলাম গ্রহণ করেন। তখন তাঁর বয়স মাত্র দশ বৎসর হয়েছে। তাই ঈমান তাঁর সজীব হৃদয়ে উম্মুক্ত স্থান পেয়ে মজবুত করে জায়গা নিয়ে নিল। আর ইসলাম তাঁর স্বচ্ছ নির্মল অন্তরে উর্বর ভূমি পেয়ে তার অভ্যন্তরে প্রবেশ করল। তাই বয়সের স্বল্পতা সত্ত্বেও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পিছনে নামায আদায় করা থেকে কখনো পিছিয়ে থাকতেন না। আর তাঁর মাতাকে আনন্দ ভরে

রাখত যখন তিনি তাঁকে মসজিদে যেতে বা আসতে দেখতেন, কখনো তাঁর পিতার সাথে কখনো একাকী।

*** *** ***

বালক উমাইর ইবনে সা'দের জীবন এমনিভাবে চলতে লাগল। সুখে-স্বাচ্ছন্দে। কোন ক্লেদময় বিষয় তাঁর স্বাচ্ছন্দকে ক্লেদাক্ত করে না। কোন নোংরা বিষয় তাঁর সুখকে বিষাদময় করে না। এমনি অবস্থায় আল্লাহ তা'আলা এই বালককে একটি অতি কঠিন ও হৃদয় বিদারক অভিজ্ঞতার সম্মুখীন করতে চাইলেন। এমন এক কঠিন পরীক্ষায় ফেলতে চাইলেন, যে ধরনের পরীক্ষায় তার সমবয়সী খুব কম বালকই পড়েছে।

হিজরতের নবম বর্ষে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাবুকে রোমের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে প্রতিজ্ঞা করলেন এবং মুসলমানদেরকে প্রস্তুতি গ্রহণ করতে নির্দেশ দিলেন।

আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন যুদ্ধ করতে চাইলে স্পষ্ট ভাবে তা বলতেন না। ইস্পিত দিক ছাড়া অন্য দিকের ইচ্ছে করেছেন, এমন ধারণায় তিনি অন্যদের ফেলে দিতেন। তবে তাবুক যুদ্ধে তিনি তা করলেন না। শত্রুর শক্তিমত্তা, কষ্টের আধিক্য ও পথের দূরবর্তীতার কারণে তিনি তা প্রকাশ করে দিলেন। যেন লোকদের নিকট বিষয়টি স্পষ্ট থাকে। তাহলে তারা যুদ্ধের জন্য অস্ত্রসামগ্রী সংগ্রহ করবে । যুদ্ধের জন্য পূর্ণ প্রস্তুতি গ্রহণ করবে।

তদুপরি গ্রীস্মকাল শুরু হয়ে গেছে। তীব্র গরম পড়ছে। গাছে গাছে ফল পেকেছে। গাছের ছায়া সুখকর হয়েছে। আর অন্তর অলসতা আর বিলম্বের দিকে ঝুঁকে পড়েছে। এসব বিপত্তি সত্ত্বেও মুসলমানগণ তাঁদের নবীর আহবানে সাড়া দিল। তাঁরা অস্ত্র সংগ্রহ করতে ও প্রস্তুতি গ্রহণ করতে লাগলেন।

তবে মুনাফেকদের একটি দল সাহাবায়ে কেরামের প্রতিজ্ঞাকে দুর্বল করতে, মনোবলকে বলহীন করতে আর নানা ধরনের সন্দেহ সৃষ্টি করতে লাগল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্ম্পকে কুৎসা গাইতে লাগল। তাদের বিশেষ বৈঠকগুলোতে কুফুরীমূলক কথা বলতে লাগল।

*** *** ***

সৈন্যবাহিনী গমনের পূর্বের এই দিনগুলোর একদিনে বালক উমাইর ইবনে সা'দ মসজিদে নামায আদায়ের পর বাড়িতে ফিরে এল। তাঁর হৃদয় তখন ভরে আছে কানে শোনা আর চোখে দেখা মুসলমানদের আত্মোৎসর্গ ও অনুদানের উজ্জ্বল আলোকময় চিত্রসমূহে।

তিনি দেখে এসেছেন, মুহাজির ও আনসার মহিলারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে তাদের অলংকার খুলে রাসুলের সামনে রাখছে। যেন তিনি তার মূল্য দ্বারা আল্লাহর পথে যুদ্ধে গমণকারী বাহিনীকে প্রস্তুত করেন।

দু'চোখে উসমান ইবনে আফফান রাযি. কে দেখলেন, তিনি এক হাজার দিনারে ভরা একটি মশক নিয়ে এলেন এবং তা রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে পেশ করলেন।

আর হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আউফ রাযি. কাঁধে বহন করে দুই শত উকিয়া স্বর্ণ নিয়ে এলেন এবং তা রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট রাখলেন।

বরং এক ব্যক্তিকে দেখলেন, সে তার বিছানাকে বিক্রির জন্য এনেছে। তা বিক্রি করে তার মূল্য দিয়ে একটি তরবারী ক্রয় করে আল্লাহর পথে জিহাদ করবে।

হযরত উমাইর রাযি. এ সব দূর্লভ বিস্ময়কর চিত্রগুলো মনের আরশিতে বার বার ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে আনছিলেন আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে জুলাসের যুদ্ধে গমনের প্রস্তুতি না নিতে এবং সামর্থ্য ও স্বচ্ছলতা থাকা সত্ত্বেও জিহাদের পথে ব্যয় করা থেকে বিলম্ব ও গড়িমসি করার কারণে বিস্মিত হচ্ছিলেন।

তাই হযরত উমাইর রাযি. জুলাসের হিম্মতকে ও তাঁর আত্মমর্যাদাকে জাগিয়ে তুলতে যেসব কিছু দেখেছেন ও শুনেছেন তা তার নিকট বর্ণনা করতে লাগলেন। বিশেষভাবে ঐসব মুমিনদের ঘটনা, যারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে অন্তরের দরদসহ আবেদন করল, যেন তিনি তাদেরকে আল্লাহর পথে জিহাদে গমনকারী সৈন্যদের সাথে নিয়ে নেন। আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের ফিরিয়ে

দিলেন। কারণ তাঁর নিকট তাদের বহন করার মত কোন বাহন ছিল না। তাই অশ্রুসজল চোখে তারা ফিরে গেল। তাদের দুঃখ, জিহাদের ক্ষেত্রে তাঁরা তাঁদের আশায় পৌঁছতে পারেননি। শাহাদাতের তামান্না পূর্ণ করতে পারেননি।

কিন্তু উমাইরের কথা শুনামাত্রই জুলাসের মুখ থেকে এমন একটি কথা বেরিয়ে গেল যা যুবক উমাইরের বুদ্ধিকে উড়িয়ে নিয়ে গেল।

সে বলল,

فَنَحْنُ شَرٌّ مِنَ الْحَمِيْرِ إِنْ كَانَ مُحَمَّدٌ صَادِقًا فِيمَا يَدَّعِيْهِ مِنَ النُّبُوَّةِ

অর্থঃ যদি মুহাম্মাদ তার দাবীকৃত নবুয়তের ব্যাপারে সত্যবাদী হন তাহলে আমরা গাধার চেয়ে নিকৃষ্ট।

***   ***   ***

তার কথা শুনে উমাইর একেবারে হতবাক হয়ে গেলেন। তিনি চিন্তাই করতে পারেন নি। কোন ব্যক্তির জুলাসের মত বুদ্ধি ও বয়স হলে তার মুখ দিয়ে এমন কথা কিভাবে বেরিয়ে যেতে পারে যা একবারেই তার বক্তাকে ঈমান থেকে বের করে কুফুরির প্রশস্ত দরজায় প্রবেশ করিয়ে দেয়। যেমনিভাবে সুক্ষ্ণ ক্যালকুলেটর মেশিন তার মাঝে দেয়া হিসাবের দ্রুত সমাধান দিয়ে দেয়।

বালক উমাইর ইবনে সা'দের চিন্তাশক্তি চিন্তা করতে লাগল, এখন কী তাঁর করণীয়। সে ভেবে দেখল, জূলাসের ব্যাপারে সন্দেহ করা ও তার বিষয়টি গোপন রাখা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে খেয়ানত করা আর ইসলামের ক্ষতি করা, যা নিয়ে মুনাফিকরা ষড়যন্ত্র করছে। যার ব্যাপারে তারা গোপন পরামর্শ করছে।

আর যা শুনেছে তা প্রচার করা ঐ ব্যক্তির অবাধ্য হওয়া যাকে সে পিতার মতো মনে করে আর সদাচারণের পুরস্কার দুর্ব্যবহারের মাধ্যমে দেয়া হয়...

তিনিইতো তাকে এতীম অবস্থায় আশ্রয় দিয়েছেন। দারিদ্রাবস্থায় স্বচ্ছলতা দান করেছেন। পিতাকে হারানোর পর পিতার স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন।

বালক উমাইরের কর্তব্য হয়ে গেল দু'টি বিষয়ের যে কোন একটি গ্রহণ করা। তবে তার অধিক মিষ্ট বিষয়টি অধিক তিক্ত। আর দ্রুতই তিনি তা গ্রহণ করলেন।

জুলাসের দিকে তাকিয়ে বললেন, আল্লাহর শপথ করে বলছি, হে জুলাস! পৃথিবীর বুকে মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহর পর আপনি ছাড়া আর কেউ আমার নিকট অধিক প্রিয় ছিল না...

সুতরাং আপনি আমার নিকট অধিক প্রিয় ব্যক্তি। আমার উপর অধিক অনুগ্রহকারী ব্যক্তি। অথচ আপনি এমন কথা বলেছেন, যদি আমি তা বলে দেই তা হলে আপনাকে অপমান করলাম। আর যদি তা গোপন করি তাহলে আমি আমানতের খেয়ানত করলাম। আমি আমাকে ও আমার দীনকে ধ্বংস করলাম। আমি প্রতিজ্ঞা করেছি ,রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট যাব এবং আপনি যা বলেছেন আমি তা বলে দিব। সুতরাং আপনি আপনার দলীল প্রমাণ নিয়ে প্রস্তুত থাকুন।

*** *** ***

বালক উমাইর ইবনে সা'দ রাযি. মসজিদে গেলেন। এবং জুলাস ইবনে সুয়াইদ থেকে যা শুনেছেন তা বর্ণনা করলেন।

রাসূল তাকে তাঁর নিকট বসিয়ে রাখলেন এবং জুলাসকে ডেকে আনতে একজন সাহাবীকে পঠালেন।

অল্প কিছুক্ষণ পরই জুলাস এসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে স্বাগত জানাল এবং তাঁর সামনে বসল। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,

مَا مَقَـــالَةٌ سمعَهَا منْكَ عُمَيْرُ بْنُ سَعْد -

তোমার থেকে উমাইর ইবনে সা'আদ কী শুনেছে?... তারপর উমাইর যা বলেছে তা তাকে বললেন।

জুলাস বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ ! সে মিথ্যা বলেছে। আমার বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ দিয়েছে। আমি এ ধরনের কোন কথা বলিনি।

*** *** ***

সাহাবায়ে কেরাম জুলাস ও তার ছেলের দিকে ফিরে ফিরে তাকাতে লাগলেন। যেন তাঁরা তাদের অন্তরের গোপন ব্যাপারটি চেহারার পাতা থেকে পড়ে নিতে চান।

তাঁরা ফিসফিস করে কথা বলতে লাগলেন।... যাদের অন্তরে ব্যাধি রয়েছে তাদের একজন বলল, সেতো অবাধ্য সন্তান। যে তার উপর এতো ইহসান করল তার সাথেই এই দুর্ব্যবহার!

আরেক জন বলল, বরং সে তো আল্লাহর আনুগত্যে প্রতিপালিত বালক। তার চেহারার রেখাগুলো তার সত্যতার কথা বলছে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উমাইরের দিকে ফিরে তাকালেন। দেখলেন, তার চেহারায় রক্ত জমে তা লাল হয়ে গেছে। আর তার চোখ থেকে অশ্রুরধারা গড়িয়ে তার কপোল আর বুকে টপ্‌টপ্‌ করে পড়ছে। সে বলছে,

اللَّهُمَّ أَنْزِلْ عَلَي نَبِيِّكَ بَيَانَ مَــا تَكَلَّمْتُ بِهِ

اللَّهُمَّ أَنْزِلْ عَلَي نَبِيِّكَ بَيَانَ مَــا تَكَلَّمْتُ بِهِ

হে আল্লাহ! আমি যা বলেছি তার বিবরণ আপনি আপনার নবীর উপর নাযিল করুন।

হে আল্লাহ! আমি যা বলেছি তার বিবরণ আপনি আপনার নবীর উপর নাযিল করুন।

জুলাস অগ্রসর হয়ে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি যা বলেছি তাই সত্য। আপনি চাইলে আমরা উভয়ে আপনার সামনে কসম করবো।

আর আমি কসম করে বলছি, উমাইর আপনার নিকট যা বলেছে আমি তার কিছুই বলিনি।

জুলাসের কসম খাওয়ার পর্ব শেষ হলে সাহাবায়ে কেরামের দৃষ্টি তার থেকে উমাইর ইবনে সা'দের দিকে ফিরতে লাগল। ইতিমধ্যে এক অলৌকিক প্রশান্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আচ্ছন্ন করে ফেলল। সাহাবায়ে কেরাম বুঝলেন, ওহী আসছে। তাঁরা স্ব স্ব স্থানে স্থির হয়ে গেলেন। অঙ্গ-প্রতঙ্গ শান্ত হয়ে গেল। সবাই নীরব। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিকে তাঁদের দৃষ্টি আটকে গেল।

তখন জুলাসের অবয়বে ভয়-ভীতি প্রতিভাত হল।

আর উমাইরের অবয়বে আগ্রহ-ও স্থীরতা প্রতিভাত হল।

সবার যখন এ অবস্থা ঠিক তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে ওহীর আলামত দূর হয়ে গেল। তিনি তখন আল্লাহ তা'আলার এ বাণী তিলাওয়াত করলেন,

يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُواْ وَلَقَدْ قَالُواْ كَلِمَةَ ٱلْكُفْرِ وَكَفَرُواْ بَعْدَ إِسْلاَمِهِمْ وَهَمُّواْ بِمَا لَمْ يَنَالُواْ وَمَا نَقَمُوۤاْ إِلاَّ أَنْ أَغْنَاهُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ مِن فَضْله فَإِن يَتُوبُواْ يَكُ خَيْراً لَّهُمْ وَإِن يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ ٱللَّهُ عَذَاباً أَلِيماً فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ فِي ٱلأَرْضِ مِن وَلِيٍّ وَلاَ نَصِير

অর্থঃ তারা আল্লাহর শপথ করে বলে, তারা বলেনি। অথচ তারা তো কুফুরী কথা বলেছে এবং ইসলাম গ্রহণ করার পর কাফের হয়ে গেছে। আর তারা যা অর্জন করেনি তার ইচ্ছে করেছে। আল্লাহ ও রাসূল তাদেরকে স্বীয় অনুগ্রহে তাদের স্বচ্ছলতা দান করেছেন তাই তারা দোষারোপ করছে। যদি তারা তাওবা করে তাহলে তাদের জন্য কল্যাণ হবে। আর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় তাহলে দুনিয়া ও আখেরাতে আল্লাহ তাদের মর্মন্তুদ শাস্তি প্রদান করবেন। আর পৃথিবীতে তাদের কোন বন্ধু ও সাহায্যকারী নেই। (সূরা তাওবা-৭৪)

আল্লাহর বাণী শুনে জুলাস ভয়ে কাঁপতে লাগল। আতঙ্কে তার জিহবা আটকে যাওয়ার উপক্রম হল। তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিকে তাকিয়ে বলল,

ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি তাওবা করছি ...

আমি তাওবা করছি...

ইয়া রাসূলুল্লাহ! উমাইর সত্য বলেছে আর আমি ছিলাম মিথ্যাবাদীদের অর্ন্তভূক্ত।

ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি প্রার্থনা করুন, আল্লাহ যেন আমার তাওবা কবুল করেন। আর আপনার জন্য আমি উৎসর্গ হয়ে গেলাম।

তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বালক উমাইরের দিকে ফিরে তাকালেন। দেখলেন, আনন্দাশ্রু ঈমানের নূর দ্বারা তাঁর নির্মল চেহারাকে সিক্ত করছে।

রাসূল তাঁর পবিত্র হাতকে তার কানের দিকে প্রসারিত করলেন এবং আলতো ভাবে ধরে বললেন,

وَفَّتْ أُذُنُكَ – يا غُلاَمُ – مَـــا سمعَتْ وَصَدَّقَكَ رَبُّكَ

অর্থঃ হে বালক ! তোমার কান যথাযথই শুনেছে। আর তোমার রব তোমাকে সত্যায়ন করেছেন।

*** *** ***

জুলাস ইসলামের গণ্ডিতে ফিরে এলেন আর তার ইসলাম গ্রহণ চমৎকার হল।

উমাইরের উপর তিনি যে উদারতার সাথে অনুগ্রহ করতেন তা দ্বারাই সাহাবায়ে কেরাম তাঁর অবস্থার সংশোধনের বিষয়টি অনুধাবন করলেন।

উমাইরের আলোচনা আসলেই তিনি বলতেন,আল্লাহ তাকে আমার পক্ষ থেকে উত্তম বিনিময় দান করুন। সে আমাকে কুফুরী থেকে রক্ষা করেছে ও আমার শিরকে জাহান্নাম থেকে মুক্ত করেছে।

যাহোক, এটা কিন্তু বালক উমাইর ইবনে সা'দের জীবনের অধিক দ্যুতিময় চিত্র নয় এবং অধিক বেদনাদায়ক চিত্রও নয়।

আর সন্দেহ নেই যে, তাঁর জীবনে এমন চিত্রও রয়েছে যা তার চেয়ে অধিক উজ্জ্বল ও বিস্ময়কর।

তাহলে এসো, আমরা উমাইর ইবনে সা'দের সাথে তাঁর পূর্ণ বয়সে আরেকবার সাক্ষাৎ করি ।

হযরত উমাইর ইবনে সা'দ রাযি.

لَكَمْ وَدِدْتُ أَنَّ لِي رِجَالاً مِثْلَ عُمَيْرِبْنِ سَعْد لأَسْتَعِيْنَ بِهِمْ فِي أَعْمَالِ الْمُسْلمِيْنَ

আমি কতোই না চেয়েছি , যদি আমি উমাইর ইবনে সা'দের মত কিছু লোক পেতাম তাহলে তাদের মাধ্যমে প্রশাসনিক কাজের সাহায্য-সহযোগিতা নিতাম... ।

...উমর ইবনে খাত্তাব রাযি.

হযরত উমাইর ইবনে সা'দ রাযি.

আমরা ইতিপূর্বে মহান সাহাবী হযরত উমাইর ইবনে সা'দ রাযি.-এর শৈশবকালীন দ্যুতিময় দুর্লভ চিত্র সর্ম্পকে অবহিত হয়েছি। সুতরাং এসো এখন আমরা তাঁর পূর্ণ বয়সের আলোকময় বিস্ময়কর চিত্র সর্ম্পকে অবহিত হই।

তোমরা দেখবে, দ্বিতীয় চিত্রটি প্রথমটির চেয়ে মহানুভবতা ও দ্যুতিময়তায় কোন অংশেই কম নয়।

*** *** ***

হিমসের অধিবাসীরা শাসকদের চরম অবাধ্য ছিল। শাসকদের বিরুদ্ধে অধিক অভিযোগকারী ছিল। তাই তাদের নিকট কোন শাসক এলেই তার মাঝে তারা নানা দোষ খুঁজে পেত, তার পাপ কাজের হিসাব কষত। তারপর তা খলীফাতুল মুসলিমীনের নিকট উত্থাপন করত এবং আবেদন করত, যেন তিনি তাকে পরিবর্তন করে তার চেয়ে ভাল কোন শাসক তাদেরকে প্রদান করেন।

তাই হযরত উমর ফারুক রাযি. ইচ্ছে করলেন, তাদের নিকট এমন একজন শাসক পাঠাবেন, যাঁর মাঝে তারা কোন ধরনের খুঁত খুঁজে পাবে না। কোন দোষ খুঁজে পাবে না।

এ কারণে তিনি তাঁর পছন্দনীয় লোকদের তুনীরটি ঢেলে দিলেন এবং একজন একজন করে বাছাই করলেন। কিন্তু উমাইর ইবনে সা'দের চেয়ে উত্তম আর কাউকে পেলেন না।

সে সময় হযরত উমাইর ইবনে সা'দ রাযি. শামের জাজিরা অঞ্চলে আল্লাহর পথে জিহাদরত বাহিনীর সেনাপতি। একের পর এক শহর স্বাধীন করছেন। দূর্গের পর দূর্গ গুড়িয়ে দিচ্ছেন। গোত্রের পর গোত্রকে অবনমিত করছেন। আর যে অঞ্চলেই পদার্পণ করেছেন সেখানেই মসজিদের পর মসজিদ স্থাপন করছেন।

তা সত্ত্বেও আমীরুল মু'মিনীন হযরত উমর ইবনে খাত্তাব রাযি. তাঁকে ডেকে পাঠালেন। তাঁকে হিমসের প্রশাসনের দায়িত্ব প্রদান করলেন এবং সেখানে গমনের নির্দেশ দিলেন। অনিচ্ছা সত্ত্বেও তিনি তাঁর নির্দেশ মেনে নিলেন। কারণ তিনি আল্লাহর পথে জিহাদের উপর অন্য কোন কিছুকে প্রাধান্য দিতেন না।

*** *** ***

হযরত উমাইর রাযি. হিমসে পৌঁছে লোকদেরকে জামে মসজিদে নামায পড়তে আহবান করলেন।

নামায পড়ে তিনি লোকদের মাঝে বক্তৃতা দিলেন। হামদ ও ছানার পর তিনি রাসূলের শানে দরূদ পাঠ করলেন। তারপর বললেন,

"হে লোক সকল! ইসলাম একটি দূর্ভেদ্য দূর্গ এবং একটি মজবুত শক্তিশালী দরজা। ইসলামের দূর্গ হল ন্যায়পরায়ণতা আর দরজা হল সত্যাশ্রয়িতা

যেদিন তার দূর্গকে চূর্ণবিচূর্ণ করা হবে, তার দরজাকে ভেঙ্গে ফেলা হবে, সেদিন এ ধর্মের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে নষ্ট করে দেয়া হবে...

মনে রাখবে, ইসলাম ততোদিন দুর্দমনীয় থাকবে যতোদিন শাসক প্রচণ্ড ও কঠিন থাকবে...

কাঠিন্যের অর্থ এই নয় যে, দোররার আঘাতে জর্জরিত করতে থাকবে, তরবারীর আঘাতে হত্যা করতে থাকবে। বরং কাঠিন্যের অর্থ হল, ন্যায়পরায়ণতার সাথে বিচারকার্য পরিচালনা করা আর সত্যকে আঁকড়ে ধরা।

তারপর তিনি তাঁর সংক্ষিপ্ত বক্তৃতায় যে বিধান রচনা করলেন তা বাস্তবায়নের জন্য উঠে চলে গেলেন।

*** *** ***

হযরত উমাইর ইবনে সা'দ রাযি. পূর্ণ এক বৎসর হিমসে কাটিয়ে দিলেন। এর মাঝে তিনি আমীরুল মু'মিনীনের নিকট কোন পত্র লিখলেন না। খেরাজের একটি দিরহাম বা দিনারও বাইতুল মালে পাঠালেন না।

তাই হযরত উমর রাযি. এর মাথায় নানা সন্দেহ ঘুরপাক খেতে লাগল। তিনি তাঁর প্রাদেশিক শাসকদের ব্যাপারে প্রশাসনকার্যে ফিতনায় নিপতিত হওয়ার ব্যাপারে খুব ভয় পেতেন। কারণ তাঁর নিকট রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছাড়া আর কেউ মা'সূম নয়।

তাই তিনি তাঁর পত্র লিখককে বললেন, তুমি উমাইর ইবনে সা'দের নিকট পত্র লিখে বলে দাও আমীরুল মু'মিনীনের পত্র তোমার নিকট পৌঁছলে তুমি হিমস ত্যাগ করে চলে এসো আর মুসলমানদের যে খেরাজ তুমি সঞ্চয় করেছো তা সাথে নিয়ে এসো।

*** *** ***

হযরত উমাইর ইবনে সা'দ রাযি. হযরত উমর ইবনে খাত্তাব রাযি. এর পত্র গ্রহণ করলেন। তারপর তাঁর পাথেয়ের থলেটি নিলেন। কাঁধে থালা, ওজুর বদনা ঝুলিয়ে নিলেন। হাতে বর্শা নিলেন। হিমস ও তার প্রশাসনিক ক্ষমতা পশ্চাতে ফেলে জোর কদমে হাঁটতে হাঁটতে মদীনার পথে রওনা হয়ে গেলেন।

হযরত উমাইর রাযি. যখন মদীনায় পৌঁছলেন তখন তাঁর দেহের রং বিবর্ণ হয়ে গেছে। শরীর দুর্বল হয়ে গেছে। চুল লম্বা হয়ে গেছে। আর তাঁর শরীরে সফরের ক্লান্তির ছাপ পড়ে গেছে।

*** *** ***

হযরত উমাইর রাযি. আমীরুল মু'মিনীন হযরত উমর রাযি. এর নিকট গেলেন। হযরত উমর রাযি. তাঁর অবস্থা দেখে হতবাক হয়ে গেলেন। বললেন, হে উমাইর! তোমার একী অবস্থা?!

হযরত উমাইর রাযি. বললেন, হে আমীরুল মু'মিনীন ! আমার তো কিছু হয়নি। আলহামদুলিল্লাহ, আমি সুস্থ, রোগমুক্ত। আমি তো আমার সাথে গোটা দুনিয়া বহন করে এনেছি। দুনিয়াকে তার দুই ঝুটি ধরে টেনে এনেছি।

হযরত উমর রাযি. বললেন, তোমার সাথে আবার দুনিয়ার কি আছে? তিনি মনে করছেন, হযরত উমাইর রাযি. সাথে করে বাইতুল মালের সম্পদ নিয়ে এসেছে।

তখন হযরত উমাইর রাযি. বললেন, সাথে একটি থলে আছে। তাতে আমি আমার পাথেয় রেখেছি...

একটি থালা আছে। তাতে আমি আহার করি। তা দ্বারা মাথা ও কাপড় ধৌত করি...

আর ওজু ও পান করার জন্য পানিভরা একটি মশক আছে ...

তারপর বললেন, হে আমীরুল মু'মিনীন! গোটা দুনিয়া আমার এই আসবাবের অনুগামী ও অতিরিক্ত। আমার ও আমাকে ছাড়া অন্য কারো তার কোন প্রয়োজন নেই।

হযরত উমর রাযি. বললেন, তুমি কি হেঁটে এসেছো?

হযরত উমাইর রাযি. বললেন, হ্যাঁ, হে আমীরুল মু'মিনীন!

হযরত উমর রাযি. বললেন, প্রশাসন থেকে কি তোমাকে কোন বাহন দেয়া হয়নি, যাতে তুমি আরোহন করবে?!

হযরত উমাইর রাযি. বললেন, তারা আমাকে দেয়নি আর আমিও চাইনি।

হযরত উমর রাযি. বললেন, বাইতুল মালের যে সম্পদ তুমি নিয়ে এসেছো তা কোথায়?

হযরত উমাইর রাযি. বললেন, আমিতো কিছু নিয়ে আসিনি।

হযরত উমর রাযি. বললেন, কেন নিয়ে এসো নি?

হযরত উমাইর রাযি. বললেন, আমি হিমসে পৌঁছে সেখানের সৎকর্মপরায়ন লোকদের একত্রিত করলাম। তাঁদেরকে খেরাজ জমা করার দায়িত্ব দিলাম। তাই তারা যখনই খেরাজের কিছু জমা করতো আমি সে ব্যাপারে তাঁদের সাথে পরামর্শ করতাম এবং উপযুক্ত ক্ষেত্রে তা ব্যয় করতাম। তাদের হকদারদের মাঝেই তা খরচ করতাম।

তখন হযরত উমর রাযি. তাঁর সচিবকে বললেন, হিমসের প্রশাসনিক পদটি আবার নতুন করে উমাইরের জন্য লিখে দাও।

হযরত উমাইর রাযি. বললেন, সে তো অসম্ভব... তা এমন একটি পদ যা আমি চাই না। হে আমীরুল মু'মিনীন! আমি আপনার বা আপনার পর অন্য কারো পক্ষ থেকে সে কাজ করব না।

তারপর মদীনার পাশ্ববর্তী এক পল্লীতে বসবাসরত তাঁর পরিজনের নিকট যাওয়ার অনুমতি চাইলেন। তখন হযরত উমর রাযি. তাঁকে অনুমতি দিলেন।

*** *** ***

হযরত উমাইর রাযি. তাঁর পল্লীতে ফিরে যাওয়ার পর কিছুক্ষণ পর হযরত উমর রাযি. তাঁকে পরীক্ষা করতে চাইলেন। তাঁর ব্যাপারে আরো নিশ্চিত হতে চাইলেন। তাই তাঁর এক বিশ্বস্ত ব্যক্তি হারেসকে বললেন, হে হারেস ! তুমি উমাইর ইবনে সা'দের নিকট যাও । মেহমানের মত তাঁর বাড়িতে ওঠ । যদি প্রাচুর্যের আলামত দেখতে পাও তাহলে যেভাবে গিয়েছিলে সেভাবেই ফিরে আসবে ।

আর যদি অসচ্ছল অবস্থা দেখতে পাও তাহলে এই দিনারগুলো দিয়ে আসবে । তাকে দিনারে ভরা একটি থলে দিয়ে দিলেন।

*** *** ***

হারেস চলতে চলতে হযরত উমাইর ইবনে সা'দের পল্লীতে গিয়ে পৌছল। লোকদের তাঁর কথা জিজ্ঞেস করলে তারা তাঁকে দেখিয়ে দিল । তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করে বলল, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ ।

হযরত উমাইর রাযি. বললেন, ওয়া আলাইকুমুস সালাম ওয়ারাহমাতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহু । আপনি কোথা থেকে এসেছেন ?

হারেস বললেন, মদীনা থেকে।

হযরত উমাইর রাযি. বললেন, মুসলমানদের কী অবস্থায় রেখে এলেন?

হারেস বললেন, ভাল অবস্থায়।

হযরত উমাইর রাযি. বললেন, আমীরুল মু'মিনীন কেমন আছেন? হারেছ বললেন, ভাল ও সুস্থ আছেন।

হযরত উমাইর রাযি. বললেন, তিনি কি হুদূদ কায়েম করেন না?

হারেস বললেন, হ্যাঁ, তিনিতো তাঁর এক ছেলেকে অশ্লীল কাজ করার কারণে বেত্রাঘাত করেছেন। সে আঘাতে সে মারা গেছে।

হযরত উমাইর রাযি. বললেন, হে আল্লাহ! উমরকে সাহায্য করুন। আর আমিতো জানি হযরত উমর রাযি. তোমাকে খুব ভালবাসেন।

হারেস তিন দিন উমাইর ইবনে সা'দের আতিথেয়তায় রইলেন। প্রত্যহ রাতে তিনি তাঁকে যবের একটি রুটি দিতেন।

তৃতীয় দিনে গোত্রের এক ব্যক্তি হারেসকে বলল, তুমিতো উমাইর ও তাঁর পরিবারের লোকদের বেশ কষ্ট দিয়েছো। এই রুটি ছাড়াতো তাঁদের আর কিছুই নেই যা তাঁরা প্রাধান্য দিয়ে তোমাকে দিয়ে দিয়েছে। ক্ষুধা আর কষ্ট তাঁদের বেশ ক্ষতি করে ফেলেছে।

যদি তুমি তাদের ছেড়ে আমার নিকট আসতে চাও, তাহলে আসতে পার।

*** *** ***

তখন হারেস দিনারগুলো বের করে উমাইরকে দিলেন।

হযরত উমাইর রাযি. বললেন, এগুলো কী?!!

হারেস বললেন, আমীরুল মু'মিনীন এগুলো আপনার জন্য পাঠিয়েছেন।

হযরত উমাইর রাযি. বললেন, এগুলো তাঁর নিকট ফিরিয়ে নিয়ে যাও এবং তাঁকে আমার সালাম জানিয়ে বল, উমাইরের এগুলোর কোন প্রয়োজন নেই।

তাঁর স্ত্রী তখন তাঁদের কথা শুনছিলেন। তিনি উঁচু স্বরে বললেন, হে উমাইর! তা নিয়ে নাও। যদি প্রয়োজন হয় খরচ করবে। অন্যথায় তা যথাস্থানে ব্যয় করবে। এখানে তো অনেক মুহতাজ ব্যক্তি রয়েছে।

হারেস তাঁর কথা শুনে দিনারগুলো উমাইরের সামনে রেখে চলে গেলেন। হযরত উমাইর রাযি. তা নিয়ে ছোট ছোট কতগুলো থলেতে রাখলেন এবং সে রাতেই তা মুহতাজ ব্যক্তিদের মাঝে বন্টন করে দিলেন। তাঁদের মাঝে তিনি শহীদদের সন্তানদের প্রাধান্য দিলেন।

*** *** ***

হারেস মদীনায় ফিরে এলেন। হযরত উমর রাযি. তাঁকে বললেন, হে হারেস! তুমি কী দেখে এলে?

হারেস বললেন, হে আমীরুল মুমিনীন! খুব করুণ অবস্থা দেখে এসেছি।

হযরত উমর রাযি. বললেন, তুমি কি তাঁকে দিনারগুলো দিয়ে এসেছো?

হারেস বললেন, হ্যাঁ, হে আমীরুল মুমিনীন!

হযরত উমর রাযি. বললেন, তিনি তা কী করেছেন?!

হারেস বললেন, জানি না, তবে আমার ধারণা, তিনি নিজের জন্য একটি দেরহামও রাখবেন না।

তখন হযরত উমর ফারুক রাযি. হযরত উমাইর রাযি. এর নিকট পত্র লিখে বললেন, তোমার নিকট আমার এ পত্র পৌঁছা মাত্র পত্রটি হাত থেকে না রেখেই আমার নিকট চলে এসো।

*** *** ***

হযরত উমাইর ইবনে সা'দ রাযি. মদীনার অভিমুখী হলেন এবং আমীরুল মু'মিনীনের নিকট প্রবেশ করলেন। হযরত উমর রাযি. তাঁকে শুভেচ্ছা স্বাগত জানালেন। পাশে বসিয়ে বললেন, হে উমাইর! দিনারগুলো কী করেছো?!

হযরত উমাইর রাযি. বললেন, হে উমর! আমাকে তা দিয়ে দেয়ার পর তো তোমার বলার কিছু থাকে না !!!

হযরত উমর রাযি. বললেন, আমি তোমাকে কসম দিয়ে বলছি, তুমি তা কী করছো আমাকে তা বল।

হযরত উমাইর রাযি. বললেন, আমি তা আমার জন্য সঞ্চয় করে রেখেছি। এমন একদিন তা দিয়ে উপকৃত হব; যেদিন ধন-সম্পদ, সন্তান-সন্ততি উপকার করবে না...

তখন হযরত উমর রাযি. এর দু'চোখ অশ্রুসজল হয়ে উঠল। তিনি বললেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, তুমি তাঁদের অর্ন্তভুক্ত যাঁরা নিজেদের প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও অন্যদেরকে নিজেদের উপর প্রাধান্য দেয়... তারপর তিনি তাঁকে এক ওসাক খাবার ও দু'টি কাপড় দিয়ে দেয়ার নির্দেশ দিলেন।

তখন হযরত উমাইর রাযি. বললেন, হে আমীরুল মুমিনীন! খাবারের কোন প্রয়োজন আমার নেই। আমি পরিজনের নিকট দু'সা খাবার রেখে এসেছি। সেগুলো খেয়ে শেষ করলে ইনশাআল্লাহ্ আল্লাহ্ খাবারের ব্যবস্থা করবেন।...

আর কাপড় দু'টি স্ত্রীর জন্য নিয়ে যাব । তার কাপড় পুরাতন হয়ে গেছে। আর সে প্রায় বিবস্ত্র হয়ে গেছে।

*** *** ***

হযরত উমর ফারুক রাযি. ও তাঁর সাথী উমাইরের সাথে সেই সাক্ষাতের পর বেশী দিন গেল না। ইতিমধ্যে আল্লাহ্ তা'আলা উমাইর ইবনে সা'দ রাযি. কে দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর তাঁর নবী ও তাঁর চোখের শীতলতা মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে মিলিত হওয়ার অনুমতি দিলেন। হযরত উমাইর রাযি. আখেরাতের পথে প্রশান্ত চিত্তে, মজবুত পদবিক্ষেপে রওনা হলেন। দুনিয়ার কোন বোঝা তাঁর কাঁধকে ভারাক্রান্ত করেনি। দুনিয়ার কোন ভারি বস্তু তাঁর পিঠকে ক্লান্ত করেনি...

তিনি সাথে করে শুধু নূর, হিদায়াত, তাকওয়া ও পরহেযগারী নিয়েই রওনা হলেন

হযরত উমর ফারুক রাযি.-এর নিকট তাঁর মৃত্যু সংবাদ পৌঁছলে দুঃখ-বেদনা তাঁকে আচ্ছন্ন করল, কষ্ট-যাতনা তাঁর হৃদয়কে নিংড়াল। বললেন,

لَكَمْ وَدِدْتُ أَنَّ لِي رِجَالاً مِثْلَ عُمَيْرِبْنَ سَعْدٍ لأَسْتَعِيْنَ بِهِمْ فِي أَعْمَالِ الْمُسْلِمِيْنَ

আমি কতোই না চেয়েছি , যদি আমি উমাইর ইবনে সা'দের মত কিছু লোক পেতাম তাহলে তাদের মাধ্যমে প্রশাসনিক কাজে সাহায্য-সহযোগিতা নিতাম।

*** *** ***

আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তাঁকে সন্তুষ্ট করেছেন...

তিনি লোকদের মাঝে এক অন্যন্য চরিত্রের ব্যক্তিত্ব ছিলেন...

তিনি মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহ (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর বিদ্যাপিঠের এক উঁচু স্তরের ছাত্র ছিলেন...

হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আউফ রাযি.

بَارَكَ اللّٰهُ لَكَ فِيماَ أَعْطَيْتَ

وَ بَارَكَ اللّٰهُ لَكَ فِيماَ أَمْسَكْتَ

তুমি যা প্রদান করেছো আল্লাহ তাতে বরকত দান করুন।

আর তুমি যা প্রদান করনি আল্লাহ তাতেও বরকত দান করুন।

...রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দু'আ

হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আউফ রাযি.

তিনি ইসলাম ধর্ম গ্রহণে অগ্রগামী আট ব্যক্তির একজন ...

তিনি জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত দশজনের একজন...

হযরত উমর ফারুক রাযি. এর শাহাদাতের পর খলীফা নির্বাচনের দিবসে মজলিসে শূরার ছয় জনের তিনি একজন...

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসলমানদের মাঝে জীবিত থাকা সত্ত্বেও মদীনায় যাঁরা ফতোয়া দিতেন সেই ক্ষুদ্র দলের তিনি একজন...

জাহেলী যুগে তাঁর নাম ছিল আবদে আমর। ইসলাম গ্রহণ করার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর নাম রাখলেন আব্দুর রহমান।

তিনিই হলেন হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আউফ রাযি.।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরকামের গৃহে প্রবেশের পূর্বে হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আউফ রাযি. ইসলাম গ্রহণ করেন। আর তা ছিল হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাযি.-এর ইসলাম গ্রহণের দু'দিন পরের ঘটনা।

ইসলামের সূচনালগ্নের মুসলমানগণ যে নির্যাতন নিপীড়ন সহ্য করেছেন হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আউফ রাযি.ও আল্লাহর পথে তা সহ্য করেছেন। তিনি ধৈর্য ধারণ করেছেন। যেমন তাঁরা ধৈর্য ধারণ করেছেন। তিনি অবিচল থেকেছেন। যেমন তাঁরা অবিচল থেকেছেন। তিনি সত্যিকারে ইসলাম গ্রহণ করেছেন। যেমন তারা সত্যিকারে ইসলাম গ্রহণ করেছেন। অবশেষে তিনি তাঁর দীন নিয়ে হাবশায় পালিয়ে গেছেন যেমনিভাবে তাঁদের অনেকে দীন নিয়ে পালিয়ে গেছেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরামকে মদীনায় হিজরতের অনুমতি দেয়া হলে হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আউফ

রাযি. মুহাজিরদের অগ্রগামী দলের সাথে ছিলেন যাঁরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের জন্য হিজরত করেছিলেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আনসার ও মুহাজিরদের মাঝে ভ্রাতৃত্ব সম্পর্ক স্থাপন করলে তাঁর মাঝে ও সা'আদ ইবনে রবী আনসারী রাযি. এর মাঝে ভ্রাতৃত্ব সম্পর্ক স্থাপন করেন। তখন সা'দ তাঁর ভাই হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আউফ রাযি. কে বললেন,

"হে ভাই! আমি মদীনাবাসীদের মাঝে অধিক সম্পদের অধিকারী। আমার দু'টি বাগান আছে। দু'জন স্ত্রী আছে। সুতরাং দেখ কোন্ বাগানটি তোমার অধিক পসন্দ, আমি তা তোমাকে দিয়ে দিব। আমার কোন স্ত্রী তোমার নিকট অধিক পছন্দনীয়া আমি তাকে তোমার জন্য তালাক দিয়ে দিব।

হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আউফ রাযি. তাঁর আনসারী ভাইকে বললেন, আল্লাহ তোমার ধনসম্পদ ও পরিজনে বরকত দান করুন...

তুমি শুধু আমাকে বাজার দেখিয়ে দাও। তখন তিনি তাঁকে বাজার দেখিয়ে দিলেন। আর তিনি ব্যবসা করতে লাগলেন। ক্রয় করেন। বিক্রয় করেন। লাভবান হন। এভাবে ব্যবসা করতে লাগলেন।

এভাবে কিছুদিন যেতে না যেতেই তাঁর নিকট মহরের টাকা জমা হল। তিনি তখন বিয়ে করলেন। গায়ে সুগন্ধি মেখে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এলেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হে আব্দুর রহমান! কী হল?

তিনি বললেন, আমি বিয়ে করেছি।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি তোমার স্ত্রীকে কী মহর দিয়েছো?

তিনি বললেন, এক নাওয়াত পরিমাণ স্বর্ণ।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,একটি বকরি দিয়ে হলেও ওয়ালিমা করে নাও। আল্লাহ তা'আলা তোমার ধনসম্পদে বরকত দান করুন...

হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আউফ রাযি. বলেন, তখন থেকে দুনিয়া আমার অভিমুখী হল। আমি দেখলাম, যদি আমি পাথর তুলি তাহলে আশা করি, তার নিচে স্বর্ণ অথবা চাঁদি পাব।

*** *** ***

বদরের যুদ্ধে হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আউফ রাযি. আল্লাহর জন্য যথাযথ যুদ্ধ করলেন। তিনি আল্লাহর শত্রু উমাইর ইবনে উসমানকে হত্যা করলেন।

উহুদের যুদ্ধে তিনি অবিচল রইলেন যখন পা সমূহ প্রকম্পিত হয়েছিল। তিনি অটল দাঁড়িয়ে রইলেন যখন পরাজিতরা পালিয়ে গেল। বিশের অধিক ক্ষত নিয়ে তিনি রণাঙ্গন থেকে বেরিয়ে এলেন। কিছু ক্ষত এতো গভীর যে তাতে হাত ঢুকে যায়।

কিন্তু হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আউফ রাযি.-এর স্বশরীরে জিহাদে অংশ গ্রহণকে তুচ্ছ মনে করা হয় যখন তাকে তাঁর মালের জিহাদের সাথে তা তুলনা করা হয়।

ঐতো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদল সাহাবীকে জিহাদে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত করছেন, তাই তিনি সাহাবীদের মাঝে দাঁড়িয়ে বললেন, তোমরা আল্লাহর পথে ব্যয় কর, আমি একদল মুজাহিদকে জিহাদে পাঠানোর ইচ্ছে করেছি।

তখন হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আউফ রাযি. বাড়িতে গেলেন এবং দ্রুত ফিরে এলেন। বললেন, ইয়া রাসুলুল্লাহ! আমার চার হাজার দেরহাম আছে।

আমি তা থেকে দু'হাজার আমার রবকে দিচ্ছি আর দু'হাজার আমার পরিজনের জন্য রেখে এসেছি।

তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,

بَارَكَ اللّٰهُ لَكَ فيماَ أَعْطَيْتَ

وَ بَارَكَ اللّٰهُ لَكَ فِيماَ أَمْسَكْتَ

তুমি যা প্রদান করেছো আল্লাহ তাতে বরকত দান করুন। আর তুমি যা প্রদান করনি আল্লাহ তাতেও বরকত দান করুন।

*** *** ***

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন তাবূক যুদ্ধের ইচ্ছে করলেন, আর এটা ছিল তাঁর জীবনের শেষ যুদ্ধ, তখন অর্থ বলের চেয়ে লোক বলের প্রয়োজন কম ছিল না। কারণ রোমান বাহিনীর লোকসংখ্যা অগণিত আর অস্ত্র অপরিসীম। মদীনায় এবৎসরটি ছিল দুর্ভিক্ষের বৎসর। দীর্ঘ সফর। পাথেয় স্বল্প। বাহনজন্তু একেবারেই স্বল্প। পরিস্থিতি এমন যে, একদল মু'মিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বেদনাবিধুর কণ্ঠে তাদেরকে তাঁর সাথে নেয়ার জন্য আবেদন করল। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের ফিরিয়ে দিলেন। কারণ তিনি তাদের বহন করে নেয়ার জন্য কোন বাহন পাননি। তাই তারা অশ্রুসজল চোখে ফিরে গেল। তাদের দুঃখ, তারা তাদের বহন করে নেয়ার কিছু পায়নি। তাই তাঁদেরকে "অধিক ক্রন্দনকারী"নামে অভিহিত করা হয়। আর বাহিনীর নাম রাখা হয়

جيش العسرة অর্থাৎ দূর্দশাকালীন সময়ের বাহিনী।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীদের আল্লাহর পথে ব্যয় করতে ও আল্লাহর নিকট তার পূণ্যের আশা করতে নির্দেশ দিলেন। তখন মুসলমানগণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আহবানে সাড়া দিতে শুরু করলেন। হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আউফ রাযি. আল্লাহর পথে ব্যয়কারীদের অগ্রগামী ছিলেন। তিনি দুই শত উকিয়া দান করলেন। হযরত উমর ইবনে খাত্তাব রাযি. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললেন, আমি মনে করছি, আব্দুর রহমান ইবনে আউফ পাপই করছে। পরিবারের জন্য কিছুই রেখে আসেনি...

তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হে আব্দুর রহমান! তুমি কি তোমার পরিজনের জন্য কিছু রেখে এসেছো?

হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আউফ রাযি. বললেন, হ্যাঁ...আমি যা খরচ করেছি তার চেয়ে অধিক ও পবিত্র সম্পদ তাদের জন্য রেখে এসেছি।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, কত রেখে এসেছো?

হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আউফ রাযি. বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যে রিযিক, কল্যাণ ও পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তা রেখে এসেছি।

*** *** ***

মুজাহিদ বাহিনী তাবূকের পথে রওনা হয়ে গেল। তখন আল্লাহ তা'আলা হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আউফ রাযি. কে এমন এক বিষয় দ্বারা সম্মানিত করলেন যা দ্বারা মুসলমানদের কাউকে সম্মানিত করেন নি। নামাযের সময় হয়ে গেছে, অথচ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনুপস্থিত। তখন হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আউফ রাযি. ইমাম হয়ে মুসলমানদের নামায পড়াতে লাগলেন। প্রথম রাকাত শেষ করবেন করবেন অবস্থা ঠিক তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এসে মুসুল্লিদের সাথে মিলিত হলেন। হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আউফ রাযি.-এর ইকতেদা করে তাঁর পিছনে নামায পড়লেন...

এরচে' বড় মর্যাদা আর অধিক শ্রেষ্ঠত্ব কী হতে পারে যে, কেউ সৃষ্টির সর্দার ইমামুল আম্বিয়া মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইমাম হবে!

*** *** ***

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইনতেকালের পর হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আউফ রাযি. উম্মাহাতুল মু'মিনীন রাযি.-এর কল্যাণকর বিষয়সমূহ আঞ্জাম দিতে লাগলেন। তিনি তাঁদের প্রয়োজনসমূহ

পূরণ করতেন। তাঁরা বাইরে গেলে তিনি তাঁদের সাথে যেতেন। তাঁরা হজ্জ করলে তিনি তাঁদের সাথে হজ্জ করতেন। তাঁদের হাওদার উপর চাদর বিছিয়ে দিতেন। তাঁদেরকে আনন্দ দেয় এমন স্থানসমূহে তাঁদের নিয়ে যাত্রা বিরতি করতেন। এটা হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আউফ রাযি.-এর এমন একটি গর্বের বিষয় আর তাঁর প্রতি উম্মাহাতুল ম'মিনীনের এমন একটি আস্থার বিষয় যা নিয়ে তিনি গর্ব ও অহংকার করতে পারেন।

*** *** ***

মুসলমানদের প্রতি ও উম্মাহাতুল মুমিনীনের প্রতি হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আউফ রাযি.-এর সদাচরণ এমন এক পর্যায়ে পৌঁছল যে, একদা তিনি তাঁর একটি জমি চল্লিশ হাজার দিনারে বিক্রয় করলেন। তারপর তা বনু জুহরা, দরিদ্র মুসলমান ও মুহাজির এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রীদের মাঝে বন্টন করে দিলেন। উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা রাযি.-এর নিকট সেই অর্থ থেকে তাঁর জন্য নির্ধারিত অংশটুকু পৌঁছলে তিনি বললেন,

কে এ অর্থ প্রেরণ করেছেন ?

উত্তরে বলা হল, আব্দুর রহমান ইবনে আউফ

তখন হযরত আয়েশা রাযি. বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

لاَ يَحْنُو عَلَيْكُنَّ مِنْ بَعْدِي إِلا الصَّابِرُونَ

আমার পর শুধুমাত্র ধৈর্যশীল ব্যক্তিরাই তোমাদের সাথে সদাচরণ করবে।

*** *** ***

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দু'আ কবুল হল। হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আউফ রাযি.-এর সম্পদে বরকত হল। তাঁর ব্যবসা বৃদ্ধি পেতে লাগল। উৎকর্ষ পেতে লাগল। তাঁর ব্যবসার কাফেলা মদীনাবাসীদের জন্য গম, আটা, তেল, কাপড়, পাত্র, সুগন্ধি ও প্রয়োজনীয় অন্যান্য বস্তুসমূহ বহন করে মদীনায় নিয়ে আসতে লাগল।

আর মদীনাবাসীদের উৎপাদিত বস্তুসমূহ তাদের প্রয়োজন পূরণের পর যা বেশী হত তা তাঁর কাফেলা বহন করে নিয়ে যেত।

*** *** ***

একদা মদীনায় হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আউফ রাযি.-এর ব্যবসায়িক এক কাফেলা এল। পণ্যদ্রব্য বোঝাই সাতশত বাহন ছিল সেই কাফেলায়...

হ্যাঁ, সাতশত বাহন... পিঠে বহন করে আনছে খাদ্যদ্রব্য, আসবাবপত্র, প্রয়োজনীয় আরো অনে-ক কিছু।

কাফেলাটি মদীনায় প্রবেশ করতেই প্রবলভাবে মাটি কেঁপে উঠল। ডাক-চিৎকার ও গুঞ্জনধ্বনি শোনা গেল। তখন হযরত আয়েশা রাযি. বললেন,

এটা কীসের প্রকম্পন?

বলা হল, আবদুর রহমান ইবনে আউফের ব্যবসায়িক কাফেলা এসেছে ...সাতশত উট গম, আটা, ও খাবার নিয়ে এসেছে।

তখন হযরত আয়েশা রাযি. বললেন,

بَارَكَ اللّٰهُ فِيمَا أَعْطَاهُ فِي الدُّنْيَا، وَلَثَوَابُ الْآخِرَةِ أَعْظَمُ

আল্লাহ তা'আলা তাঁকে দুনিয়াতে যা দিয়েছেন তাতে বরকত দান করুন। আর পরকালের সওয়াবতো অতি মহান।

*** *** ***

উটগুলো বসার পূর্বেই সংবাদটি হযরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ রাযি.-এর নিকট পৌঁছল। উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা রাযি.এর কথাটি শুনা মাত্র তিনি দ্রুত হযরত আয়েশা রাযি.-এর নিকট ছুটে এলেন। বললেন,

أُشْهِدُكَ يَا أُمَّه أَنَّ هذه الْعِير جَمِيعَهَا بِأَحْمَالِهَا وَأَقْتَابِهَا وَأَحْلَاسِها فِي سَبِيلِ اللّٰه

হে আম্মা ! আমি আপনাকে স্বাক্ষী করে বলছি, এই পুরো কাফেলাটি তার বোঝা, হাওদা ও হাওদার নিচে বিছানো কাপড়সহ আল্লাহর রাস্তায় দান করলাম।

*** *** ***

হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আউফ রাযি.-এর জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বরকতের দু'আ আজীবন তাঁকে ছায়াপাত করল। এমনকি তিনি সাহাবীদের মাঝে সবচেয়ে ধনী হয়ে গেলেন। সবচেয়ে বেশী সম্পদশালী হয়ে গেলেন... কিন্তু হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আউফ রাযি. সে সব সম্পদ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সন্তুষ্টির ক্ষেত্রে ব্যয় করলেন। তাই তিনি তা দু'হাতে ডানে-বামে, গোপনে-প্রকাশ্যে খরচ করতেন... একদা চল্লিশ হাজার দেরহাম দান করলেন। তারপর চল্লিশ হাজার দিনার দান করলেন...

তারপর দু'শত উকিয়া স্বর্ণ দান করলেন

তারপর আল্লাহর পথে জিহাদে রত মুজাহিদদেরকে পাঁচশত অশ্ব দান করলেন। তারপর আরেক দল মুজাহিদকে দেড় হাজার বাহন দান করলেন।

মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এলে হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আউফ রাযি. তাঁর দাসদাসীদের মধ্য হতে অনেককে মুক্ত করে দিলেন।

বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী জীবিত সাহাবীদের প্রত্যেকে চারশত দিনার প্রদানের অসীয়ত করেন। সবাই তা গ্রহণ করেন আর তখন তাঁদের সংখ্যা একশত ছিল।

উম্মাহাতুল মু'মিনীনদের প্রত্যেকের জন্য প্রচুর সম্পদের অসীয়ত করেন। ফলে উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা রাযি. প্রায় দু'আ করে বলতেন,

سَقَاهُ اللّٰهُ مِنْ مَاءِ السَّلْسَبِيْل

আল্লাহ তাঁকে জান্নাতের সালসাবিল ঝরণার পানি পান করান...

এসব কিছুর পরও তিনি তাঁর উত্তরাধিকারীদের জন্য এতো সম্পদ রেখে গেছেন যা গণনা করা প্রায় অসম্ভব...

তিনি এক হাজার উট, একশত ঘোড়া, তিন হাজার বকরী রেখে গেছেন। তাঁর চারজন স্ত্রী ছিল। তাই তাঁদের প্রত্যেকের আট ভাগের এক চতুর্থাংশের পরিমাণ হয়েছিল আশি হাজার।

আর তিনি যে স্বর্ণ ও চাঁদি রেখে গেছেন তা উত্তরাধিকারীদের মাঝে কুঠার দ্বারা কেটে ভাগ করা হয়েছে। ফলে তা কাটতে গিয়ে লোকদের হাতে দাগ পড়ে গেছে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সম্পদ বৃদ্ধির জন্য যে দু'আ করেছিলেন তার বরকতেই এ সব কিছু হয়েছে।

*** *** ***

এ সব সম্পদ কিন্তু হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আউফ রাযি. কে ফেতনায় ফেলতে পারে নি। তাঁকে পরিবর্তন করতে পারল না। তাই লোকেরা তাঁর গোলাম-বাদীদের মাঝে দেখলে তাঁকে পার্থক্য করতে পারত না।

একদা তিনি রোযা রেখেছিলেন। তখন তাঁর নিকট খাবার আনা হলে তিনি বললেন,

হযরত মুস'আব ইবনে উমাইর রাযি. শহীদ হলেন আর তিনি আমার চেয়ে অনেক শ্রেষ্ঠ ছিলেন। আমরা তাঁর জন্য এমন একটি কাফন খুঁজে পেলাম তা দ্বারা তাঁর মাথা যদি ডাকা হয় তাহলে পা উন্মুক্ত হয়ে যায়, আর পা ডাকা হলে মাথা উন্মুক্ত হয়ে যায়।

তারপর আল্লাহ তা'আলা আমাদের জন্য দুনিয়াকে অত্যন্ত প্রশস্ত করলেন।

তাই আমাদের পূণ্যের সওয়াব সত্বর দিয়ে দেয়া হল কি না, আমি তার ভয় পাচ্ছি ...

তারপর তিনি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলেন। অবশেষে খাবার ত্যাগ করলেন।

*** *** ***

হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আউফ রাযি.-এর জন্য সৌভাগ্য ও হাজারো ঈর্ষা...

চির সত্যবাদী ও সত্যায়িত মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছেন।

তাঁর মৃতদেহকে তাঁর শেষ শয্যায় বহন করে নিয়ে গেছেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মামা হযরত সা'আদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস রাযি.

আর তাঁর জানাযার নামায পড়িয়েছেন যূননুরাইন হযরত উসমান ইবনে আফ্ফান রাযি.।

আর তাঁর শবদেহের পশ্চাতে পশ্চাতে গিয়েছেন হযরত আলী ইবনে আবু তালেব কার্‌রামাল্লাহু ওজ্‌হাহু। আর বলেছেন,

اذْهَبْ فَقَدْ أَدْرَكْتَ صَفْوَهَا وَسَبَقْتَ زَيْفَهَا يَرْحَمُكَ اللّٰهُ

আপনি নিশ্চিন্তে পরপারে চলে যান, কারণ আপনি এ উম্মতের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের পেয়েছেন, আর এ উম্মতের দোষযুক্ত মানুষদের অগ্রগামী হয়েছেন। আল্লাহ আপনার উপর রহম করুন।

হযরত জা‘ফর ইবনে আবু তালেব রাযি.

لَقَدْ رَأَيْتُ جَعْفَرًا فِي الجَنَّــة لَهُ جَنَاحَانَ مُضَرَّجَان بالدِّمَــاء وَهُوَ مَصبُوغُ القَوَادِمِ

আমি জা‘ফর ইবনে আবু তালেবকে জান্নাতে দেখেছি ,তাঁর ডানা দু‘টি রক্তে রঞ্জিত আর তাঁর পালকগুলো রক্তে লাল।

আল হাদীস...

হযরত জা'ফর ইবনে আবু তালেব রাযি.

আবদে মানাফের সন্তানদের মাঝে পাঁচজন ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অধিক সাদৃশ্যময় ছিল। এমনকি দুর্বল দৃষ্টির লোকেরা প্রায়ই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাদের মাঝে পার্থক্য করতে ভুল করত।

এবার সন্দেহ নেই যে, তুমি সেই পাঁচজন ব্যক্তিকে চিনতে চাইবে যারা তোমার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সাদৃশ্য রাখত। এসো আমরা তাদের চিনিয়ে দেই।

তারা হলেন আবু সুফিয়ান ইবনে হারেস ইবনে আব্দুল মুত্তালিব। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাচাত ভাই এবং তাঁর দুধভাই।

কুসাম ইবনে আব্বাস ইবনে আব্দুল মুত্তালিব। তিনিও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাচাত ভাই।

সায়েব ইবনে ওবায়েদ ইবনে আবদে ইয়াযিদ ইবনে হাশেম। তিনি ইমাম শাফেয়ী রহ. এর দাদা।

হাসান ইবনে আলী রাযি.। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দৌহিত্র। পাঁচজনের মাঝে তিনি ছিলেন রাসূলের সাথে সবচেয়ে বেশী সাদৃশ্যময়।

পঞ্চম জন হলেন জা'ফর ইবনে আবু তালেব রাযি.। আমীরুল মুমিনীন আলী ইবনে আবু তালেব রাযি.-এর আপন ভাই।

এসো, আমরা তোমাদের নিকট হযরত জা'ফর রাযি.-এর জীবনের কিছু চিত্র বর্ণনা করি।

***   ***   ***

আবু তালেব কুরাইশের মাঝে উঁচু মর্যাদা ও সম্মানের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও অধিক সন্তানের অধিকারী ও অভাবী ছিলেন।

কুরাইশের উপর আপতিত সেই দুর্ভিক্ষের কারণে তাঁর অবস্থা আরো শোচনীয় হয়ে গেল। যে দুর্ভিক্ষে ফসল আর গবাদিপশু ধ্বংস হয়ে গেল। মানুষকে জীর্ণ হাড় খেতে বাধ্য করল।

সে সময়ে বনু হাশেমের মাঝে মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর চাচা আব্বাসের চেয়ে সচ্ছল আর কেউ ছিল না।

তাই মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর চাচা আব্বাসকে বললেন, হে চাচা! আপনার ভাই আবু তালেবের সন্তান সন্ততি অনেক। দুর্ভিক্ষের ভয়াবহতা ও ক্ষুধার জ্বালা যা লোকদের পেয়ে বসেছে তা আপনি দেখছেন। সুতরাং চলুন আমরা তার নিকট যাই। আমরা তাঁর কয়েকজন সন্তানের দায়িত্ব নেব। আমি তাঁর এক ছেলেকে নিব আর আপনি তাঁর আরেক ছেলেকে নিবেন। আমরা এ দু'জনের প্রয়োজন মিটানোর জন্য যথেষ্ট হয়ে যাব।

আব্বাস রাযি. বললেন, তুমিতো আমাকে কল্যাণের দিকে আহবান করলে। পূণ্যের কাজে উৎসাহিত করলে।

তারপর তাঁরা আবু তালেবের নিকট গেলেন। তাঁকে বললেন, পরিবার পরিজনের প্রতিপালনের যে বোঝা আপনি বহন করছেন আমরা তা কিছুটা লাঘব করতে চাচ্ছি। মারাত্মক এ দুর্ভিক্ষ দূর হওয়া পর্যন্ত আমরা তা বহন করব।

তিনি তাঁদের বললেন, তোমরা আকীলকে আমার জন্য রেখে যা ইচ্ছে তা কর...

মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলীকে গ্রহণ করলেন। তাকে তাঁর পরিজনের সাথে মিশিয়ে নিলেন। আর হযরত আব্বাস রাযি. হযরত জা'ফরকে নিলেন। তাকে তাঁর পরিজনের অন্তর্ভূক্ত করে নিলেন।

এরপর হযরত আলী রাযি. মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে রইলেন। ইতিমধ্যে আল্লাহ তা'আলা তাঁকে সত্য ও হিদায়াতের দীনসহ প্রেরণ করলেন। তাই যুবকদের মধ্যে তিনিই সর্ব প্রথম ঈমান আনলেন।

হযরত জা'ফর তার চাচা হযরত আব্বাস রাযি.-এর সাথে রইলেন। ইতিমধ্যে যুবক হলেন, ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলেন এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ হলেন।

*** *** ***

হযরত জা'ফর ইবনে আবু তালেব ও তাঁর স্ত্রী আসমা বিনতে উমাইস পথের শুরু থেকেই নূরের কাফেলায় মিলিত হলেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরকামের গৃহে প্রবেশের পূবেই তাঁরা হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাযি.-এর হাতে ইসলাম গ্রহণ করেন।

প্রথমে ইসলাম গ্রহণকারী মুসলমানগণ কুরাইশের যে নির্যাতন ও নিপীড়নের শিকার হয়েছেন হাশেমী যুবক ও তাঁর স্ত্রীর তা হল। ফলে তাঁরা সেই নির্যাতন সহ্য করলেন। কারণ তাঁরা জানতেন, জান্নাতের পথ কন্টকাকীর্ণ পথ, বিপদাপদে ঘেরা পথ। কিন্তু যে বিষয়টি তাঁদের কষ্ট দিত ও তাঁদের মুসলিম ভাইদের ব্যথিত করত তা হল, ইসলামী বিধান আদায়ের ক্ষেত্রে তাঁদের মাঝে অন্তরায় সৃষ্টি করা আর ইবাদতের স্বাদ আস্বাদন করা থেকে তাঁদের বঞ্চিত করা। কুরাইশরা সব ক্ষেত্রেই ওঁৎ পেতে থাকত এবং তাঁদের নির্যাতনের জন্য শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থায় অপেক্ষা করত।

তখন হযরত জা'ফর ইবনে আবু তালেব রাযি. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট নিজ স্ত্রী ও একদল সাহাবীকে নিয়ে হাবশায় হিজরতের অনুমতি প্রার্থনা করলেন। ব্যথিত ও ভারাক্রান্ত হৃদয়ে তিনি তাঁদের অনুমতি প্রদান করলেন।

'আমাদের রব আল্লাহ' এ কথা বলা ব্যতীত অন্য কোন অপরাধ ছাড়াই পূণ্যময় পবিত্র সাহাবীদের স্বদেশ ত্যাগে এবং যৌবন ও শৈশবের বিচরণক্ষেত্র ত্যাগে উৎসাহিত করা রাসূলের নিকট বড়ই কষ্টদায়ক ছিল।

কিন্তু তাঁর নিকট এতো শক্তি ও সামর্থ ছিল না যা দ্বারা তিনি কুরাইশের নির্যাতন ও নিপীড়নকে প্রতিহত করবেন।

*** *** ***

প্রথম মুহাজিরদের দলটি হাবশায় চলে গেলেন। তাঁদের নেতৃত্বে রয়েছেন হযরত জা'ফর ইবনে আবু তালেব রাযি.। হাবশার ন্যায়পরায়ন ও সৎকর্মপরায়ন বাদশা নাজ্জাশীর আশ্রয়ে তাঁরা অবস্থান করলেন।

ইসলাম গ্রহণ করার পর প্রথমবার তাঁরা নিরাপত্তার স্বাদ উপভোগ করলেন। তাঁদের সৌভাগ্যের সচ্ছলতাকে কোন কিছু মলিন করা ছাড়া, তাঁদের ইবাদতের স্বাদকে কোন কিছু বিস্বাদ করা ছাড়া তাঁরা ইবাদতের স্বাদ উপভোগ করলেন।

কিন্তু কুরাইশের লোকেরা যখনই হাবশায় মুসলমানদের একটি দলের চলে যাওয়ার বিষয়টি জানতে পারল এবং সেখানের বাদশার আশ্রয়ে তাঁদের ধর্ম ও বিশ্বাসের নিরাপত্তার ও প্রশান্ত থাকার বিষয়টি অবহিত হল, তখনই তারা তাঁদের হত্যার বা মহা জেলখানায় ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করতে লাগল।

এসো আমরা হযরত উম্মে সালামা রাযি. কে কথা বলার সুযোগ দেই তিনি আমাদের নিকট বিষয়টি বর্ণনা করবেন যেমন তাঁর দু'চোখ দেখেছে এবং তাঁর দু'কান শুনেছে।

*** *** ***

হযরত উম্মে সালামা রাযি. বলেন,

আমরা হাবশায় অবস্থান করলে সেখানে উত্তম প্রতিবেশী পেলাম। তাই আমরা আমাদের ধর্মের ব্যাপারে নিরাপত্তা পেলাম। আমরা অপছন্দনীয় কোন কিছু শোনা বা নিপীড়িত হওয়া ছাড়া আমাদের রব আল্লাহ তা'লার ইবাদত করতে লাগলাম। কুরাইশের লোকেরা তা শুনতে পেয়ে আমাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করতে লাগল। তারা দু'জন শক্তিশালী ব্যক্তিকে নাজ্জাশীর নিকট পাঠাল। তারা হল, আমর ইবনে আস ও আব্দুল্লাহ ইবনে আবু রবি'আ। কুরাইশরা নাজ্জাশী ও নাজ্জাশীর ঐ সব পাদ্রীদের জন্য হিজাযের

বহু উপঢৌকন পাঠাল যা তারা পছন্দ করে। তারপর তাদের প্রতিনিধিদ্বয়কে বলে দিল, তারা যেন হাবশার বাদশার সাথে কথা বলার পূর্বেই প্রত্যেক পাদ্রীকে তার উপঢৌকন দিয়ে দেয়।

*** *** ***

হাবশায় পৌঁছে তারা নাজ্জাশীর পাদ্রীদের সাথে সাক্ষাৎ করল। তাদের প্রত্যেককে তাদের উপঢৌকন পৌঁছে দিল। বলল, আমাদের দেশের কিছু নির্বোধ বালক বাদশাহর রাজত্বে এসে অবস্থান করছে। তারা তাদের পিতা ও পূর্বপুরুষদের ধর্ম ত্যাগ করেছে। গোত্রের ঐক্যে ফাটল সৃষ্টি করেছে। সুতরাং আমরা বাদশার সাথে কথা বলার সময় আপনারা তাঁকে পরামর্শ দিবেন, তিনি যেন তাদের ধর্ম সর্ম্পকে জিজ্ঞেস করার পূর্বেই তাদেরকে আমাদের নিকট হস্তান্তর করেন। কারণ তাদের গোত্রের সম্মানিত ব্যক্তিরা তাদের সম্পর্কে অধিক অবহিত। তাদের আকীদা-বিশ্বাস সম্পকে অধিক জ্ঞাত। পাদ্রিরা বলল, হ্যাঁ... তাই হবে।

হযরত উম্মে সালামা রাযি. বলেন, সেখানে আমর ও তার সাথীর নিকট সবচে' অপছন্দনীয় বিষয় ছিল, নাজ্জাসী আমাদের কাউকে ডেকে আমাদের কথা শ্রবণ করা।

*** *** ***

তারপর তারা নাজ্জাশীর নিকট তার উপঢৌকন পেশ করল। নাজ্জাশী উপঢৌকন দেখে বিস্মিত হলেন। হতবাক হলেন। তারপর তাদের সাথে কথা বললেন। তখন তারা বলল,

হে বাদশাহ! আপনার রাজ্যে আমাদের একদল দুষ্ট যুবক আশ্রয় নিয়েছে। তারা এমন এক ধর্ম নিয়ে এসেছে যা আমরা চিনি না , আপনারাও চিনেন না। তারা আমাদের ধর্মে বিভেদ সৃষ্টি করেছে আর আপনাদের ধর্মেও প্রবেশ করেনি...

তাদের গোত্রের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের মধ্য হতে তাদের পিতারা, চাচারা ও গোত্রের অন্যান্য ব্যক্তিরা আমাদেরকে আপনার নিকট পাঠিয়েছেন যেন আপনি তাদের ফেরত পাঠিয়ে দেন। আর তারা যে ফিৎনা সৃষ্টি করেছে সে সম্পর্কে তারা সমধিক জ্ঞাত।

নাজ্জাশী তখন পাদ্রীদের দিকে ফিরে তাকালেন। পাদ্রীরা বলল,

বাদশাহ মহোদয়! তারা সত্য বলেছে... তাদের গোত্রের লোকেরাই তাদের সম্পর্কে অধিক অবহিত। তাদের কর্ম সম্পর্কে অধিক জ্ঞাত। সুতরাং আপনি তাদেরকে তাদের গোত্রের নিকট পাঠিয়ে দিন। তারাই তাদের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিবে। বাদশাহ পাদ্রীদের কথা শুনে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হলেন এবং বললেন,

আল্লাহর শপথ করে বলছি, তাদেরকে ডেকে তাদের সম্পর্কে যা বলা হল তা জিজ্ঞেস করার পূর্বে আমি কাউকে তাদের নিকট সমর্পণ করব না। এ দু'জন যা বলছে যদি তারা তেমনই হয় তা হলে আমি তাদেরকে তাদের নিকট সমর্পণ করব। আর যদি তার বিপরীত হয় তাহলে আমি তাদের হেফাজত করব এবং যতক্ষণ পর্যন্ত তারা আমার পাশে থেকে আমার সাথে সদাচরণ করবে আমি তাদের সাথে সদাচরণ করব।

*** *** ***

হযরত উম্মে সালামা রাযি. বলেন, তারপর নাজ্জাশী তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য আমাদের ডেকে পাঠালেন। তাঁর নিকট যাওয়ার পূর্বে আমরা একত্রিত হলাম। আমাদের একজন বলল,

নিশ্চয় বাদশাহ তোমাদেরকে তোমাদের ধর্ম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবেন। তখন তোমরা যা বিশ্বাস কর তা সুস্পষ্ট বলে দাও। আর তোমাদের পক্ষ থেকে হযরত জা'ফর ইবনে আবু তালেব কথা বলবে। তিনি ছাড়া আর কেউ কথা বলবে না।

হযরত উম্মে সালামা রাযি. বলেন, তারপর আমরা নাজ্জাশীর নিকট গেলাম। আমরা গিয়ে দেখলাম, তিনি পাদ্রীদের ডেকেছেন। তারা তাঁর ডানে ও বামে বসেছে। তারা তাদের সবুজ চাদর পরেছে। মাথায় পাগড়ী বেঁধেছে। আর তারা তাদের সামনে তাদের কিতাবসমূহ খুলে রেখেছে ...

আর আমরা তাঁর পাশে আমর ইবনে আস ও আব্দুল্লাহ ইবনে আবু রবী'আকে দেখতে পেলাম।

আমরা শান্ত হয়ে বসলে নাজ্জাশী আমাদের দিকে ফিরে তাকিয়ে বললেন,

এ আবার কোন ধর্ম যা তোমরা নিজেদের জন্য সৃষ্টি করেছো আর তার কারণে তোমরা তোমাদের গোত্রের ধর্ম ত্যাগ করেছো। অথচ আমার ধর্মে প্রবেশ করনি বা অন্য কোন ধর্মেও প্রবেশ করনি ?

তখন তখন জা'ফর ইবনে আবু তালেব রাযি. অগ্রসর হয়ে বললেন,

হে বাদশাহ মহোদয়! আমরা ছিলাম অজ্ঞ জাতি। মূর্তি পূজা করতাম। মৃত পশু খেতাম। নিলর্জ্জ কাজ করতাম। আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করতাম। প্রতিবেশীর সাথে খারাপ আচরণ করতাম। আমাদের শক্তিশালী ব্যক্তি দুর্বলের সম্পদ লুটেপুটে খেত। এমনি অবস্থায় আল্লাহ তা'আলা আমাদের মধ্য থেকে আমাদের নিকট একজন রাসূল প্রেরণ করলেন। আমরা তাঁর বংশ মর্যাদা, সত্যবাদিতা, বিশ্বস্ততা ও চারিত্রিক পবিত্রতা সম্পর্কে জানি...

তিনি আমাদেরকে আল্লাহর দিকে ডাকলেন, আমরা যেন তাঁর একত্ববাদে বিশ্বাস করি, তাঁর ইবাদত করি আর আমরা ও আমাদের পিতারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে যে মূর্তি ও পাথরের পূজা করছি তা ত্যাগ করি

তিনি আমাদেরকে সত্য কথা বলতে, আমানত আদায় করে দিতে, আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করতে, প্রতিবেশীর সাথে সদাচরণ করতে, হারাম কাজ থেকে বেঁচে থাকতে, রক্তের হিফাজত করতে নির্দেশ দিয়েছেন। আর আমাদেরকে নিলর্জ্জতা, মিথ্যা বলা, এতিমের সম্পদ ভক্ষণ করা, সতীসাধ্বী নারীদের অপবাদ দিতে নিষেধ করেছেন।

আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন, যেন আমরা শুধুমাত্র আল্লাহর ইবাদত করি। তার সাথে কাউকে শরীক না করি। নামায কায়েম করি। যাকাত আদায় করি। রমযান মাসে রোযা রাখি... তখন আমরা তাকে বিশ্বাস করেছি। তাঁর উপর ঈমান এনেছি। আল্লাহর নিকট থেকে তিনি যা নিয়ে এসেছেন আমরা তার অনুসরণ করেছি। তিনি আমাদের জন্য যা হালাল করেছেন আমরা তা হালাল করেছি। তিনি আমাদের জন্য যা হারাম করেছেন আমরা তা হারাম করেছি।

হে বাদশাহ মহোদয়! তখন আমাদের গোত্রের প্রত্যেকে আমাদের উপর জুলুম করেছে। আমাদেরকে আমাদের ধর্ম থেকে ফিরিয়ে আনতে এবং আমাদেরকে মূর্তি পূজায় ফিরিয়ে আনতে কঠিন শাস্তি দিয়েছে ...

তারা যখন আমাদের উপর জুলুম করল, নির্যাতন করল,আমাদের উপর চারদিক সংকীর্ণ করে ফেলল আর আমাদের মাঝে ও আমাদের ধর্মের মাঝে অন্তরায় সৃষ্টি করল তখন আমরা আপনার রাজ্যে চলে এসেছি। অন্যান্যদের বাদ দিয়ে আপনাকে নির্বাচন করেছি। আপনার পাশে থাকতে আগ্রহী হয়েছি। আর আমরা আশা করছি, আপনার নিকট আমাদের উপর কোন জুলুম করা হবে না।

*** *** ***

হযরত উম্মে সালামা রাযি. বলেন,

তখন নাজ্জাশী হযরত জা'ফর ইবনে আবু তালেব রাযি.-এর দিকে তাকিয়ে বললেন, তোমাদের নবী আল্লাহর পক্ষ থেকে যা নিয়ে এসেছেন তার কিছু কি তোমাদের নিকট আছে?

হযরত জা'ফর ইবনে আবু তালেব রাযি.বললেন, হ্যাঁ আছে।

নাজ্জাশী বললেন, তাহলে তা আমার নিকট পাঠ কর। তখন হযরত জা'ফর ইবনে আবু তালেব রাযি. পাঠ করলেন,

كٓهيعص * ذِكْرُ رحْمَة رَبِّكَ عَبْدَهُ زَكَرِيَّا * إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ نِدَآءً خَفِيًّا * قَالَ رَبِّ إِنِّى وَهَنَ ٱلْعَظْمُ مِنِّي وَٱشْتَعَلَ ٱلرَّأْس شَيْباً وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَآئِكَ رَبِّ شَقِيا

কাফ-হা-ইয়া-আইন-সাদ এটা তাঁর বান্দা যাকারিয়ার প্রতি আপনার পালনকর্তার অনুগ্রহের বিবরণ ০ যখন তিনি নীরবে তাঁর রবকে আহবান করলেন ০ তিনি বললেন, হে আমার পালনকর্তা ! আমার অস্থি দুর্বল হয়ে গেছে । বার্ধক্যে আমার চুল শুভ্র হয়ে গেছে। হে আমার রব ! আপনাকে ডেকে আমি কখনো বিফল মনোরথ হইনি।... এভাবে পাঠ করে তিনি সূরার শুরুর অংশ শেষ করলেন। (সূরা মারইয়াম-১-৪)

হযরত উম্মে সালামা রাযি. বলেন, আল্লাহর কালাম শুনে নাজ্জাশী কাঁদতে কাঁদতে অশ্রুতে দাড়ি ভিজিয়ে ফেললেন আর পাদ্রীরা কাঁদতে কাঁদতে তাদের কিতাব ভিজিয়ে ফেলল

তখন নাজ্জাশী বললেন, নিশ্চয় তোমাদের নবী যা নিয়ে এসেছেন আর ঈসা আ. যা নিয়ে এসেছেন তা একই দীপাধার থেকে বেরিয়ে আসছে... তারপর আমর ও তাঁর সাথীর দিকে তাকিয়ে বললেন, যাও তোমরা চলে যাও, আল্লাহর শপথ করে বলছি, তাদেরকে আমি কখনো তোমাদের নিকট সমর্পণ করব না।

*** *** ***

হযরত উম্মে সালামা রাযি. বলেন,

আমরা নাজ্জাশীর নিকট থেকে বেরিয়ে গেলে আমর ইবনে আস আমাদেরকে ধমক দিয়ে তার সাথীকে বলল, আল্লাহর কসম করে বলছি,আমরা অবশ্যই আগামী কাল বাদশাহর নিকট আসব এবং তার নিকট তাদের এমন কিছু কথা বলব যা তার হৃদয়কে ক্রোধে ভরে দিবে, তার অন্তরকে ঘৃনায় পরিপূর্ণ করে দিবে আর আমি তাকে এমনভাবে উৎসাহিত করব যে তিনি তাদেরকে মূল থেকে উপড়ে ফেলবেন।

তখন আব্দুল্লাহ ইবনে আবু রবী'আ তাকে বলল, হে আমর! তুমি তা করো না। কারণ তারাতো আমাদের নিকটাত্মীয়, যদিও তারা আমাদের বিরুদ্ধাচারণ করছে।

আমর ইবনে আ'স বলল, এ ধরনের কথা বলো না। আল্লাহর কসম করে বলছি, অবশ্যই আমি তাকে এমন কথা বলব যা তাদের পা কে স্থানচ্যুত করে ফেলবে

আল্লাহর কসম করে বলছি, আমি তাকে বলে দিব, তারা বিশ্বাস করে যে, ঈসা ইবনে মরিয়ম একজন দাস

*** *** ***

পরদিন আমর ইবনে আ'স নাজ্জাশীর নিকট গিয়ে বলল,

হে বাদশাহ! আপনি যাদেরকে আশ্রয় দিয়েছেন। হেফাজত করেছেন তারা হযরত ঈসা ইবনে মরিয়ম সম্পর্কে খারাপ কথা বলে। আপনি তাদেরকে ডেকে আনুন এবং তারা তাঁর ব্যাপারে কী বলে তা জিজ্ঞেস করুন।

হযরত উম্মে সালামা রাযি. বলেন,

আমরা তা জানার পর এতো পেরেশান ও দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হলাম যা ইতিপূর্বে হইনি। আমাদের একে অপরকে বলল, তোমরা ঈসা ইবনে মরিয়াম সম্পর্কে কী বলবে যখন বাদশাহ তোমাদেরকে সে সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবেন?

আমরা তখন বললাম, আল্লাহর শপথ করে বলছি, আল্লাহ তার সম্পর্কে যা বলেছেন আমরা তাই বলব। আমাদের নবী তার ব্যাপারে আমাদের নিকট যা নিয়ে এসেছেন আমরা তা থেকে একবিন্দুও সরে যাব না। তার কারণে যা হওয়ার হোক, আমরা তাতে পরোয়া করব না।

তারপর আমরা একথায় একমত হলাম যে, আমাদের মধ্য থেকে জা'ফর ইবনে আবু তালেব কথা বলার দায়িত্ব পালন করবে।

নাজ্জাশী আমাদেরকে ডাকলে আমরা তার নিকট গেলাম। দেখলাম, তার নিকট পাদ্রীরা তেমনিভাবে বসে আছে যেমনিভাবে তাদেরকে ইতিপূর্বে দেখেছি।

আর তার নিকট আমরা আমর ইবনে আ'স ও তার সাথীকে দেখতে পেলাম।

আমরা তার সামনে উপস্থিত হলে তিনি আমাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা ঈসা ইবনে মরিয়াম সম্পর্কে কী বল?

হযরত জা'ফর ইবনে আবু তালেব রাযি. বললেন, আমরা তাঁর সম্পর্কে তাই বলি যা আমাদের নবী নিয়ে এসেছেন।

নাজ্জাশী বললেন, তিনি তার সম্পর্কে কী বলেন?

হযরত জা'ফর রাযি. বললেন, তিনি বলেন, তিনি আল্লাহর বান্দা। তাঁর রাসূল। তাঁর রূহ ও তাঁর কালিমা। তাকে তিনি পূতপবিত্রা কুমারী

মরিয়ামের নিকট অর্পণ করেছিলেন। নাজ্জাশী হযরত জা'ফর রাযি. এর কথা শুনেই হাত দ্বারা মাটিতে আঘাত করে বললেন, আল্লাহর শপথ করে বলছি, তোমাদের নবী হযরত ঈসা আ. সম্পর্কে এক চুল পরিমাণও কমবেশী বলেন নি।

নাজ্জাশীর পাশে বসা পাদ্রীরা তাঁর কথা শুনে ঘৃণায় নাক সিটকালো...

তখন নাজ্জাশী বললেন, যদিও তোমরা নাক সিটকাও

তারপর ফিরে তাকিয়ে বললেন, যাও তোমরা ফিরে যাও, তোমরা নিরাপদ

কেউ তোমাদের গালি দিলে তাকে জরিমানা করা হবে, আর কেউ তোমাদের পিছু নিলে তাকে শাস্তি দেয়া হবে...

আল্লাহর শপথ করে বলছি, তোমাদের কারো কিছু হবে আর আমি তার বিনিময়ে এক পাহাড় পরিমাণ স্বর্ণ পাব তা আমি পছন্দ করি না... তারপর আমর ও তার সাথীর দিকে তাকিয়ে বললেন, এই লোক দু'টিকে তাদের উপঢৌকন ফিরিয়ে দাও; আমার তার কোন প্রয়োজন নেই।

হযরত উম্মে সালামা রাযি. বলেন,

ব্যর্থতার চাদর টানতে টানতে পরাজিত ও ভগ্ন হৃদয়ে আমর ও তার সাথী বেরিয়ে গেল...

আর আমরা নাজ্জাশীর নিকট উত্তম প্রতিবেশীর সাথে উত্তম নিবাসে বসবাস করতে লাগলাম।

*** *** ***

হযরত জা'ফর ইবনে আবু তালেব রাযি. ও তাঁর স্ত্রী দশটি বৎসর নাজ্জাশীর আশ্রয়ে নিশ্চিন্তে নিরাপদে কাটিয়ে দিলেন।

সপ্তম হিজরীতে তাঁরা হাবশা ত্যাগ করলেন এবং একদল মুসলমানের সাথে মদীনার অভিমুখে রওনা হলেন। যখন তাঁরা সেখানে পৌঁছলেন তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খায়বর বিজয়ের পর ফিরে আসছিলেন।

তিনি হযরত জা‘ফর রাযি.-এর সাক্ষাতে অত্যন্ত আনন্দিত হলেন। বললেন,

مَا أَدْرِي بِأَيِّهِمَا أَنَا أَشَدُّ فَرَحًا !!... أَبِفَتْحِ خَيْبَرَ أَمْ بِقُدُوْمِ جَعْفَرٍ؟

আমি জানি না, কিসে আজ আমি বেশি আনন্দিত !!.. খায়বর বিজয়ের কারণে, না জা‘ফরের আগমনে?

হযরত জা‘ফর রাযি.-এর আগমনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনন্দের চেয়ে সাধারণ মুসলমানদের বিশেষ করে দরিদ্র মুসলমানদের আনন্দ কম ছিল না।

কারণ হযরত জা‘ফর রাযি. দরিদ্রদের প্রতি অধিক খেয়াল রাখতেন। তাদের সাথে অধিক সদাচরণ করতেন। এমনকি তাঁকে أَبُوالْمَسَاكِيْن অর্থাৎ বিত্তহীন লোকদের পিতা নামে ডাকা হত।

হযরত আবু হুরাইরা রাযি. তাঁর সম্পর্কে বলেন, আমাদের সাথে অর্থাৎ বিত্তহীনদের সাথে যারা সদাচরণ করত তিনি ছিলেন তাদের মাঝে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। তিনি আমাদেরকে তাঁর বাড়িতে নিয়ে যেতেন। তারপর যা থাকত তাই খাওয়াতেন। খাবার শেষ হয়ে গেলে ঘিয়ের চামড়ার কৌটা বের করতেন। তাতে কিছু না থাকলে আমরা তা দু‘টুকরা করতাম ও তাতে লেগে থাকা ঘি চেটে খেতাম

*** *** ***

জা‘ফর ইবনে আবু তালেব মদীনায় বেশী দিন থাকলেন না।

হিজরতের অষ্টম বৎসরের শুরুতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শামে গিয়ে রোমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে একটি বাহিনী তৈরী করলেন এবং হযরত যায়েদ ইবনে হারেছা রাযি. কে তার সেনাপতি নিয়োগ করলেন। আর বললেন, যায়েদ নিহত বা আক্রান্ত হলে জা‘ফর ইবনে আবু তালেব সেনাপতি হবে। জা‘ফর নিহত বা আক্রান্ত হলে আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা সেনাপতি হবে। আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা নিহত বা আক্রান্ত হলে মুসলমানগণ তাদের মধ্য থেকে সেনাপতি নির্বাচন করে নিবে।

জর্দানে শামের নিকটবর্তী একটি গ্রামের নাম মূতা। মুসলমানরা মূতায় পৌঁছল। তাঁরা দেখল, রোমানরা এক লক্ষ সৈন্য তৈরী করে রেখেছে। আর লাখম, জুযাম, কুসাআ ও অন্যান্য আরব খৃস্টান গোত্রের আরো এক লক্ষ সৈন্য তাদের সহায়তা করবে। অথচ মুসলমানদের সৈন্য সংখ্যা মাত্র তিন হাজার

উভয় বাহিনী মুখোমুখী হয়ে যুদ্ধের চাকা ঘুরতে শুরু করতে না করতেই সম্মুখ অগ্রসরমান হযরত জায়েদ ইবনে হারেসা রাযি. লুটিয়ে পড়লেন।

সাথে সাথে হযরত জা'ফর ইবনে আবু তালেব রাযি. তাঁর হলুদাভ লাল রঙের ঘোড়া থেকে লাফিয়ে পড়লেন। তারপর সে ঘোড়াকে নিজ তরবারী দ্বারা যবাহ্ করে ফেললেন যেন শত্রুরা তা থেকে উপকৃত হতে না পারে। তারপর পতাকা তুলে ধরে রোমান বাহিনীর ব্যূহে প্রবেশ করলেন। তিনি তখন আবৃত্তি করছিলেন,

يا حَبَّذَا الْجَنَّـــةُ وَ اقْتِرَابُهَا   طَيِّبَـــة وَبَـــارِدَةٌ شَرَابُـــهَا

و الُّرْومُ رُومٌ قَدْ دَنَا عَذَابُها   كَـــافِرَةٌ بَعِيْـــدَةٌ أَنْســـابُها

عَلَيَّ إِنْ لاَقَيْـــتُها ضِرَابُهَا

জান্নাত আর তার নিকটবর্তী হওয়া কতোই না মজার বিষয়। তার পানীয় কতো পবিত্র আর কতো শীতল স্নিগ্ধ। আর রোমানরা তো রোমানই,তাদের শাস্তি নিকটবর্তী হয়ে গেছে। তারা কাফের, তাদের নৈকট্য কতোই না দূরবর্তী। যদি আমি তাদের মুখোমুখী হই তাহলে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা আমার কর্তব্য।

তিনি শত্রুদের ব্যূহসমূহে তরবারী নিয়ে ঘুরতে লাগলেন আর আক্রমণ করতে লাগলেন। অবশেষে একটি প্রচণ্ড আঘাত তাঁর ডান হাত কেটে ফেলল। তখন তিনি বাম হাতে পতাকা তুলে ধরলেন। ইতিমধ্যে আরেকটি প্রচন্ড আঘাত তাঁর বাম হাত কেটে ফেলল। তখন তিনি বাম হাত ও বাহু দ্বারা পতাকাটি আকড়ে ধরলেন। ইতিমধ্যে তৃতীয় আরেকটি আঘাত তাঁকে দ্বিখণ্ডিত করে ফেলল। তখন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা রাযি. তাঁর

থেকে তরবারীটি নিয়ে নিলেন। তারপর যুদ্ধ করতে করতে তাঁর সাথীর সাথে মিলিত হলেন।

*** *** ***

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট তাঁর তিন সেনাপতির ভূপতিত হওয়ার সংবাদ পৌঁছল। তিনি তাঁদের বিরহে অত্যন্ত দুঃখিত হলেন। ব্যথিত হলেন।

তিনি পিতৃব্যপুত্র হযরত জা'ফর ইবনে আবু তালেবের বাড়িতে গেলেন। দেখলেন, তাঁর স্ত্রী আসমা বিনতে উমাইস স্বামীকে স্বাগত জানাতে প্রস্তত হচ্ছেন। আটা খামির করেছেন। ছেলেদের গা ধুইয়ে দিয়েছেন। তাদের শরীরে তেল দিয়েছেন। তাদেরকে কাপড় পরিয়েছেন...

*** *** ***

হযরত আসমা বিনতে উমাইস রাযি. বলেন,

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের নিকট এলেন। আমি দেখলাম, বেদনার একটি সুক্ষ্ম আবরণ তাঁর পবিত্র চেহারাকে আচ্ছন্ন করে আছে। তখন আমার অন্তরে বিভিন্ন ধরনের ভয় ছড়িয়ে পড়ল। তবে আমি অশুভ কিছু শোনার ভয়ে জা'ফর সম্পর্কে তাঁকে কিছু জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে করলাম না।

তিনি সালাম দিয়ে বললেন, আমার নিকট জা'ফরের সন্তানদের নিয়ে এসো... আমি তখন তাদেরকে ডাকলাম। তারা আনন্দিত ও হৈ-হুল্লুড় করতে করতে তাঁর নিকট ছুটে এল এবং চারদিক থেকে তাঁকে ঘিরে ধরল। প্রত্যেকে চায়, যেন রাসূল তাকে প্রাধান্য দেয়।

রাসূল তাদের উপর ঝুঁকে পড়ে তাদের ঘ্রাণ নিতে লাগলেন। আর তাঁর দু'চোখ থেকে অশ্রু গড়িয়ে পড়তে লাগল।

আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার পিতা ও মাতা আপনার জন্য উৎসর্গ! আপনি কাঁদছেন কেন?

জা'ফর ও তাঁর দুই সঙ্গীর কোন সংবাদ কি আপনার নিকট পৌঁছেছে?

তিনি বললেন, হ্যাঁ আজ তাঁরা শহীদ হয়েছে।

ছোট ছোট ছেলেরা যখন তাদের মাকে ডুকরে কাঁদতে দেখল, তখন তাদের চেহারা থেকে হাসির রেখা অদৃশ্য হয়ে গেল। তারা তাদের স্থানে জমে গেল যেন তারা স্থাণু।

আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অশ্রু মুছতে মুছতে ফিরে গেলেন আর বললেন,

اَللَّهُمَّ اخْلُفْ جَعْفَرًا فِي وَلَده   اَللَّهُمَّ اخْلُفْ جَعْفَرًا فِي أَهْله...

হে আল্লাহ! জা'ফরের সন্তানদের জন্য তুমি তার স্থলাভিষিক্ত হয়ে যাও... হে আল্লাহ! জা'ফরের পরিজনদের জন্য তুমি তার স্থলাভিষিত্ত হয়ে যাও...

তারপর বললেন,

لَقَدْ رَأَيْتُ جَعْفَرًا فِي الجَنَّـــة لَهُ جَنَاحَان مُضَرَّجَانِ بِالدِّمـــَاء وَهُوَ مَصْبُوغ القَوَادِمِ

আমি জা'ফর ইবনে আবু তালেবকে জান্নাতে দেখেছি, তাঁর ডানা দু'টি রক্তে রঞ্জিত আর তাঁর পালকগুলো রক্তে লাল।

হযরত আবু সুফিয়ান ইবনে হারেস রাযি.

أَبُو سُفْيَانُ بنُ الحَارِث سَيِّدُ فتيَـــان الْجَنَّة

আবু সুফিয়ান ইবনে হারেস জান্নাতের যুবকদের সরদার।

মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

হযরত আবু সুফিয়ান ইবনে হারেস রাযি.

খুব কমই এমন হয় যে, দু'ব্যক্তির মাঝে একই ধরণের বেশ কিছু অবস্থার সমাবেশ ঘটে, সম্পর্কের এমন বন্ধন মজবুত হয়ে যায় যেমন হয়েছে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও আবু সুফিয়ান ইবনে হারেসের মাঝে

আবু সুফিয়ান রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সমবয়সী ছিলেন এবং শৈশবের খেলার সাথী ছিলেন

তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আপন চাচার ছেলে ছিলেন। তাঁর পিতা হারেস ও রাসূলের পিতা আব্দুল্লাহ আব্দুল মুত্তালিবের ঔরসজাত সন্তান ছিলেন

তারপর তিনি ছিলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দুধভাই । হালীমা সাদিয়া তাঁদের দু'জনকে একই সাথে দুগ্ধ দান করেছেন...

এসব কিছুর পরও তিনি নবুয়তের পূর্বে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। আর লোকদের মাঝে তিনি রাসূলের অত্যন্ত সাদৃশ্যময় ব্যক্তি ছিলেন।

*** *** ***

তুমি কি এর চেয়ে অধিক নিকটতর আত্নীয়তার ও এর চেয়ে অধিক মজবুত সর্ম্পক দেখেছো বা সম্পর্কের কথা শুনেছো যা মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও আবু সুফিয়ান ইবনে হারেস রাযি. এর মাঝে ছিল?...

তাই আবু সুফিয়ান সর্ম্পকে লোকদের ধারণা ছিল, তিনি রাসূলের ডাকে সাড়া দান করার ক্ষেত্রে সবচে' অগ্রগামী হবেন এবং রাসূলের অনুসরণ করার ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতাকারীদের মাঝে সবচে' দ্রুতগামী হবেন।

কিন্তু আশাবাদীদের সকল আশা ভঙ্গ করে বিষয়টি তার বিপরীত হল।

কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখনই দাওয়াত দেয়া শুরু করলেন ও গোত্রের লোকদের সতর্ক করতে শুরু করলেন তখনই আবু সুফিয়ান রাযি. এর অন্তরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শত্রুতার আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল।

ফলে বন্ধুত্ব শত্রুতায় পরিণত হল।

আত্মীয়তার সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল।

ভ্রাতৃত্ব বিরোধিতায় ও বিমুখতায় পরিণত হল।

*** *** ***

যেদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর রবের নির্দেশ স্পষ্টভাবে শুনিয়ে দিলেন সেদিন আবু সুফিয়ান ইবনে হারেস কুরাইশের অশ্বারোহীদের মাঝে খ্যাতিতে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ ছিলেন আর

তাদের কবিদের মাঝে সবচেয়ে মর্যাদাবান কবি ছিলেন

তাই তিনি তাঁর বর্শা আর জিহবাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধে ও তাঁর দাওয়াতের শত্রুতায় নিয়োজিত করল

সে তার সমস্ত শক্তিকে ইসলামের বিরোধিতায় আর মুসলমানদের শাস্তি প্রদানে নিয়োজিত করল।

তাই কুরাইশরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়লেই তিনি হতেন তাতে ইন্ধনদাতা

কুরাইশরা মুসলমানদের উপর নির্যাতন ও নিপীড়ন করলেই তাতে থাকত তার একটি বৃহৎ অংশ

*** *** ***

আবু সুফিয়ান তার কবিতার শয়তানকে জাগ্রত করলেন। আর তার জবানকে রাসূলের নিন্দায় বন্ধনহীন করে দিলেন। তাই সে রাসূলের শানে বেদনাদায়ক, অশ্লীল ও অশালীন কথা বলতে লাগলো।

*** *** ***

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধে আবু সুফিয়ানের শত্রুতা দীর্ঘ হল। প্রায় বিশ বৎসর হয়ে গেল। এ বিশ বৎসরে সে রাসূলের বিরুদ্ধে কোন প্রকারের ষড়যন্ত্র বাকি রাখল না। মুসলমানদের নির্যাতন আর নিপীড়নের কোন পন্থা অবলম্বনে বিরত রইল না। সে তার পাপের বোঝা বহন করে চললো।

*** *** ***

মক্কা বিজয়ের কিছুদিন পূর্বে আবু সুফিয়ান রাযি.-এর ইসলাম গ্রহণের তাওফীক হল। তার ইসলাম গ্রহণের চমৎকার কাহিনী রয়েছে। জীবন চরিতমূলত কিতাবসমূহ তা হেফাজত করেছে। ইতিহাসের কিতাবসমূহ তা বর্ণনা করেছে।

আমরা এখন হযরত আবু সুফিয়ান রাযি. কেই তার ইসলাম গ্রহণের কাহিনী বলার সুযোগ দেই...

কারণ তাঁর অনুভূতি অত্যন্ত গভীর, তার বর্ণনা অত্যন্ত তীক্ষ্ণ ও সত্যাশ্রয়ী।

তিনি বলেন, যখন ইসলামের বিষয়টি মজবুত হয়ে গেল। তার অবস্থানটি শক্তিশালী হয়ে গেল। আর মক্কা বিজয় করতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মক্কাভিমুখী হওয়ার সংবাদ চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল তখন প্রশস্ত পৃথিবী আমার নিকট সংকীর্ণ মনে হতে লাগল। আমি বললাম, এখন আমি কোথায় যাব? কার সাহচর্য আবলম্বন করব? কার সাথে থাকব?

তারপর আমি আমার স্ত্রী ও ছেলেদের নিকট গেলাম। বললাম, তোমরা মক্কা থেকে বের হতে প্রস্তুত হয়ে যাও। মুহাম্মাদের মক্কায় পৌঁছা নিকটবর্তী হয়ে গেছে। মুসলমানরা আমাকে পেলে নিঃসন্দেহে হত্যা করে ফেলবে। তারা আমাকে বলল, এখনো কি আপনার এ বিষয়টি দেখার সময় আসেনি, আরব-আজম সবাই মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনুগত্য মেনে নিয়েছে। তাঁর ধর্মকে গ্রহণ করেছে। আর এখনো আপনি তাঁর শত্রুতায় লেগে আছেন। অথচ আপনিই ছিলেন তাঁর সাহায্য-সহযোগিতার ক্ষেত্রে সবচেয়ে অধিক নিকটতম ব্যক্তি!

তারা মুহাম্মাদের ধর্মের ব্যাপারে আমাকে আকৃষ্ট করতে লাগল, আমাকে উৎসাহিত করতে লাগল। অবশেষে আল্লাহ তা'আলা আমার হৃদয়কে ইসলামের জন্য উন্মোচিত করে দিলেন।

*** *** ***

আমি তখনই দাঁড়িয়ে আমার গোলাম মাযকুরকে বললাম, আমাদের জন্য একটি উট ও একটি ঘোড়া তৈরী কর। আমার সাথে আমার ছেলে জা'ফরকে নিলাম। তারপর আমরা মক্কা ও মদীনার মাঝে অবস্থিত আবওয়া নামক স্থানের দিকে ছুটলাম। আমার নিকট এ সংবাদ পৌঁছেছে যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেখানে অবস্থান করছেন।

আমি আবওয়ার নিকটবর্তী হয়ে ছদ্মবেশ ধারণ করলাম, যেন কেউ আমাকে চিনতে না পারে। তাহলে তো আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট পৌঁছে তাঁর সামনে আমার ইসলামের ঘোষণা দেয়ার পূর্বেই আমাকে হত্যা করা হবে।

আমি পদব্রজে প্রায় এক মাইল হাটলাম। তখন মুসলমানদের অগ্রগামী দলগুলো একের পর এক মক্কার দিকে যাচ্ছে। আমাকে মুহাম্মাদের সাথীদের কেউ চিনে ফেলবে এ ভয়ে আমি তাদের পথ থেকে দূরে থাকতাম।

*** *** ***

এমনি অবস্থায় সহসা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাঁর সঙ্গীদের মাঝে দেখা গেল। তখন আমি তাঁর পিছু নিয়ে তাঁর সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম এবং আমার চেহারা থেকে আবরণ সরিয়ে ফেললাম। তিনি চোখ ভরে আমাকে দেখেই আমাকে চিনে ফেললেন। আর তখনই আমার থেকে চেহারা অন্য দিকে ফিরিয়ে নিলেন। আমি তাঁর মুখোমুখি গিয়ে দাঁড়ালাম। তিনি তাঁর চেহারা অন্য দিকে ফিরিয়ে নিলেন। আমি আবার তাঁর মুখোমুখি গিয়ে দাঁড়ালাম। তিনি এভাবে কয়েকবার করলেন।

*** *** ***

আমি যখন রাসূলের মুখোমুখী হচ্ছিলাম তখন আমি নিশ্চিত ছিলাম যে, আমি ইসলাম গ্রহণ করলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আনন্দিত হবেন আর তাঁর সাথীরাও তাঁর আনন্দে আনন্দিত হবেন।

কিন্তু তাঁরা যখন দেখল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন তখন তাঁরা মুখ মলিন করে ফেলল। সবাই আমার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিল।

আবু বকরের সাথে দেখা হল। সে আমার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিল। আমি উমর ইবনে খাত্তাবের দিকে সকরুণ দৃষ্টিতে তাকালাম। আমার আশা ছিল, আমি তা দ্বারা তার হৃদয়কে আকৃষ্ট করব। নরম করব। আমি দেখলাম, সে তাঁর সাথীর চেয়ে আরো প্রচণ্ডভাবে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে ...

বরং সে আমার ব্যাপারে এক আনসারীকে ক্ষেপিয়ে দিল। আনসারী আমাকে বলল,

হে আল্লাহর শত্রু! তুমিইতো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কষ্ট দিতে। তাঁর সাথীদের কষ্ট দিতে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শত্রুতায় তুমি উদয়াচল ও অস্তাচলে পৌঁছে গেছো...

আনসারী লোকটি আমাকে গালমন্দ করতে লাগল। আমার বিরুদ্ধে কণ্ঠ উঁচু করতে লাগল। আর মুসলমানরা চোখ রাঙিয়ে আমার দিকে তাকাতে লাগল। আমার সাথে যে দুর্ব্যবহার করা হচ্ছে তাতে আনন্দিত হতে লাগল।

তখন আমি আমার চাচা আব্বাসকে দেখতে পেলাম। আমি তাঁর নিকট আশ্রয় নিয়ে বললাম,

হে চাচা! আমি আশা করেছিলাম, রাসূলের সাথে আত্মীয়তার সর্ম্পকের কারণে ও গোত্রের মাঝে আমার মর্যাদার কারণে আমি ইসলাম গ্রহণ করলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আনন্দিত হবেন।

তখন আমার চাচা বললেন, না ,আল্লাহর শপথ করে বলছি, তোমার ব্যাপারে আমি রাসূলের যে বিমুখতা দেখেছি এর পর আর আমি তাঁর সাথে

কোন কথা বলব না। তবে সময় এলে তখন দেখা যাবে। আর আমিতো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সম্মান করি ও ভয় করি।

আমি তখন বললাম, হে চাচা! তাহলে আপনি আমাকে কার নিকট সমর্পণ করছেন?

তিনি বললেন, তুমি যা শুনেছো তা ছাড়া আমার বলার আর কিছু নেই...

আমি তখন দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়লাম। দুঃখ-বেদনায় আক্রান্ত হলাম। ইতিমধ্যে আমি আমার পিতৃব্যপুত্র আলী ইবনে আবু তালেবকে দেখতে পেলাম। তার সাথে আমার বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করলাম। সেও আমাকে আমার চাচা আব্বাসের কথার মত কথা বলে দিল।

তখন আমি আমার চাচা আব্বাসের নিকট এসে বললাম,

হে চাচা! যদি আমার প্রতি রাসূলের হৃদয়কে আকৃষ্ট করতে না পারেন তাহলে আমার থেকে ঐ লোকটিকে প্রতিহত করুন যে আমাকে গালমন্দ করছে, লোকদেরকে গালমন্দ করতে উৎসাহিত করছে। তিনি বললেন, আমার নিকট তার দৈহিক আকৃতির বিবরণ দাও। আমি তাঁর নিকট তার দৈহিক আকৃতির বিবরণ দিলাম। তিনি তখন বললেন,

সে হল নু'মান ইবনে হারেস নাজ্জারী... তিনি তাকে ডেকে পাঠালেন এবং বললেন,

হে নু'মান! এতে কোন সন্দেহ নেই যে, আবু সুফিয়ান রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাচাত ভাই এবং আমার ভাইয়ের ছেলে। যদি আজ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার উপর অসন্তুষ্ট হন, তাহলে অবশ্যই একদিন সন্তুষ্ট হয়ে যাবেন। সুতরাং তার ব্যাপারে তুমি বিরত থাক...

তিনি বার বার তাকে এ কথা বললেন। অবশেষে সে আমার ব্যাপারে বিরত থাকতে রাজি হল। আর বলল, এখন থেকে আমি আর তার পিছু নিব না।

*** *** ***

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জুহ্ফায় যাত্রা বিরতি করলে আমি তাঁর তাবুর দরজায় বসে পড়লাম আর আমার ছেলে জা'ফর আমার পাশে দাঁড়িয়ে রইল। তিনি তাবু থেকে বের হওয়ার সময় আমাকে দেখে চেহারা ফিরিয়ে নিলেন। তবে আমি নিরাশ হলাম না । যখনই তিনি কোন মনজিলে যাত্রাবিরতি করতেন আমি তাঁর তাবুর দরজায় বসে থাকতাম আর জা'ফরকে আমার পাশে দাঁড় করিয়ে রাখতাম। আর রাসূল আমাকে দেখলেই মুখ ফিরিয়ে নিতেন।

এভাবে কয়েকদিন কেটে গেল। তারপর বিষয়টি কঠিন ও সংকীর্ণ হয়ে গেলে আমি আমার স্ত্রীকে বললাম,

আমি আল্লাহর শপথ করে বলছি, হয় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার ব্যাপারে সন্তুষ্ট হবেন, না হয় আমি আমার এই ছেলের হাত ধরে ক্ষুধা পিয়াসায় মৃত্যু পযর্ন্ত পৃথিবীতে উদভ্রান্তের ন্যায় ঘুরতে থাকব। এ সংবাদটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট পৌঁছলে আমার ব্যাপারে তিনি নরম হলেন। এরপর তিনি তাঁর তাবু থেকে বের হলে আমার দিকে পূর্বের থেকে অধিক কোমল দৃষ্টিতে তাকালেন। আমি আশা করছিলাম, তিনি মৃদু হাসবেন।

*** *** ***

তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কায় প্রবেশ করলেন। আমি তাঁর পিছে পিছে প্রবেশ করলাম। তিনি মসজিদে গেলেন। আমি তাঁর সামনে সামনে ছুটতে লাগলাম। কোন অবস্থায় আমি তাঁকে ছেড়ে যাই না।

হুনাইনের দিবসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য আরবরা সবচে' বেশী অস্ত্রশস্ত্র জমা করল যা কখনো করেনি। এমন প্রস্তুতি গ্রহণ করল যা ইতিপূর্বে করেনি। তারা প্রতিজ্ঞা করল, ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে তা হবে চূড়ান্ত যুদ্ধ।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীদের বেশ কিছু দল নিয়ে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে বের হলেন। আমি তাঁর সাথে বের হলাম। মুশরিকদের বিশাল দল দেখে বললাম,

আল্লাহর শপথ, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শত্রুতা করে আমি যে পাপ করেছি আজ আমি অবশ্যই তা মোচন করব। আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার এমন কীর্তি দেখবেন যা আল্লাহকে ও তাঁকে সন্তুষ্ট করবে।

উভয় বাহিনী মুখোমুখি হলে মুসলমানদের উপর মুশরিকদের আক্রমণ তীব্র আকার ধারণ করল। তাদের মাঝে দুর্বলতা ও ব্যর্থতা ছড়িয়ে পড়ল। লোকেরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পাশ থেকে সরে পড়তে লাগল। আর আমাদের উপর ভয়াবহ বিপর্যয় নেমে আসার উপক্রম হল।

সহসা আমি রাসূলকে দেখলাম,"আমার পিতামাতা তাঁর উপর কুরবান" রণক্ষেত্রের মাঝে তিনি তাঁর ধূসর রঙের উষ্ট্রির উপর অটল অবিচল হয়ে বসে আছেন। যেন তিনি একটি বিশাল পাহাড়। তিনি তাঁর তরবারীকে কোষমুক্ত করছেন। আঘাতের পর আঘাত করে নিজেকে ও অন্যদেরকে হেফাজত করছেন। যেন তিনি একজন আক্রমণরত সিংহ। তখন আমি আমার ঘোড়া থেকে লাফিয়ে পড়লাম। আমার তরবারীর খাপ ভেঙ্গে ফেললাম। আল্লাহ জানেন, আমি তখন রাসূলের আগে মৃত্যু কামনা করছিলাম।

আমার চাচা আব্বাস রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খচ্চরের লাগাম ধরলেন এবং তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে রইলেন

আর আমি অপর পাশে অবস্থান গ্রহণ করলাম। আমার ডান হাতে আমার তরবারী। আমি তা দ্বারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হিফাজত করছি। আর বাম হাত দ্বারা রাসূলের রিকাব ধরে আছি।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার বিস্ময়কর আক্রমণ দেখে চাচা আব্বাসকে বললেন,

এ কে?

তিনি বললেন, এ আপনার ভাই, আপনার পিতৃব্যপুত্র আবু সুফিয়ান ইবনে হারেস। ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি তার উপর সন্তুষ্ট হয়ে যান। তিনি

তখন বললেন, আমি তার উপর সন্তুষ্ট হয়ে গেলাম; সে যত শত্রুতা করেছে আল্লাহ তা মাফ করে দিয়েছেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সন্তুষ্টির কারণে আনন্দে আমার হৃদয় ভরে গেল। রিকাবে রাখা তাঁর পায়ে চুমু খেলাম। তখন তিনি আমার দিকে ফিরে তাকিয়ে বললেন, আমার জীবনের শপথ হে ভাই! তুমি অগ্রসর হও। রাসূলের কথাগুলো আমার সাহসিকতায় আগুন লাগিয়ে দিল। আমি মুশরিকদের উপর প্রচণ্ড আক্রমণ করে তাদেরকে দূরে সরিয়ে দিলাম। আমার সাথে মুসলমানগণ আক্রমণ করল। ফলে আমরা তাদেরকে তিন মাইল পর্যন্ত তাড়িয়ে নিয়ে গেলাম এবং তাদেরকে বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে দিলাম।

*** *** ***

হুনাইনের যুদ্ধের পর থেকে হযরত আবু সুফিয়ান ইবনে হারেস রাযি. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্মল সন্তুষ্টি উপভোগ করতে লাগলেন। তাঁর অমূল্য সাহচর্যে সৌভাগ্যবান হতে লাগলেন। কিন্তু তিনি কখনো তাঁর দিকে চোখ তুলে তাকান নি। অতীতের কৃতকর্মের লজ্জায় ও আক্ষেপে তাঁর চেহারার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকাননি।

*** *** ***

আল্লাহর নূর থেকে দূরে থেকে, আল্লাহর কিতাব থেকে বঞ্চিত থেকে জাহেলী যুগে তিনি যে অন্ধকার দিনগুলো কাটিয়েছেন তার আক্ষেপে তিনি আঙ্গুলের মাথা কামড়াতে লাগলেন। তাই তিনি রাতদিন কুরআনে নিমগ্ন হয়ে পড়লেন। তিনি তার আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করেন। তার বিধি-বিধানের সূক্ষ্মজ্ঞান অর্জন করেন। তার উপদেশাবলীতে পরিপূর্ণতা লাভ করেন।

তিনি দুনিয়া ও তার শোভা-সৌন্দর্য থেকে বিরত রইলেন। সর্বাঙ্গ দিয়ে তিনি আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে মসজিদে প্রবেশ করতে দেখে হযরত আয়েশা রাযি.কে বললেন, হে আয়েশা ! তুমি কি জান, সে কে?

হযরত আয়েশা রাযি. বললেন, না, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমি তাকে চিনি না।

তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, সে আমার পিতৃব্যপুত্র আবু সুফিয়ান ইবনে হারেস। দেখ, সে সবার আগে মসজিদে প্রবেশ করে আবার সবার শেষে মসজিদ থেকে বের হয়। আর তার দৃষ্টি জুতার ফিতা ছেড়ে উপরে উঠে না।

*** *** ***

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইনতেকাল করলে একমাত্র সন্তানকে হারিয়ে মাতা যেমন দুঃখিত হয় হযরত আবু সুফিয়ান ইবনে হারেস রাযি. তেমনই দুঃখিত হলেন। প্রিয়জনের বিচ্ছেদে প্রিয়জনের কান্নার ন্যায় তিনি কাঁদলেন। তিনি তাঁর মৃত্যুশোকে একটি দ্যুতিময় শোকগাঁথা আবৃতি করলেন, যা থেকে বেদনা আর অন্তর-জ্বালা উপচে পড়ে, যা থেকে আক্ষেপ আর কান্না গলে গলে পড়ে। তিনি আবৃত্তি করলেন,

أَرِقْتُ فَبَاتَ لَيلي لا يَزُولُ   ولَيلُ أَخي المُصِيبةِ فيه طُولُ

وأَسْعَدَنِي البُكَاءُ وذَاك فِيمَا   أُصِيبَ المُسلمونَ فيه قَليلُ

لقد عَظُمتْ مُصِيبتُنَا وجَلَّتْ   عَشِيَّةَ قِيْلَ قد قُبِض الرَّسُولُ

وأَضْحَتْ أرضُنَا ممَّا عَرَاها   تَكادُ بِهَا جَــوَانِبُها تَميْلُ

فَقَدْنا الوَحْيَ و التَّنْزِيلَ فِيْنا   يَرُوحُ بِهِ و يَغْدُو جبْرِئيلُ

وَذاك أَحَقُّ مَا سَالَتْ عَليه   نفوسُ النَّاسِ أَوْكَربتْ تَسيلُ

نَبِيٌّ كَان يَجْلُو الشَّكَّ عَنَّا   بِمَا يُوْحي إليه و مَا يَقُولُ

ويَهْدِينَا فلَا نَخْشى ضَلَالًا   عَلَينا الرَّسُولُ لنَــا دَلِيْلٌ

أَفَاطمُ إِنْ جَزِعْت فذَاكَ عُذْرٌ   وإِنْ لَمْ تَجْزَعِي ذاكَ السَّبِيْلُ

فَقَبْر أَبِـيْك سَيِّدُ كُلِّ قَبْرٍ   وَفِيه سَيِّدُ النَّاسِ الرَّسُــولُ

আমি রাত জেগে রইলাম আর আমার রাত শেষ হচ্ছে না। আমার ভাইয়ের বিপদের রাত দীর্ঘ হল।

ক্রন্দন আমাকে সৌভাগ্যবান করল। আর মুসলমানরা যে দুঃখ-বেদনায় আক্রান্ত হল তা স্বল্প।

আমাদের বিপদটি বিশাল ও দুঃসহ হল ঐ দিন বিকালে যখন বলা হল রাসূল ইনতিকাল করেছেন।

বিপদে আক্রান্ত হয়ে আমাদের জমিন বিভিন্ন দিকে হেলে পড়ার উপক্রম হল।

আমরা আমাদের মাঝে ওহী ও কুরআনকে হারিয়েছি। জিব্রাইল যা নিয়ে সকাল-সন্ধ্যা আসা-যাওয়া করত।

মানুষের হৃদয় তাঁর দিকে ধাবিত হওয়া বা ধাবিত হওয়ার নিকটবর্তী হওয়ার চেয়ে তা অধিক সত্য।

তিনি এমন নবী যিনি তার নিকট প্রেরিত ওহী ও কথা দ্বারা আমাদের থেকে সন্দেহ দূর করেন।

তিনি আমাদের সত্যের পথ দেখান। সুতরাং আমরা ভ্রান্তির ভয় করি না আর রাসূল তো আমাদের পথপ্রদর্শক।

হে ফাতেমা! যদি তুমি ব্যাকুল হও তাহলে তাতে উযর আছে। আর যদি ব্যাকুল না হও তাহলে তারও পথ রয়েছে।

তোমার পিতার কবরতো সকল কবরের সরদার আর সেখানে রয়েছেন সকল মানুষের সরদার রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

*** *** ***

হযরত উমর রাযি. এর খেলাফতকালে হযরত আবু সুফিয়ান রাযি. অনুভব করলেন, তাঁর মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে আসছে। তাই তিনি স্বহস্তে নিজের জন্য কবর তৈরী করলেন।

এর পর মাত্র তিন দিন অতিক্রম করতে না করতেই তাঁর মৃত্যু উপস্থিত হল। যেন তিনি মৃত্যুর সাথে একটি প্রতিশ্রুত সময়ের অপেক্ষা

করছিলেন। তাই তিনি তাঁর স্ত্রী, সন্তান ও পরিজনদের দিকে ফিরে তাকিয়ে বললেন,

তোমরা আমার বিচ্ছেদ বেদনায় কেঁদো না। আল্লাহর শপথ করে বলছি, ইসলাম গ্রহণ করার পর আমি কোন পাপ কাজ করিনি

তারপর তাঁর পবিত্র আত্মা উড়ে গেল। হযরত উমর ফারুক রাযি. তাঁর জানাযার নামায আদায় করলেন। তাঁকে হারিয়ে হযরত উমর রাযি. ও অন্যান্য সাহাবায়ে কেরাম দুঃখিত হলেন।

তাঁরা সবাই তাঁর মৃত্যুকে একটি বেদনাদায়ক কঠিন বিপদ মনে করলেন যা ইসলাম ও মুসলমানের উপর আপতিত হয়েছে।

হযরত সা'আদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস রাযি.

ارْمِ سَعْدُ ارْمِ فِدَاكَ أَبِي وَ أُمِّي

হে সা'আদ ! তুমি তীর ছুঁড়ে মার... আমার পিতা মাতা তোমার জন্য উৎসর্গ হোক, তুমি তীর ছুঁড়ে মার।

... সা'আদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস রাযি. কে উহুদের দিবসে যুদ্ধে উৎসাহ দিয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন।

হযরত সা'আদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস রাযি.

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم * بسم الله الرحمن الرحيم

وَوَصَّيْنَا الانسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْناً حَمَلَتْه أُمُّهُ وَهْناً عَلى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِيْ عَامَيْنِ أَنْ اشْكُرْ لِيْ وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيْرُ وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلى أَنْ تُشْرِكَ بِيْ مَا لَيْس لَكَ بِه عِلْمٌ فَلاَ تُطِعْهُمَا و صَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَ اتَّبِعْ سَبِيْلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ

আর মানুষকে আমি তার পিতামাতার ব্যাপারে সদাচরণের উপদেশ দিয়েছি। তার মাতা তাকে কষ্টের উপর সহ্য করে গর্ভধারণ করেছে। আর দু'বৎসরে তার দুধ ছাড়ানো হয়। তুমি আমার ও তোমার পিতামাতার কৃতজ্ঞতা আদায় কর। প্রত্যাবর্তনতো আমার নিকটেই রয়েছে। যদি তারা আমার সাথে এমন বিষয়ের শরিক করার জন্য বল প্রয়োগ করে যার জ্ঞান তোমার নেই, তাহলে তুমি তাদের আনুগত্য করো না, আর দুনিয়াতে তাদের সাথে সৎভাবে থাকো। যারা আমার নিকট ফিরে আসে তাদের পথ অবলম্বন কর। তারপর তোমাদের প্রত্যাবর্তনতো আমার নিকটই রয়েছে। তখন আমি তোমাদেরকে তোমাদের কৃতকর্মের সংবাদ দিব।

(সূরা লুকমান-১৪, ১৫)

এ আয়াতগুলোর একটি চমৎকার ও বিস্ময়কর কাহিনী রয়েছে। যেখানে টগবগে এক যুবকের অন্তরে ভিন্নধর্মী কিছু অনুভূতি সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছে। পরিশেষে অকল্যাণের উপর কল্যাণের বিজয় হয়েছে, কুফরীর উপর ঈমানের বিজয় হয়েছে।

আর কাহিনীর বীর পুরুষ হলেন বংশীয় মর্যাদায় মক্কার যুবকদের মধ্যে সবচে' বেশী মর্যদাবান। আর পিতামাতার ক্ষেত্রে সবচে' বেশী সম্মানী।

সেই বীর যুবক হলেন হযরত সা'আদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস রাযি.।

*** *** ***

মক্কায় যখন নবুয়তের নূর প্রজ্জ্বোল হয়ে প্রতিভাত হল তখন হযরত সা'আদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস রাযি. টগবগে যুবক। সজীব ত্বক আর কোমল অনুভূতির অধিকারী। পিতামাতার অধিক অনুগত, বিশেষত মায়ের প্রতি তার প্রচণ্ড ভালবাসা।

সা'আদ তখন তাঁর জীবনের সপ্তদশ বসন্তকে স্বাগত জানালেও তাঁর মাঝে ছিল প্রৌঢ়দের বহু বুদ্ধিমত্তা আর বৃদ্ধদের অনেক কর্মকুশলতা।

তাই তাঁর সমবয়সীরা যেসব খেলাধুলায় আত্মমগ্ন হয়ে থাকত তিনি তাতে প্রশান্তি পেতেন না। বরং তিনি তীর তৈরী, তুনীর বানানো আর তীরান্দাজিতেই তাঁর চিন্তা ফিকিরকে ব্যয় করতেন। মনে হত, যেন তিনি নিজেকে এক বিশাল কাজের জন্য তৈরী করছেন।

তিনি তাঁর গোত্রের লোকদেরকে যে ভ্রান্ত আকীদা-বিশ্বাস ও দূরাবস্থায় পেয়েছেন তাতেও প্রশান্ত ছিলেন না। মনে হচ্ছিল, তিনি অপেক্ষা করছেন একটি শক্তিশালী সুদৃঢ় দয়াময় হস্তের যা তাদের দিকে প্রসারিত হবে এবং তারা যে অন্ধকারে ঘুরপাক খাচ্ছে তা থেকে তাদের উদ্ধার করবে।

*** *** ***

ঠিক তখন আল্লাহ তা'আলা গোটা মানবতাকে নির্মাণকারী, দয়াময় এক হাত দ্বারা অনুগ্রহ করতে চাইলেন।

সহসা দেখা গেল তা সৃষ্টির সেরা মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাত

আল্লাহর পবিত্র কিতাব

তাই অতি দ্রুত হযরত সা'আদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস রাযি. হিদায়াত ও সত্যের আহবানে সাড়া দিলেন এবং পুরুষদের মাঝে যে তিনজন

সর্বাগ্রে ঈমান এনেছিলেন তিনি তাঁদের তৃতীয়জন হলেন, অথবা যে চারজন সর্বাগ্রে ঈমান এনেছিলেন তিনি তাঁদের চতুর্থজন হলেন।

একারণে তিনি প্রায়ই গর্ব করে বলতেন, আমি সাত দিন কাটিয়েছি আর আমি তখন ইসলামের তিনজনের একজন।

*** *** ***

হযরত সা'আদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস রাযি. ইসলাম গ্রহণ করলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনেক আনন্দিত হলেন। কারণ হযরত সা'আদের মাঝে ছিল আভিজাত্যের আভা, পৌরষত্বের বিকাশ যা সুসংবাদ দিচ্ছিল যে, এই চিকন চাঁদটি শীঘ্রই কয়েকদিনের মধ্যে পূর্ণিমার চাঁদে রূপান্তরিত হবে।

আর হযরত সা'দের এতো উঁচু বংশমর্যাদা ও ইজ্জত রয়েছে যা মক্কার যুবকদেরকে তার পথে চলতে এবং চলতে চলতে ইসলাম গ্রহণ করতে উদ্বুদ্ধ করে।

তদুপরি হযরত সা'আদ রাযি. রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মামা ছিলেন। কারণ তিনি ছিলেন বনু জুহরা বংশের আর বনু জুহরা হল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাতা আমেনা বিনতে ওহাবের বংশ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার এই মামাকে নিয়ে গর্ব করতেন।

বর্ণিত আছে, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কয়েকজন সাহাবীর সাথে বসে ছিলেন। তখন হযরত সা'আদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস রাযি. কে আসতে দেখে সাহাবীদের বললেন, ইনি হলেন আমার মামা। সুতরাং কেউ পারলে তার এমন মামা দেখাক।

*** *** ***

কিন্তু হযরত সা'আদ ইবনে আবু ওয়াক্কাসের ইসলাম গ্রহণ সহজ সরলভাবে অতিবাহিত হল না। মুমিন যুবক অত্যন্ত কঠিন ও নিষ্ঠুর নির্যাতন-নিপীড়নের সম্মুখীন হলেন। অবশেষে তার প্রতি নিষ্ঠুরতা ও

কাঠিণ্য এমন এক পর্যায়ে পৌঁছল যে আল্লাহ তা'আলা তাঁর শানে কুরআনে আয়াত অবতীর্ণ করলেন...

আমরা এখন হযরত সা'আদ রাযি. কে কথা বলার সুয়োগ দিব। তিনি আমাদেরকে এ অভাবনীয় পরীক্ষার খবর শুনাবেন।

হযরত সা'আদ রাযি. বলেন, ইসলাম গ্রহণ করার তিন দিন পূর্বে আমি স্বপ্নে দেখলাম, আমি যেন নিকষ কালো অন্ধকারে ডুবে যাচ্ছি। আমি যখন তার ঢেউগুলোর মাঝে হাবুডুবু খাচ্ছিলাম, তখন সহসা আমার সামনে একটি চাঁদ আলোকময় হয়ে উঠল। আমি দেখলাম, আমার সামনে কিছু লোক আমাকে অতিক্রম করে সেই চাঁদের দিকে এগিয়ে গেছে ...

আমি যায়েদ ইবনে হারেছা, আলী ইবনে আবু তালেব এবং আবু বকর সিদ্দীককে দেখতে পেলাম।

আমি তাঁদের বললাম, আপনারা কখন থেকে এখানে? তারা বললেন, এইতো সবে মাত্র পৌঁছেছি। পরদিন বেশ বেলা হয়ে যাওয়ার পর জানতে পারলাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গোপনে ইসলামের দিকে আহবান করছেন। তখন অনুধাবন করলাম, আল্লাহ আমার কল্যাণ কামনা করেন এবং আমাকে তাঁর মাধ্যমে অন্ধকার থেকে আলোতে নিয়ে যেতে ইচ্ছে করেছেন।

আমি দ্রুত তাঁর নিকট গেলাম এবং জিয়াদ উপত্যকায় তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করলাম। তিনি তখন সবেমাত্র আসরের নামায পড়েছেন। আমি ইসলাম গ্রহণ করলাম। স্বপ্নে আমি যাদেরকে দেখেছি তাঁরা ছাড়া আর কেউ আমার আগে ইসলাম গ্রহণ করনি।

তারপর হযরত সা'আদ রাযি. তাঁর ইসলাম গ্রহণের কাহিনীটি বর্ণনা করে বলেন,

আমার মা আমার ইসলাম গ্রহণের সংবাদ শুনে খুব ক্রুদ্ধ হলেন। আর আমি ছিলাম মায়ের অনুগত এক যুবক। মা কে খুব ভালবাসতাম। তিনি আমাকে বলতে লাগলেন,

হে সা'আদ ! তুমি এটা আবার কোন ধর্ম গ্রহণ করলে? তোমাকে তো তা তোমার পিতা-মাতার ধর্ম থেকে ফিরিয়ে দিচ্ছে... আমি আল্লাহর শপথ করে বলছি, তুমি তোমার নতুন ধর্ম ছেড়ে দাও, না হয় আমি পানাহার না করে মরে যাব। আর লোকেরা এ কারণে চিরকাল তোমাকে লাঞ্ছনা দিবে।

আমি তখন বললাম, হে মা! আপনি তা করবেন না। আমি আমার ধর্মকে কোন কারণেই ত্যাগ করব না।

কিন্তু তিনি আমাকে ধমকাতেই লাগলেন। তিনি পানাহার ত্যাগ করলেন। কয়েকদিন এমনি অবস্থায় কাটিয়ে দিলেন। ফলে তার শরীর শুকিয়ে গেল। হাড় দুর্বল হয়ে গেল । শক্তি নিঃশেষ হয়ে গেল।

আমি কিছুক্ষণ পর পর তার নিকট আসতে লাগলাম। তাকে কিছু খাবার বা পানীয় গ্রহণের আবেদন করতে লাগলাম। আর তিনি তা কঠিন ভাবে অস্বীকার করতে লাগলেন এবং শপথ করতে লাগলেন, আমি আমার ধর্ম ত্যাগ না করলে তিনি আমরণ পানাহার করবেন না।

আমি তখন তাকে বললাম, হে মা ! আমি আপনাকে অধিক ভালবাসা সত্ত্বেও আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে তার চেয়েও অধিক ভালবাসি... আল্লাহর শপথ করে বলছি, আপনার যদি এক হাজার প্রাণ হয় আর তা একের পর এক বেরিয়ে যায় তাহলেও আমি আমার এই ধর্মকে কিছুতেই ত্যাগ করব না।

আমার প্রচণ্ড মনোবল দেখে তিনি নরম হলেন। অনিচ্ছা সত্ত্বেও পানাহার করলেন। তখন আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত অবতীর্ণ করলেন।

وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلى أَنْ تُشْرِكَ بِيْ مَا لَيْس لَكَ بِه عِلْمٌ فَلاَ تُطِعْهُمَا وَ صَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفاً

যদি তারা আমার সাথে এমন বিষয়ের শরিক করার জন্য বল প্রয়োগ করে যার তোমার কোন জ্ঞান নেই, তাহলে তুমি তাদের আনুগত্য করো না আর দুনিয়াতে তাদের সাথে সৎভাবে সাহচর্য অবলম্বন কর। (সূরা লুকমান)

হযরত সা'আদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস রাযি. এর ইসলাম গ্রহণের দিবসটি মুসলমানদের প্রতি অনুগ্রহের এক মহান দিবস ছিল। ইসলামের জন্য এক অধিক কল্যাণময় দিবস ছিল।

বদরের দিবসে হযরত সা'আদ রাযি. ও তাঁর ভাইয়ের এক ঐতিহাসিক অবস্থান ছিল। সে দিন হযরত উমাইর রাযি. ছিলেন কিশোর। যুদ্ধের পূর্বে যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসলিম যোদ্ধাদের পরিদর্শন করছিলেন তখন হযরত উমাইর রাযি. এ ভয়ে লুকাচ্ছিলেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে দেখে বয়সের স্বল্পতার কারণে ফিরিয়ে দিবেন। সত্যিই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে দেখে ফিরিয়ে দিলেন। তখন হযরত উমাইর রাযি. কাঁদতে লাগলেন। ফলে রাসূলের হৃদয় সিক্ত হল এবং তিনি তাকে জিহাদে যাওয়ার অনুমতি প্রদান করলেন।

হযরত সা'আদ রাযি. তখন আনন্দে এগিয়ে এলেন এবং তরবারীর খাপটি তার কাঁধে বেঁধে দিলেন। তারপর দুই ভাই আল্লাহর পথে জিহাদে বেরিয়ে পড়লেন।

যুদ্ধ শেষে হযরত সা'আদ রাযি. একা মদীনায় ফিরে এলেন। আর হযরত উমাইর রাযি. কে বদরে শহীদ অবস্থায় রেখে এলেন। আল্লাহর নিকট তাঁর বিচ্ছেদের পূণ্য কামনা করলেন।

*** *** ***

উহুদের যুদ্ধে যখন পদসমূহ প্রকম্পিত হয়ে গিয়েছিল আর মুসলমানগণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ছেড়ে বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়েছিল। এমনকি দশ জনের চেয়ে কম লোক রাসূলের পাশে রইল তখন সা'আদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস রাযি. তুনীর নিয়ে রাসূলকে রক্ষা করতে লাগলেন। প্রত্যেকটি তীরের আঘাতে তিনি একেক জন কাফেরকে হত্যা করতে লাগলেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে এমনি ভাবে তীর নিক্ষেপ করতে দেখে উৎসাহ দিয়ে বললেন,

ارْمِ سَعْدُ   ارْمِ فِدَاكَ أَبِي وَ أُمِّي

সা'আদ! তুমি তীর ছুঁড়ে মার   আমার পিতা ও মাতা তোমার জন্য উৎসর্গ হোক, তুমি তীর ছুঁড়ে মার।

*** *** ***

কিন্তু হযরত সা'আদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস রাযি. মর্যাদার শীর্ষে পৌঁছলেন যখন হযরত উমর ফারুক রাযি. পারসিকদের সাথে এমন যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তে ইচ্ছে করলেন যা তাদের সাম্রাজ্যকে ধ্বংস করে দিবে, তাদের সিংহাসনকে নিঃশ্চিহ্ন করে দিবে এবং ভূপৃষ্ঠ থেকে পৌত্তলিকতার শিকড় উপড়ে ফেলবে। তাই দিকদিগন্তের প্রাদেশিক গভর্ণরদের নিকট এ মর্মে পত্র পাঠালেন যে, যার অস্ত্র আছে, যার ঘোড়া আছে, যার মাঝে বীরত্ব আছে, বুদ্ধিমত্তা আছে, বক্তৃতা বা কবিতা আবৃত্তির বৈশিষ্ট্য আছে অথবা অন্য কিছু আছে যা দ্বারা সে যুদ্ধে সাহায্য করতে পারে তাকে আমার নিকট পাঠিয়ে দাও।

তাই সব দিক থেকে আগত মদীনায় মুজাহিদদের দল মদীনায় উপচে পড়তে লাগল। মুজাহিদদের দল পরিপূর্ণ হয়ে গেলে হযরত উমর ফরুক রাযি. আহলে শুরা সাহাবীদের সাথে এ ব্যাপারে পরামর্শ করতে লাগলেন। "কাকে এ বিশাল বাহিনীর সেনাপতি বানাবেন, কার নিকট নেতৃত্ব অর্পণ করবেন"। তখন তারা সমকণ্ঠে বললেন,

الأَسَدُ عَادِياً   سَعْدُ بنُ أَبِي وَقَّاصٍ

আক্রমণকালে যিনি সিংহ ... সেই সা'আদ ইবনে আবি ওয়াক্কাসই এর যোগ্য। তখন হযরত উমর রাযি. তাঁকে ডেকে পাঠালেন এবং তাঁকে বাহিনীর পতাকা অর্পণ করলেন।

*** *** ***

এ বিশাল বাহিনী মদীনা থেকে রওয়ানা দেয়ার ইচ্ছে করলে হযরত উমর রাযি. দাঁড়িয়ে তাদের বিদায় জানালেন ও সেনাপতিকে উপদেশ দিয়ে বললেন,

হে সা'আদ! এ কথা যেন তোমাকে আল্লাহর ব্যাপারে ধোঁকায় না ফেলে যে, "তুমি রাসূলের মামা, রাসূলের সাহাবী" কারণ আল্লাহ্ তা'আলা পূণ্যকে পূণ্য দ্বারা ধ্বংস করেন না। বরং তিনি পূণ্য দ্বারা পাপকে ধ্বংস করেন।

হে সা'আদ! আনুগত্য ছাড়া অন্য কিছুর মাধ্যমে আল্লাহর ও অন্য কারো মাঝে সম্পর্ক সৃষ্টি হয় না। সুতরাং আল্লাহর নিকট মর্যাদাবান ও মর্যাদাহীন সবাই সমান। আল্লাহ্ তাদের রব আর তারা তাদের বান্দা । তাকওয়ার মাধ্যমেই তারা শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করে আর আনুগত্যের মাধ্যমেই আল্লাহর করুণা অর্জন করে। সুতরাং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে যা করতে দেখেছো তা আঁকড়ে ধর, তা-ই নির্দেশ।

মুবারক বাহিনী যাত্রা শুরু করল। তাতে রয়েছেন নিরানব্বই জন বদরী সাহাবী, তিন শতের বেশি এমন সাহাবী যাঁরা বাইয়াতে রিযওয়ানের পর রাসূলের সাহচর্য অবলম্বন করেছেন, আর তিন শত এমন সাহাবী যাঁরা মক্কা বিজয়ে রাসূলের সাথে উপস্থিত ছিলেন, আর সাত শত সাহাবায়ে কেরামের পুত্র।

***   ***   ***

হযরত সা'আদ রাযি., ছুটে গেলেন এবং কাদেসিয়ায় সৈন্য সমাবেশ করলেন। কাদেসিয়ার যুদ্ধের শেষ দিবসে মুসলমানগণ প্রতিজ্ঞা করলেন, এ দিনের যুদ্ধই হবে চূড়ান্ত যুদ্ধ। তাই তারা শত্রুদের চারদিক থেকে ঘিরে ফেলল যেমনি ভাবে বাহুবন্ধের কড়া বাহুকে চারদিক থেকে ঘিরে ফেলে। তাঁরা "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ও আল্লাহু আকবার" এর তাকবীর দিতে দিতে সব দিক থেকে শত্রুদের সারিসমূহের মাঝে ঢুকে পড়ল।

সহসা সবাই দেখল, পারস্য বাহিনীর সেনাপতি রুস্তমের মাথা মুসলমানদের বর্শার উপরে দুলছে। আর সাথে সাথেই শত্রুদের অন্তরে ভয়-ভীতি ছড়িয়ে পড়ল। অবস্থা এমন হল যে, মুসলমান পারস্য সৈন্যের দিকে ইংগিত করত । তারপর তার নিকট এসে তাকে হত্যা করত। অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাকে তার অস্ত্র দিয়েই হত্যা করেছে।

আর যুদ্ধলব্ধ সম্পদের পরিমাণের ব্যাপারে তুমি যা ইচ্ছে তাই বলতে পার , তবে নিহতদের ব্যাপারে তোমার এতটুকু জানলেই যথেষ্ট যে, যারা পানি নিমজ্জিত হয়ে মরেছে তাদের সংখ্যাই ত্রিশ হাজারে পৌছেছে।

*** *** ***

হযরত সা'আদ রাযি. দীর্ঘ আয়ু পেয়েছিলেন। আর আল্লাহ তাঁকে প্রচুর সম্পদ দিয়েছিলেন। কিন্তু মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এলে তিনি একটি পুরাতন পশমের জুব্বা নিয়ে আসতে বললেন। তারপর বললেন, আমাকে তা দ্বারা কাফন দিবে, কারণ বদরের যুদ্ধে আমি তা পরিধান করে কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছি ...

তাই আমি তা পরিধান করে আল্লাহর সাথেও সাক্ষাৎ করতে চাই।

হযরত হুযাইফা ইবনে ইয়ামান রাযি.

صَاحِبُ سِرِّ رَسُولِ اللهِ صَلَّيَّ اللهُ عَلَيه وَسَلَّم

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একান্ত গোপন বিষয়সমূহ যিনি জানতেন।

مَا حَدَّثَكُمْ حُذَيْفَةُ فَصَدِّقُوْهُ وَ مَا أَقْرَأَكُمْ عَبْدُ اللهِ بنُ مَسْعُودٍ فَاقْرَؤُوهُ

হুযাইফা তোমাদের যা বলে তোমরা তা বিশ্বাস কর, আর আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ তোমাদের যা শিখায় তোমরা তা শিখ।

... মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

হযরত হুযাইফা ইবনে ইয়ামান রাযি.

"যদি তুমি চাও তাহলে মুহাজিরদের মাঝে গণ্য হবে আর যদি চাও তাহলে আনসারদের মাঝে গণ্য হবে"।

মক্কায় সর্ব প্রথম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে হযরত হুযাইফা ইবনে ইয়ামান রাযি.এর সাক্ষাৎ হলে রাসূল তাঁকে সম্বোধন করে এ কথাগুলো বলেছিলেন।

মুসলমানদের নিকট সবচেয়ে প্রিয় ও অধিক সম্মানী দুই দলের মাঝে যে কোন একটি দলকে গ্রহণের অধিকার দেয়ার মাঝে একটি কাহিনী রয়েছে।

হযরত হুযাইফা রাযি.-এর পিতা ইয়ামান-বনু আবস বংশোদ্ভুত মক্কার অধিবাসী ছিলেন। কিন্তু তিনি তার বংশের জনৈক ব্যক্তিকে হত্যা করার কারণে মক্কা ত্যাগ করে মদীনায় চলে যেতে বাধ্য হন। সেখানে গিয়ে বনু আব্দুল আশহাল গোত্রের সাথে মৈত্রী চুক্তিতে আবদ্ধ হন এবং তাদের মাঝে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করেন। ফলে তার ছেলে হুযাইফা জন্ম গ্রহণ করেন।

তারপর মক্কায় প্রবেশের সকল বাঁধা ইয়ামেনের সামনে থেকে বিদূরিত হয়ে গেল। তাই তিনি মক্কা ও মদীনায় যাতায়াত করতে লাগলেন। তবে মদীনায়ই তার অবস্থান অধিক ও ঘনিষ্ট ছিল।

ইসলামের সূর্য আরব উপদ্বীপে স্বনূরে উদ্ভাসিত হলে হযরত হুযাইফা রাযি. এর পিতা ইয়ামান ছিলেন বনু আবস গোত্রের দশ জনের একজন, যাঁরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে তাঁদের সামনে ইসলাম গ্রহণের ঘোষণা দিয়েছিলেন। আর তা মদীনায় হিজরত করার পূর্বে ঘটেছিল। এভাবেই হযরত হুযাইফা রাযি. ছিলেন মক্কার অধিবাসী আর মদীনায় প্রতিপালিত।

*** *** ***

হযরত হুযাইফা ইবনে ইয়ামান রাযি. মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। এবং ইসলাম গ্রহণে অগ্রগামী পিতামাতার কোলে প্রতিপালিত হন। তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখার পূর্বেই তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন।

*** *** ***

রাসূলের সাথে সাক্ষাতের আগ্রহ তাঁর অন্তরকে পরিপূর্ণ করে রেখেছিল। তাই ইসলাম গ্রহণের পর থেকেই তিনি সংবাদের তালাশে থাকতেন। রাসূলের গুণাবলী সম্পর্কে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করতেন। ফলে তা তাঁর আগ্রহ আর উৎসাহকে বৃদ্ধি করত।

তাই তাঁর সাথে সাক্ষাতের জন্য তিনি মক্কায় আগমন করলেন। রাসূলকে দেখেই তিনি প্রশ্ন করলেন,

ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি মুহাজির, না আনসার?

রাসূল বললেন, "যদি তুমি চাও তাহলে মুহাজিরদের মাঝে গণ্য হবে আর যদি চাও তাহলে আনসারদের মাঝে গণ্য হবে"।

তখন তিনি বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তাহলে আমি আনসারী।

*** *** ***

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হিজরত করে মদীনায় এলে দেহের সাথে চোখ লেগে থাকার ন্যায় তিনি রাসূলের সাথে লেগে রইলেন এবং বদরের যুদ্ধ ছাড়া সব যুদ্ধে রাসূলের সাথে থাকলেন।

বদরের যুদ্ধে তার অনুপস্থির একটি কাহিনী রয়েছে ,যা তিনি নিজেই বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন,

আমি ও আমার পিতা মদীনার বাইরে ছিলাম। একারণেই আমরা বদরের যুদ্ধে উপস্থিত হতে পারিনি। মক্কার কুরাইশরা আমাদের ধরে বলল, তোমরা কোথায় যাচ্ছো? আমরা বললাম, আমরা মদীনায় যাচ্ছি। তারা বলল, তোমরা মুহাম্মাদের নিকট যাচ্ছো। আমর বললাম, আমরা মদীনায়ই যাচ্ছি। তখন তারা আমাদের থেকে প্রতিশ্রুতি নিল, আমরা

তাদের বিরুদ্ধে মুহাম্মদকে সাহায্য করব না এবং তাদের সাথে যুদ্ধ করব না। তারপর তারা আমাদের ছেড়ে দিল।

আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে কুরাইশদের সাথে আমাদের কৃত প্রতিশ্রুতির সংবাদ দিলাম। তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, এখন আমরা কী করব?

তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,

نَفِي بِعَهْدِهِمْ وَنَسْتَعِينُ عَلَيْهِمْ بِاللَّه

আমরা তাদের সাথে কৃত প্রতিশ্রুতি পূরণ করব এবং তাদের বিরুদ্ধে আল্লাহর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করব।

*** *** ***

উহুদের যুদ্ধে হযরত হুযাইফা রাযি. তাঁর পিতার সাথে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। হুযাইফা তাতে মরণপণ যুদ্ধ করলেন এবং নিরাপদে তা থেকে বেরিয়ে এলেন আর তাঁর পিতা সেখানে শহীদ হলেন। তবে তাঁর শাহাদাত বরণ মুসলমানদের তরবারী দ্বারাই হল , মুশরিকদের তরবারী দ্বারা নয়। তার একটি কাহিনী আছে, যা আমি উপস্থাপন করছি।

উহুদের দিবসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত ইয়ামান ও হযরত সাবেত ইবনে ওয়াক্স রাযি. কে দুর্গে মহিলা ও শিশুদের সাথে রেখে গেলেন। কারণ তাঁরা অত্যন্ত বয়োবৃদ্ধ ছিলেন। যুদ্ধ প্রচণ্ড আকার ধারণ করলে ইয়ামান রাযি. তাঁর সাথীকে বললেন, ছি, আমরা কিসের অপেক্ষা করছি!? আল্লাহর শপথ করে বলছি, আমাদের জীবনের তো এতোটুকু সময় বাকি আছে যে সময়ে গাধা তৃপ্তির সাথে পানি পান করে। আর আমরাতো আজ বা কাল মরে যাব। তাই এসো আমরা তরবারী নিয়ে রাসূলের সাথে মিলিত হই এবং যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ি। হয়তো আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে তাঁর রাসূলের সাথে শাহাদাত দান করবেন।... তারপর তাঁরা তাদের তরবারী নিয়ে লোকদের মাঝে ঢুকে পড়লেন। যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়লেন।

হযরত সাবেত ইবনে ওয়াক্‌স রাযি.কে আল্লাহ্ তা'আলা মুশরিকদের হাতে শাহাদাত দান করলেন। আর হযরত হুযাইফা রাযি. এর পিতা হযরত ইয়ামান রাযি.-এর উপর মুসলমানদের তরবারী একের পর এক আঘাত হানতে লাগল। কারণ তাঁরা তাকে চিনতে পারেনি। আর হযরত হুযাইফা রাযি."আমার পিতা, আমার পিতা" বলে চিৎকার করতে লাগলেন। কিন্তু তাঁর কথা কেউ শুনল না। আর বৃদ্ধ তাঁর সাথীদের তরবারীর আঘাতে লুটিয়ে পড়লেন। হযরত হুযাইফা রাযি. তখন এতটুকই বললেন, আল্লাহ্ তোমাদের ক্ষমা করুন, তিনি সর্বাধিক দয়ালু।

তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে তাঁর পিতার রক্তের বিনিময় দিতে চাইলেন। হযরত হুযাইফা রাযি. বললেন, তিনিতো শাহাদাতের প্রত্যাশী ছিলেন।

তিনি তা অর্জন করেছেন। হে আল্লাহ! আপনি সাক্ষী থাকুন, আমি তাঁর রক্তের বিনিময় মুসলমানদের জন্য দান করলাম। ফলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট তাঁর মর্যাদা বৃদ্ধি পেল।

*** *** ***

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত হুযাইফা ইবনে ইয়ামান রাযি.-এর গভীরে অনুপ্রবেশ করলেন। তখন তাঁর নিকট তিনটি চরিত্র ফুটে উঠল।

অসাধারণ মেধাশক্তি, যা তাঁকে কঠিন বিষয় সমাধান করতে সহায়তা করে...

তীক্ষ্ণ অনুগত বুঝশক্তি, যা তাঁর ডাকে সাড়া দেয় যখনই তিনি ডাকেন...

গোপন বিষয়কে লুকিয়ে রাখার অসাধারণ শক্তি, যার গভীরে কেউ পৌঁছতে পারে না

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নীতি তাঁর সাথীদের বৈশিষ্ট্য উৎঘাটন ও তাঁদের মাঝে লুকায়িত শক্তিকে কাজে লাগিয়ে পরিচালিত হত। তা হত যোগ্য ব্যক্তিকে তার যোগ্যস্থানে ব্যবহার করে।

*** *** ***

মদীনায় মুসলমানদের সবচেয়ে বড় সমস্যা ছিল ইহুদী ও তাদের সহযোগী মুনাফেকদের উপস্থিতি এবং মহা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবীদের বিরুদ্ধে তাদের ষড়যন্ত্র।

তাই মহা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত হুযাইফা ইবনে ইয়ামান রাযি. এর নিকট মুনাফিকদের নাম বলে দিলেন। এটা এমন এক গোপন বিষয় যা তাকে ছাড়া আর কাউকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেননি। তারপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে নির্দেশ দিলেন, তাদের কর্মকাণ্ড পর্যবেক্ষণ করতে, তাদের উদ্যোগের খবরাখবর রাখতে, ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে তাদের ষড়যন্ত্র প্রতিহত করতে...

সেদিন থেকে হযরত হুযাইফা ইবনে ইয়ামান রাযি. কে صَاحِبُ سِرِ رَسُولِ الله (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গোপন বিষয় সর্ম্পকে অবহিত ব্যক্তি) নামে ডাকা হত।

*** *** ***

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত হুযাইফা ইবনে ইয়ামান রাযি. এর যোগ্যতাকে কাজে লাগালেন সবচেয়ে কঠিন সময়ে এবং তাঁর অসাধারণ মেধাশক্তি ও তীক্ষ্ণ বুঝশক্তিকে কাজে লাগালেন অত্যন্ত প্রয়োজনের সময়ে। আর তা ছিল খন্দকের যুদ্ধের সময়, যখন শত্রুরা মুসলমানদেরকে চারদিক থেকে ঘিরে ফেলেছিল। তাঁদের বিরুদ্ধে অবরোধ দীর্ঘ হয়েছিল। বিপদ প্রচণ্ড আকার ধারণ করেছিল। বিপদ আর কষ্ট চূড়ান্তে পৌঁছেছিল। এমনকি চক্ষু বিস্ফারিত হয়েছিল। হৃদয় কণ্ঠনালীতে পৌঁছেছিল। মুসলমানদের কেউ কেউ আল্লাহর ব্যাপারে খারাপ ধারণা করেছিল।

কুরাইশ ও তাদের মিত্র মুশরিকরা এ কঠিন মুহূর্তে মুসলমানদের চেয়ে ভাল অবস্থায় ছিল না।

আল্লাহ তা'আলা তাদের উপর এমন গযব নাযিল করলেন যা তাদের শক্তিকে দুর্বল করে দিল, তাদের মনোবলকে প্রকম্পিত করে দিল। তিনি তাদের উপর এমন ঝঞ্ঝাবায়ু প্রেরণ করলেন যা তাবুকে উপড়ে ফেলে দিল। পাতিলকে উল্টে দিল। আগুন নিভিয়ে দিল। তাদের চোখে মুখে কঙ্কর নিক্ষেপ করল। মাটি দিয়ে চোখ ও নাকের ছিদ্র বন্ধ করে দিল।

*** *** ***

যুদ্ধ-ইতিহাসের এ কঠিন সময়ে পরাজিত দল প্রথম আহাজারী করে আর বিজয়ী দল চোখের পলকে আত্মনিয়ন্ত্রণ করে নেয়।

যখন যুদ্ধের শেষপরিণতি লিপিবদ্ধ হয় সেই মুহূর্তগুলোতে অবস্থার মূল্যায়নের জন্য এবং পরামর্শের জন্য বাহিনীর খবরাখবর সংগ্রহ করাই অধিক গুরুত্বপূর্ণ কাজ হয়ে যায় ।

একারণেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত হুযাইফা ইবনে ইয়ামান রাযি. এর শক্তি ও অভিজ্ঞতার প্রয়োজন অনুভব করলেন এবং চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়ার পূর্বে শত্রুবাহিনীর সংবাদ সংগ্রহের জন্য রাতের অন্ধকারে তাঁকে শত্রুবাহিনীর মাঝে প্রেরণের ইচ্ছে করলেন।

এসো আমরা তাঁকে এ মৃত্যু যাত্রার ঘটনা বলার অবকাশ দেই।

হযরত হুয়াইফা ইবনে ইয়ামান রাযি. বলেন,

আমরা সে রাতে সারিবদ্ধভাবে বসেছিলাম। আবু সুফিয়ান ও তার সঙ্গী মক্কার মুশরিকরা আমাদের উপরে ছিল। আর ইহুদীদের বনু কুরাইজার লোকেরা আমাদের নিচে ছিল। আমরা আমাদের নারী ও সন্তানদের ব্যাপারে শঙ্কিত ছিলাম। ইতিপূর্বে আমাদের উপর এতো মারাত্মক অন্ধকার রজনী আসেনি। এতো প্রবল বায়ুময় রজনী আসেনি। বজ্রের ন্যায় তার বায়ুর আওয়াজ। অন্ধকারের প্রচণ্ডতার কারণে আমাদের কেউ তার আঙ্গুল পর্যন্ত দেখছিল না ...

ফলে মুনাফিকরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট অনুমতি চেয়ে বলতে লাগল, আমাদের বাড়িতো শত্রুদের জন্য উন্মুক্ত। অথচ তা উন্মুক্ত নয়। তাই তাদের যারাই অনুমতি চাইল রাসূল সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের অনুমতি দিলেন। আর তারা সন্তর্পণে পালিয়ে গেল। অবশেষে আমরা তিনশ বা অনুরূপ সংখ্যক বাকি রইলাম।

*** *** ***

তখন মহা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাঁড়িয়ে গেলেন এবং আমাদের একেক জনের পার্শ্ব অতিক্রম করতে লাগলেন। অবশেষে আমার নিকট এলেন। আমার গায়ে তখন আমার স্ত্রীর চাদর ছাড়া আর কিছুই ছিল না, যা আমার হাটু পর্যন্ত অতিক্রম করছে না।

তিনি আমার নিকটে এলেন। আমি তখন মাটিতে বুক চেপে শুয়ে আছি। বললেন, এ কে?

আমি বললাম, আমি হুযাইফা। হযরত হুযাইফা রাযি. বলেন, আমি তখন প্রচণ্ড ক্ষুধা আর শীতের কারণে দাঁড়ানোকে ভাল মনে না করে মাটির সাথে কুচকে রইলাম। বললাম, হ্যাঁ, ইয়া রাসূলুল্লাহ!

রাসূল বললেন, নিশ্চয় আমাদের বিজয় হবে। সুতরাং তুমি সন্তর্পণে তাদের বাহিনীর নিকট যাও এবং তাদের সংবাদ নিয়ে আস...

আমি বেরিয়ে পড়লাম। অথচ আমি তখন অত্যন্ত আতঙ্কিত, শীতার্ত। তাই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হে আল্লাহ! সামনে, পিছনে, ডানে, বামে, উপরে নিচে সব দিক থেকে তাকে হিফাজত কর।

আল্লাহর শপথ করে বলছি, রাসূলের দু'আ শেষ হতে না হতেই আল্লাহ তা'আলা আমার অন্তরের সব ভয় ও আতঙ্ক তুলে নিলেন। আমার শরীর থেকে সব শীত দূর করে দিলেন।

আমি যখন রওনা দিচ্ছি তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে ডেকে বললেন, হে হুযাইফা! আমার নিকট ফিরে আসার আগে কোন কিছু ঘটাবে না। আমি বললাম, হ্যাঁ, তাই হবে। আমি রাতের অন্ধকারে সন্তর্পণে বেরিয়ে পড়লাম এবং মুশরিকদের বাহিনীর মাঝে প্রবেশ করলাম। আমি তাদের একজন হয়ে গেলাম।

কিছুক্ষণ পরই আবু সুফিয়ান বক্তৃতা দিতে দাঁড়াল। বলল,

হে কুরাইশের লোকেরা ! আমি তোমাদের একটি কথা বলব। তবে আমি ভয় পাচ্ছি, তা মুহাম্মাদের নিকট পৌঁছে যাবে। সুতরাং তোমাদের প্রত্যেকে তার পাশে উপবিষ্ট ব্যক্তিকে পরখ করে নাও। তাই আমি সাথে সাথে আমার পাশে উপবিষ্ট ব্যক্তির হাত ধরে বললাম, তুমি কে? সে বলল, আমি অমুকের ছেলে অমুক।

তখন আবু সুফিয়ান বলল, হে কুরাইশের লোকেরা ! আল্লাহর শপথ করে বলছি, তোমরা কোন স্থির অবস্থান ক্ষেত্রে সকাল করছি না। আমাদের বাহনগুলো মরে গেছে। বনু কুরাইজা আমাদের থেকে দূরে সরে গেছে। আর বায়ুর প্রচণ্ডতায় আমরা যা পেয়েছি তা তোমরা দেখছো। সুতরাং ফিরে চল। আমি ফিরে চলছি। তারপর সে তার উটের নিকট গিয়ে তার রশি খুলল। তাতে উঠে বসল। তারপর প্রহার করতেই তা উঠে দাঁড়াল... রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে কোন কিছু ঘটাতে নিষেধ না করলে আমি তীরের আঘাতে তাকে হত্যা করে তবেই ফিরে আসতাম।

আমি তখন মহা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট ফিরে এলাম। দেখলাম, তিনি তাঁর এক স্ত্রীর চাদর গায়ে দিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নামায পড়ছেন। আমাকে দেখেই তিনি তাঁর পায়ের নিকট আমাকে টেনে নিলেন এবং চাদরের অংশ আমার উপর ছুঁড়ে দিলেন। আমি তাঁকে সংবাদ দিলাম। তিনি তাতে অত্যন্ত আনন্দিত হলেন। আল্লাহর প্রশংসা ও গুণকীর্তন করলেন।

*** *** ***

সারা জীবন হযরত হুযাইফা ইবনে ইয়ামান রাযি. মুনাফিকদের গোপন বিষয়সমূহ আমানত রাখলেন আর খলীফারা মুনাফিকদের বিষয়ে তাঁর নিকট গিয়ে জিজ্ঞেস করতেন। এমনকি কোন মুসলমান ইনতেকাল করলে হযরত উমর ইবনে খাত্তার রাযি. জিজ্ঞেস করতেন,

হুযাইফা কি তার জানাযার নামাযে উপস্থিত হয়েছে ?... যদি বলত, হ্যাঁ। তাহলে জানাযার নামায পড়তেন। আর যদি বলত, না। তাহলে সন্দেহ করতেন এবং নামায পড়া থেকে বিরত থাকতেন।

একদা তাঁকে হযরত উমর ইবনে খাত্তাব রাযি. বললেন, আমার প্রাদেশিক গভর্ণরদের মাঝে কি কোন মুনাফিক আছে? হযরত হুযাইফা রাযি. বললেন, হ্যাঁ একজন আছে। হযরত উমর রাযি. বললেন, আমাকে তার সন্ধান দিন। হযরত হুযাইফা রাযি. বললেন, না, আমি তা করব না।

হযরত হুযাইফা রাযি. বলেন, কিন্তু উমর রাযি. তাকে সাথে সাথে বরখাস্ত করে দিলেন। যেন তাঁকে তার সংবাদ দেয়া হয়েছে।

কম মানুষই জানে যে, হযরত হুযাইফা ইবনে ইয়ামান রাযি. মুসলমানদের জন্য নাহাওয়ান্দ, দাইনাওয়ার, হামদান ও রায় শহর জয় করেছেন ...

আল্লাহর কিতাবের ব্যাপারে মুসলমানরা প্রায় দ্বিধাবিভক্ত হওয়ার পর তিনিই তাদেরকে এক মাসহাফে একত্রিত করেছেন।

এ সব কিছুর পর হযরত হুজাইফা ইবনে ইয়ামান রাযি. নিজের ব্যাপারে আল্লাহকে খুব ভয় করতেন। আল্লাহর শাস্তির ভয়ে খুব আতঙ্কিত থাকতেন।

মৃত্যু-ব্যাধি প্রচণ্ড আকার ধারণ করলে মধ্য রাতে কতিপয় সাহাবী তাঁর নিকট এলেন। তিনি তখন বললেন, এটা কোন সময় ?

তাঁরা বললেন, সকাল অতি নিকটে।

তারপর তিনি বললেন,

أَعُوذ بِاللَّه من صَبَاحٍ يُفْضِي بِي إِلي النَّار...... أَعُوذ باللَّه مِن صَبَاحٍ يُفْضِي بِي إِلي النَّار

আমি আল্লাহর নিকট এমন সকাল থেকে পানাহ চাচ্ছি যা আমাকে জাহান্নামে পৌঁছাবে... আমি আল্লাহর নিকট এমন সকাল থেকে পানাহ চাচ্ছি যা আমাকে জাহান্নামে পৌঁছাবে।

তারপর বললেন, তোমরা কি কাফন এনেছো?

তাঁরা বললেন, হ্যাঁ, এনেছি।

তিনি বললেন, কাফনের ব্যাপারে তোমরা বাড়াবাড়ি করো না। যদি আল্লাহর নিকট আমার কোন কল্যাণ থাকে তাহলে তিনি তার বিনিময়ে আমাকে কল্যাণ দান করবেন। আর যদি তা না হয় তাহলে আমার থেকে তা ছিনিয়ে নেয়া হবে...

তারপর বলতে লাগলেন,

اَللّٰهُمَّ إِنَّك تَعْلَمُ أَنِّي كُنْتُ أُحبُّ الْفقْرَ علي الغنىَ وَ أُحبُّ الذّلَةَ على العِّزِّ و أُحبُّ المَوْتَ على الْحَيَاة

হে আল্লাহ! আপনি জানেন, আমি সচ্ছলতার চেয়ে অসচ্ছলতাকে বেশী ভালবাসি। ইজ্জতের চেয়ে লাঞ্ছনাকে বেশী ভালবাসি। জীবনের চেয়ে মৃত্যু কে বেশী ভালবাসি।

তারপর যখন তার রূহ বেরিয়ে যাচ্ছিল তখন তিনি বললেন,

حَبِيْبٌ جَاءَ على حَبِيْبٍ ' لاَ أَفْلحَ مَنْ نَدِمَ

বন্ধু বন্ধুর নিকট এসেছে, লজ্জিত বন্ধু সফল হয় না

আল্লাহ তা'আলা হযরত হুযাইফা ইবনে ইয়ামান রাযি. এর উপর দয়া করুন। তিনি একজন অনন্য প্রকৃতির মানুষ ছিলেন।

হযরত উকবা ইবনে আমের জুহানী রাযি.

لَقَدْ جَعَلَ عُقْبَةُ بنَّ عَامرٍ هَمَّهُ فِي أمْرَينِ اثْنَينِ: العلمِ و الجهَاد

ইলম আর জিহাদ, এ দুটি বিষয়ে উকবা ইবনে আমের জুহানী রাযি. তাঁর চিন্তা-চেতনাকে নিবেদিত করেছেন।

হযরত উকবা ইবনে আমের জুহানী রাযি.

ঐতো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দীর্ঘ প্রতীক্ষা আর উচ্ছাসের পর মদীনা তাইয়্যেবার নিকটবর্তী উঁচু ভূমিতে এসে পৌঁছেছেন।

আর ঐতো মদীনা তাইয়্যেবার লোকেরা রহমতের নবী ও তাঁর সিদ্দীক সাথীর আগমন-আনন্দে পথে পথে ভীড় করছে। তারা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' আর 'আল্লাহু আকবার' তাকবীর ধ্বনি দিচ্ছে।

ঐতো মদীনার পর্দানসীন নারীরা আর তাদের ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা ঘরবাড়ির ছাদে উঠে দূর থেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখার চেষ্টা করছে আর বলছে,

তাদের কোন ব্যক্তি তিনি ? তাদের কোন ব্যক্তি তিনি ?...

আর এইতো রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যাত্রীদলটি ধীর গতিতে সারিবদ্ধ মানুষের মাঝ দিয়ে এগিয়ে আসছে। আগ্রহী প্রাণগুলো তাঁকে ঘিরে আছে। উৎসাহী হৃদয়গুলো তাঁকে পরিবেষ্টন করে আছে। আর তাঁর চার পাশে ছড়ানো হচ্ছে আনন্দাশ্রু আর উল্লাসের মৃদু হাসি।

*** *** ***

কিন্তু হযরত আমের ইবনে জুহানী রাযি. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যাত্রীদলটি দেখেননি। শুভেচ্ছা আর স্বাগতম জ্ঞাপনকারীদের সাথে তিনি তাঁকে স্বাগতম জানিয়ে সৌভগ্যবান হননি।

তার কারণ, তিনি তাঁর ছাগলের পাল চড়ানোর জন্য পল্লীতে গিয়েছিলেন। ছাগলগুলো ছিল খুব ক্ষুধায় আক্রান্ত। খুব আশঙ্কা করছিলেন, ছাগলগুলো হয়তো মারা যাবে। আর এগুলোই ছিল দুনিয়ায় তাঁর একমাত্র সম্বল।

কিন্তু যে আনন্দ মদীনা মুনাওয়ারাকে প্লাবিত করেছে তা মদীনার নিকট ও দূরবর্তী সব পল্লীতে গিয়ে পৌঁছল।

মদীনা তাইয়্যেবার সকল অঞ্চলকে আলোকিত করে তুলল। অবশেষে তার সংবাদ দূরে জনহীন প্রান্তরে ছাগল পালের সাথে অবস্থিত উকবা ইবনে আমের জুহানীর নিকট গিয়ে পৌঁছল।

এসো আমরা হযরত উকবা ইবনে আমের রাযি.কে কথা বলার অবকাশ দেই। তিনি আমাদেরকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে তাঁর সাক্ষাতের কাহিনীটি বর্ণনা করবেন। তিনি বলেন,

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায় আগমন করলেন। আমি তখন আমার বকরীগুলো চড়াচ্ছিলাম। আমার নিকট তাঁর আগমন-সংবাদ পৌঁছলেই আমি ছাগলগুলো ফেলে তাঁর নিকট ছুটে এলাম। কোন দিকে ফিরে তাকালাম না। তাঁর সাথে সাক্ষাৎ হলে আমি বললাম,হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে কি বাইয়াত করবেন? তিনি বললেন, তুমি কে? আমি বললাম, আমি উকবা ইবনে আমের জুহানী। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমার নিকট কোনটি অধিক প্রিয়? তুমি কি গ্রাম্য ব্যক্তির ন্যায় বাইয়াত গ্রহণ করবে, না হিজরতের বাইয়াত গ্রহণ করবে। আমি বললাম, বরং আমি হিজরতের বাইয়াত গ্রহণ করব। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুহাজিরদের ন্যায় বাইয়াত গ্রহণ করলেন। আমি তাঁর সাথে এক রাত কাটিয়ে আবার আমার ছাগলগুলোর নিকট ফিরে এলাম।

*** *** ***

আমরা ইসলাম গ্রহণকারী বার জন লোক ছিলাম। আমরা মদীনা থেকে দূরে পল্লীতে থেকে আমাদের ছাগল চড়াতাম।

আমরা একে অপরকে বললাম, আমাদের মাঝে কোন কল্যাণ নেই যদি আমরা একদিন পর পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে না যাই। তিনি আমাদেরকে আমাদের ধর্মের শিক্ষা দিবেন ও তাঁর উপর আকাশের যে ওহী অবতীর্ণ হয় তা আমাদের শুনাবেন। সুতরাং প্রত্যহ আমাদের একজন মদীনায় যাবে আর তার ছাগলগুলো আমাদের নিকট রেখে যাবে আমরা তা চড়াব।

আমি বললাম, তোমরা একের পর এক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট যাও আর গমনকারী তার ছাগলগুলো আমার নিকট রেখে যাও; কারণ আমি আমার ছাগলগুলো অন্যের নিকট রেখে যাওয়ার ব্যাপারেও অধিক শঙ্কিত ছিলাম।

*** *** ***

তারপর আমাদের সাথীরা একজনের পর আরেকজন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট যেতে লাগল। আর তার ছাগল আমার নিকট রেখে যেতে লাগল। আর আমি তা চড়াতে লাগলাম। সে ফিরে এলে আমি তার থেকে তা গ্রহণ করতাম যা সে শুনেছে, যা সে অর্জন করেছে। কিন্তু কিছু দিন পরই আমি আত্মচেতনায় ফিরে এলাম। নিজকে ধিক্কার দিয়ে বললাম, ছি ছি !! তুমি একি করছো!! কয়েকটি ছাগল মোটা হবে না, অর্থকরী হবে না এ কারণে তুমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহচার্য ত্যাগ করবে, কোন মাধ্যম ছাড়া সরাসরি তাঁর থেকে ইলম গ্রহণ করা ত্যাগ করবে!...

তারপর আমি আমার ছাগলগুলোর চিন্তামুক্ত হলাম এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহচর্যে মসজিদে অবস্থান করার জন্য মদীনায় চলে এলাম।

*** *** ***

হযরত উকবা ইবনে আমের জুহানী রাযি. যখন এই দৃঢ় অনড় প্রতিজ্ঞা করলেন, তখন তাঁর অন্তরে এ কথা উদয় হয়নি যে, এক দশক পরই তিনি আলেম সাহাবায়ে কেরামের মাঝে একজন বিশিষ্ট সাহাবী হবেন, বর্ষীয়ান কারীদের মধ্য হতে একজন কারী হবেন, বিজয়ী মর্যাদাবান সেনাপতিদের মধ্যে একজন সেনাপতি হবেন, ইসলামের হাতেগোনা শাসকদের মধ্য হতে একজন শাসক হবেন।

তিনি যখন ছাগলগুলো থেকে চিন্তামুক্ত হলেন এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নিকট গমন করলেন তখন একটুও ধারণা করেননি যে, সত্বর তিনি সেই বাহিনীর অগ্রসৈনিক হবেন যারা পৃথিবীর কেন্দ্রবিন্দু দামেস্ক

পদানত করবে এবং তার সবুজ বিথীকাকুঞ্জের মাঝে তূমা ফটকের নিকট নিজের জন্য বাড়ি তৈরী করবেন।

তিনি একটুও ভাবেননি, তিনি ঐ সেনাপতিদের একজন হবেন যাঁরা বিশ্বের গাঢ় সবুজ পান্না মিসরকে পদানত করবে। আর তিনি তার একজন শাসক হবেন ও মুকাত্তাম পাহাড়ের চূড়ায় নিজের জন্য বাড়ি তৈরী করবেন। এসব কিছুই অদৃশ্যের অন্তরে লুকায়িত এমন কিছু বিষয় যা আল্লাহ ছাড়া আর কেউ জানেন না।

*** *** ***

হযরত উকবা ইবনে আমের রাযি. ছায়ার ন্যায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামে সাথে লেগে রইলেন। তাই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোথাও গেলেই তিনি তাঁর খচ্চরের লাগাম ধরে সামনে সামনে এগিয়ে যেতেন। আর প্রায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে বাহনের পশ্চাতে তুলে নিতেন। তাই তাঁকে ردیف - رسول الله রাসূলের পশ্চাতারোহী নামে ডাকা হতো। মাঝে মাঝে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর খচ্চর থেকে নেমে যেতেন যেন হযরত উকবা রাযি. তাতে আরোহন করেন আর মহা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে হাটতেন।

হযরত উকবা ইবনে আমের রাযি. বর্ণনা করে বলেন,

আমি মদীনার একটি বনের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিলাম। তখন তিনি আমাকে বললেন, হে উকবা! তুমি কি আরোহণ করবে না?! আমি 'না' বলার কল্পনা করছিলাম। তবে আমি তাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অবাধ্যতার আশঙ্কা করছিলাম। তাই বললাম, হ্যাঁ, ইয়া নবী আল্লাহ! তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর খচ্চর থেকে নেমে গেলেন এবং তাঁর আদেশ পালনে আমি তাতে আরোহন করলাম। ...আর তিনি হাঁটতে লাগলেন। কিছুক্ষণ পরই আমি তা থেকে নেমে পড়লাম এবং মহা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাতে আরোহন করলেন। তারপর আমাকে বললেন, "হে উকবা! আমি কি তোমাকে এমন দু'টি সূরা শিখাব

না, যার মত কোন সূরাকে মনে করা হয় না। আমি বললাম, হ্যাঁ ইয়া রাসূলাল্লাহ! তখন তিনি আমাকে قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ও قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ এ সূরা দু'টি পড়ালেন। তারপর নামায আদায় করা হল। তিনি অগ্রসর হয়ে এ সূরা দুটি দিয়ে নামায পড়ালেন। এবং বললেন, যখনই তুমি ঘুমাবে ও যখনই ঘুম থেকে উঠবে এ সূরা দুটি পাঠ করবে।

হযরত উকবা ইবনে আমের জুহানী রাযি. বলেন, আমি সারা জীবন তা তিলাওয়াত করে আসছি।

*** *** ***

হযরত উকবা ইবনে আমের জুহানী রাযি. তাঁর চিন্তা-চেতনাকে দুটি বিষয়ে নিবেদিত করেছেন, ইলম আর জিহাদে। শরীর ও মন দিয়ে তিনি তাতে ধাবিত হয়েছেন এবং এর জন্য তিনি অকাতরে দান করেছেন।

ইলমের ময়দানে তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইলমের ফোয়ারা থেকে প্রচুর সুমিষ্ট ইলম অর্জন করেছেন। ফলে তিনি ক্বারী, মুহাদ্দিস, ফকীহ, ইলমুল ফরায়েযে অভিজ্ঞ ব্যক্তি, সাহিত্যিক, সুস্পষ্ট ভাষী ও কবি হলেন।

তিনি অত্যন্ত মধুর কণ্ঠে কুরআন তিলাওয়াত করতেন। রাত যখন নীরব হয়ে যেত, পৃথিবী যখন প্রশান্ত হয়ে যেত তখন তিনি কুরআনের সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ তিলাওয়াত শুরু করতেন। তাঁর সাবলীল পাঠের কারণে সাহাবায়ে কেরামের হৃদয় আকর্ষিত হত। তাঁদের হৃদয় ভয়াতুর হত। আল্লাহর ভয়ে তাঁদের চোখ থেকে অশ্রু-ধারা প্রবাহিত হত।

একদা হযরত উমর ইবনে খাত্তাব রাযি. তাঁকে ডেকে বললেন, হে উকবা ! আমাকে আল্লাহর কিতাবের কিছু পাঠ করে শুনাও। তিনি বললেন, অবশ্যই হে আমীরুল মুমিনীন! তারপর তিনি কুরআনে হাকীমের আয়াত থেকে তিলাওয়াত শুরু করলেন। আর হযরত উমর রাযি.অঝোরে কাঁদতে লাগলেন। এমনকি অশ্রু-ধারা তাঁর শ্মশ্রু সিক্ত করে ফেলল।

হযরত উকবা ইবনে আমের রাযি. স্বহস্তে লিপিবদ্ধ কুরআনের একটি নুসখা রেখে যান। তাঁর লিখিত এই নুসখাটি মিসরের উকবা ইবনে আমের

বিশ্ববিদ্যালয়ে বেশ কিছু কাল বিদ্যমান ছিল। সেই নুসখার শেষে লেখা ছিল, كَتَــبه عُقْبَةُ بن عَامر اَلْجُهَنِيُّ এই নুসখাটি উকবা ইবনে আমের জুহানী লিখেছেন।

উকবা ইবনে আমের জুহানীর এই নুসখাটি পৃথিবীতে পাওয়া সবচেয়ে প্রাচীন নুসখা। কিন্তু আমাদের অমূল্য ঐতিহ্য যা হারিয়ে গেছে তার মধ্যে তাও হারিয়ে গেছে। অথচ আমরা গাফেল।

*** *** ***

আর জিহাদের ক্ষেত্রে আমাদের এতটুকু জানাই যথেষ্ট যে, হযরত উকবা ইবনে আমের রাযি. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে উহুদের যুদ্ধে ও পরবর্তী যুদ্ধগুলোতে উপস্থিত ছিলেন। তিনি বর্ম ও শিরস্ত্রাণ সজ্জিত, দূরদৃষ্টিসম্পন্ন সেনাপতিদের অন্যতম ছিলেন, যাঁরা দামেস্ক বিজয়ে মরণপণ যুদ্ধ করেছিলেন। তাই সেনাপ্রধান হযরত আবু উবায়দা ইবনুল জাররাহ রাযি. তাঁর অবদানের পুরস্কার এভাবে দিলেন যে, তাঁকে মদীনায় হযরত উমর ইবনে খাত্তাব রাযি. এর নিকট বিজয়ের সুসংবাদসহ প্রেরণ করলেন। ফলে তিনি বিরামহীনভাবে এক জুমআ থেকে আরেক জুম্‌আ পর্যন্ত দিবারাত্র আট দিন দ্রুত ছুটতে লাগলেন। তারপর হযরত উমর ফারুক রাযি. কে মহা বিজয়ের সুসংবাদ দিলেন।

তারপর তিনি ঐ মুসলিম বাহিনীর এক অনন্য সেনাপতি ছিলেন যাঁরা মিসর বিজয় করেছিলেন। ফলে আমীরুল মু'মিনীন হযরত মুয়াবিয়া রাযি. তাঁকে পুরস্কার হিসেবে তিন বৎসর মিসরের শাসক বানালেন। তারপর তাঁকে যুদ্ধ করার জন্য ভূমধ্য সাগরের মাঝে বিদ্যমান রোডস্ দ্বীপে প্রেরণ করলেন।

জিহাদের প্রতি হযরত উকবা ইবনে আমের জুহানী রাযি.-এর আগ্রহ এমন পর্যায়ে পৌঁছল, যে তিনি জিহাদের হাদীসসমূহ মুখস্থ করে নিলেন। এবং তিনি তা মুসলমানদের নিকট বর্ণনা করতেন।তিনি তীর নিক্ষেপে অত্যন্ত পারদর্শী ও অভ্যস্থ ছিলেন। কখনো বিনোদন করতে চাইলে তীর নিক্ষেপের মাধ্যমে বিনোদন করতেন।

*** *** ***

মিসরে যখন মৃত্যু রোগে আক্রান্ত হলেন, তখন তিনি তাঁর সন্তানদের একত্রিত করলেন। তাদের অসীয়ত করে বললেন...

يَابَنِيَّ ، أَنْهَاكُمْ عَنْ ثَلَاثٍ فَاحْتَفِظُوا بِهِن ، لا تَقْبَلُوا الحَدِيْث عَنْ رَسُولِ الله إلا عَنْ ثِقَةٍ ، وَلا تَسْتَدِيْنُوا وَلَوْ لَبِسْتُمْ الْعَبَاء ، وَلا تَكْتُبُوا شِعْرًا فَتَشْغَلُوا بِه قُلُوبُكُم عَنِ القُرآن

হে আমার ছেলেরা! আমি তোমাদেরকে তিন কাজ করতে নিষেধ করছি। তোমরা তা অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে পালন করবে।

তোমরা বিশ্বস্ত ব্যক্তি ছাড়া কারো নিকট থেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস গ্রহণ করো না।

তোমরা কারো থেকে ঋণ গ্রহণ করো না, যদিও তোমরা আবা পরিধান কর।

তোমরা কবিতা লিখো না, তাহলে তোমাদের হৃদয় কুরআনকে বাদ দিয়ে কবিতায় মশগুল হয়ে পড়বে।

ইনতেকালের পর তাঁকে মুকাত্তাম পাহাড়ের চূড়ায় সমাধিস্থ করে সবাই তাঁর পরিত্যক্ত সম্পত্তির সন্ধানে ফিরে গেল। দেখতে পেল তিনি সত্তুরের অধিক ধনুক রেখে গেছেন। প্রত্যেক ধনুকের সাথে রয়েছে কিছু তূনীর ও তীর। তিনি অসীয়ত করে গেছেন যেন তা আল্লাহর রাস্তায় ব্যবহার করা হয়।

আল্লাহ তা'আলা ক্বারী, আলেম, গাজী হযরত উকবা ইবনে আমের রাযি.-এর চেহারাকে সজীব করুন। ইসলাম ও মুসলমানদের পক্ষ হতে আল্লাহ তা'আলা তাঁকে উত্তম বিনিময় দান করুন।

হযরত বেলাল ইবনে রাবাহ রাযি.

أَبُو بَكْرٍ سَـــيِّدُنَا وَ أَعْتَقَ سَـــيِّدَنَا (يعني بِلالا)

আবু বকর আমাদের মনীব , তিনি আমাদের মনীবকে আযাদ করেছেন। (অর্থাৎ বিলালকে)

...হযরত উমর ফারূক রাযি.

হযরত বেলাল ইবনে রাবাহ রাযি.

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুয়ায্যিন হযরত বেলাল ইবনে রাবাহ রাযি.-এর জীবনে আকীদা ও বিশ্বাসের পথে লড়াইয়ের এক বিস্ময়কর ইতিহাস রয়েছে ...

এমন একটি কাহিনী রয়েছে, কালপরিক্রমা যা বারবার বর্ণনা করে নিস্পৃহ হয় না

যার বর্ণনার যাদুময়তা থেকে কান পরিতৃপ্ত হয় না

হিজরতের প্রায় তেতাল্লিশ বৎসর পূর্বে "সারাত" নামক স্থানে হযরত বেলাল রাযি. জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতাকে রাবাহ নামে ডাকা হত আর তাঁর মাতাকে হামামা নামে ডাকা হত

তিনি মক্কার বাদীদের মাঝে এক কৃষ্ণকায়া বাদী ছিলেন

তাই কেউ কেউ হযরত বেলাল রাযি.-কে কৃষ্ণকায়া বাদীর সন্তান বলে ডাকত।

*** *** ***

হযরত বেলাল রাযি. মক্কা মুকাররামায় প্রতিপালিত হন। তিনি 'বনু আব্দুদ দার'-এর কয়েকজন এতীম বালকের দাস ছিলেন। তাদের পিতা তাদের ব্যাপারে তার অসীয়তকে কার্যকর করার জন্য কুফুরী মতবাদের সরদার উমাইয়া ইবনে খল্ফকে নিযুক্ত করে।

নতুন ধর্মের আলোকমালায় যখন মক্কা আলোকিত হয়ে উঠল...

আর রাসূলে আ'যম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাওহীদের কালিমার আহবান করলেন...

তখন হযরত বেলাল রাযি. ইসলাম গ্রহণে অগ্রগামীদের অন্যতম ব্যক্তি ছিলেন।

তিনি যখন ইসলাম গ্রহণ করেন তখন পৃথিবীতে তিনি ও ইসলাম গ্রহণে অগ্রগামী কয়েকজন ব্যক্তি ছাড়া আর কেউ মুসলমান ছিল না।

তাঁদের শীর্ষে ছিলেন উম্মুল মু'মিনীন হযরত খাদীজা বিনতে খুয়াইলিদ রাযি., হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাযি., হযরত আলী ইবনে আবু তালেব রাযি., হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসির রাযি., তাঁর মাতা হযরত সুমাইয়া রাযি., সুহাইব রুমী রাযি., মিকদাদ ইবনে আসওয়াদ রাযি.।

হযরত বেলাল রাযি.মুশরিকদের এতো নির্যাতন ও নিপীড়ন সহ্য করেন যা অন্য কেউ করে নি ...

তিনি তাদের এতো নিষ্ঠুরতা, নৃশংসতা ও নির্মমতা বরদাশত করেন যা অন্য কেউ করে নি... তিনি এবং তার সঙ্গী দুর্বল মুসলমানগণ আল্লাহর পথের পরীক্ষায় এমন ধৈর্য ধারণ করেছেন যা অন্য কেউ করে নি...

হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাযি. ও হযরত আলী ইবনে আবু তালেব রাযি. এর স্বজন ছিল, যারা তাঁদেরকে রক্ষা করত। গোত্রের লোকেরা ছিল, যারা তাঁদেরকে হেফাজত করত। আর এই দুর্বল গোলাম-বাদীদেরকে কুরাইশের লোকেরা নির্মমভাবে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিয়েছে ...

তারা তাদেরকে তাদের জন্য দৃষ্টান্ত বানাতে চাইলো যাঁরা তাদের ইলাহগুলোকে ত্যাগ করে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণ করার চিন্তা ভাবনা করছে।

এদেরকে শাস্তি দেয়ার দায়িত্ব গ্রহণ করল কুরাইশের কাফেরদের একদল অতি নিষ্ঠুর ও পাষাণ ব্যক্তি আর এদের মধ্যে আবু জাহেল [তার উপর আল্লাহর লানত হোক] হযরত সুমাইয়া রাযি. কে হত্যার পাপ নিয়ে ফিরে এল। সে তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে তাঁকে অকথ্য ভাষায় গালাগালি করল। তারপর বর্শা দিয়ে এতো প্রচণ্ডভাবে আঘাত করল যে,বর্শাটি তাঁর উদরের নিচ দিয়ে প্রবেশ করে পিঠ দিয়ে বেরিয়ে গেল

তাই তিনি ইসলামের ইতিহাসে সর্ব প্রথম শহীদ নারী।

আল্লাহর পথে নিপীড়িত তাঁর অন্যান্য ভাইদের মাঝে হযরত বেলাল ইবনে রাবাহ রাযি. ছিলেন সবার শীর্ষে। কুরাইশরা তাঁকে দীর্ঘ শাস্তি দিয়েছে ...

সূর্য যখন আকাশের কোলে এসে মাঝামাঝি স্থানে অবস্থান করত আর মক্কার বালুকারাশি সূর্যের তাপে এমন হতো যেন দাউ দাউ করে জ্বলছে ...তখন (কাফেররা এ সকল অসহায় গোলাম-বাদীদের) তাঁদের গায়ের পোষাক খুলে ফেলত। তাঁদেরকে লোহার বর্ম পরিধান করাত এবং তাদেরকে জ্বলন্ত সূর্যের উত্তাপে দগ্ধ করতো ...

দোররার আঘাতে আঘাতে তারা তাঁদের পিঠ ঝলসে দিত আর তাঁদেরকে নির্দেশ দিত যেন তাঁরা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে গালমন্দ করে।

তাই শাস্তি যখন কঠিন আকার ধারণ করত আর তাঁরা তা বরদাশত করার শক্তি হারিয়ে ফেলতেন তখন তারা যা চাইতো তাই তাঁরা করতেন কিন্তু তাঁদের হৃদয় তখন আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে লেগে থাকত। কিন্তু হযরত বেলাল রাযি. ছিলেন তাদের ব্যতিক্রম। আল্লাহ তা'আলার পথে তাঁর প্রাণ তাঁর কাছে তুচ্ছ মনে হত।

উমাইয়া ইবনে খলফ ও তার নিষ্ঠুর সাথীরা তাঁকে শাস্তি প্রদানের অধিক দায়িত্ব পালন করেছে।

দোররার আঘাতে আঘাতে তাঁর পিঠকে ঝলসে দিত, আর তিনি বলতেন, আহাদ, আহাদ... আল্লাহ এক, আল্লাহ এক ...

তারা তাঁর বুকের উপর বিশাল পাথর চাপা দিত আর তিনি ডেকে ডেকে বলতেন, আহাদ, আহাদ... আল্লাহ এক, আল্লাহ এক

তারা তাঁকে অত্যন্ত কঠিন শাস্তি দিত আর তিনি চিৎকার করে বলতেন, আহাদ, আহাদ... আল্লাহ এক, আল্লাহ এক

তারা তাঁকে লাত ও উয্যার নাম নিতে উৎসাহিত করত আর তিনি আল্লাহ ও রাসূলের যিকির করতেন ...

তারা তাকে বলত, আমরা যেমন বলি তুমি তেমন বল

উত্তরে তিনি বলতেন, আমার জিহবা তা ভাল মনে করে না

তখন তারা শাস্তি প্রদানে ঝাঁপিয়ে পড়ত এবং কঠিন থেকে কঠিনতর শাস্তি প্রদান করত

শক্তিধর নাফরমান উমাইয়া ইবনে খল্‌ফ শাস্তি দিতে দিতে অতিষ্ঠ হয়ে পড়লে, মজবুত রশি তাঁর গলায় বাঁধত। তারপর তাঁকে নির্বোধ বালকদের নিকট সমর্পণ করত। তাদের নির্দেশ দিত ,তারা যেন তাঁকে নিয়ে মক্কার অলিতে গলিতে ঘুরে। বালি আর কংকরে ভরা উপত্যকায় টেনে নিয়ে যায়।

হযরত বেলাল রাযি. আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের পথে এ নির্যাতন নিপীড়নকে মধুময় মনে করতেন। আর অবিরাম উর্ধ্ব জগতের সঙ্গীত আবৃত্তি করতে থাকতেন। বলতেন, আহাদ... আহাদ... আহাদ আহাদ...

তিনি বারবার তা বলে নিস্পৃহ হতেন না। তিনি বারবার তা পাঠ করে পরিতৃপ্ত হতেন না।

*** *** ***

হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাযি. উমাইয়া ইবনে খলফের নিকট তাঁকে ক্রয় করার প্রস্তাব দিলেন। তখন উমাইয়া তাঁর দাম বাড়িয়ে দিল। সে ধারণা করেছিল যে, আবু বকর রাযি. তাকে এত মূল্য দিয়ে ক্রয় করবেন না...

ফলে তিনি তাঁকে নয় উকিয়া স্বর্ণ দ্বারা ক্রয় করলেন...

ক্রয়চুক্তি পরিপূর্ণ হয়ে গেলে উমাইয়া তাঁকে বলল, তুমি যদি তাকে শুধুমাত্র এক উকিয়ায় ক্রয় করতে তাহলে আমি তাকে বিক্রয় করে দিতাম।

তখন হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাযি. বললেন, যদি তুমি তাঁকে একশত উকিয়া ছাড়া বিক্রয় না করতে, তাহলে আমি তাঁকে একশত উকিয়া দ্বারাই ক্রয় করতাম...

হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাযি. যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সংবাদ দিলেন যে, তিনি হযরত বেলাল রাযি. কে ক্রয়

করেছেন এবং নির্যাতনকারীদের হাত থেকে তাঁকে মুক্তি দিয়েছেন, তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হে আবু বকর! আমাকেও শরীক করে নাও।

হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাযি. বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি তাঁকে আযাদ করে দিয়েছি।

*** *** ***

আল্লাহ তা'আলা মহা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মদীনায় হিজরতের অনুমতি প্রদান করলে যাঁরা হিজরত করেছেন তাদের সাথে হযরত বেলাল রাযি.ও হিজরত করলেন...

হযরত বেলাল রাযি. হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাযি. ও হযরত আমের ইবনে ফিহির রাযি. একই গৃহে অবস্থান করেন। তাঁরা সবাই জ্বরে আক্রান্ত হন। হযরত বেলাল রাযি.-এর জ্বর একটু পড়লেই কণ্ঠ উঁচু করতেন এবং মিষ্টি স্বরে গেয়ে উঠতেন,

أَلا لَيْتَ شِعْرِي هَلْ أَبِيْتَنَّ لَيْلَـــةً

بِفَخٍّ وَ حَوْلِي إِذْخَرٌ وَ جَلِيْلٌ

وَهَلْ أَرِدْنَ يَوْمــًا مـــِيَاهَ مِجَنَّـــة

وَهَلْ يَبْدُوْنَ لِي شَـــامَةَ وَ طَفِيْلٌ

হায় ! আমি যদি মক্কার বাইরে অবস্থিত ফাখ নামক স্থানে একটি রাত কাটাতাম। আর আমার পাশে থাকত ইযখির ও জালীল ঘাস।

হায়! যদি মক্কার অদূরে অবস্থিত মিজান্না জলাশয়ে যদি একদিন নামতে পারতাম। আমার সামনে কি আবার মক্কার শামাহ্ ও তাফীল পাহাড় উদ্ভাসিত হবে।

হযরত বেলাল রাযি. যদি মক্কা ও তার অলি-গলি আর মক্কার উপত্যকা ও পর্বতমালার প্রতি আকৃষ্ট হন, আবেগ তাড়িত হন তাহলে তাতে আশ্চর্যের কিছুই নেই ...

কারণ তিনি সেখানে ঈমানের স্বাদ আস্বাদন করেছেন...

সেখানে তিনি আল্লাহর সন্তুষ্টির লক্ষ্যে নির্যাতনের স্বাদকে মধু রূপে উপভোগ করেছেন

সেখানে তিনি শয়তানের উপরে ও স্বীয় নফসের উপর বিজয় লাভ করেছেন ...

*** *** ***

হযরত বেলাল রাযি. মদীনায় কুরাইশদের নির্যাতন ও নিপীড়ন থেকে মুক্ত হয়ে অবস্থান করলেন। তিনি তাঁর নবী ও হাবীব মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য অবসর হয়ে গেলেন।

তাই সকালে তিনি বেরিয়ে গেলে তাঁর সাথে বেরিয়ে যেতেন, সন্ধ্যায় তিনি ফিরে এলে তাঁর সাথে ফিরে আসতেন ...

তিনি নামায আদায় করলে তাঁর সাথে নামায আদায় করতেন, তিনি যুদ্ধ করলে তাঁর সাথে যুদ্ধ করতেন ...

এমনকি তিনি ছায়ার চেয়ে অধিক তার সাথে লেগে রইলেন।

তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায় মসজিদ স্থাপন করলে যখন আযানের প্রচলন শুরু হল

তখন হযরত বেলাল রাযি. ইসলামের প্রথম মুয়াযযিন হলেন। তিনি আযান দেয়া শেষ করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গৃহের দরজায় দাঁড়িয়ে বলতেন,

حي على الصلوة ، حي على الفلاح

নামাযের দিকে এসো, সফলতার দিকে এসো

তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন তাঁর কামরা থেকে বেরিয়ে আসতেন আর হযরত বেলাল রাযি. তাঁকে আসতে দেখতেন তখন ইকামত শুরু করতেন।

*** *** ***

রাজা বাদশাহরা যে মহামূল্যবান বস্তুসমূহ সংরক্ষণ করেন তার থেকে তিনটি ছোট নেজা যখন হাবশার বাদশাহ রাসূলে আ'যম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে উপহার দিলেন, তখন রাসূল তার একটি নিজের জন্য রাখলেন। আরেকটি হযরত আলী ইবনে আবু তালেব রাযি.কে দিলেন। আরেকটি হযরত উমর ইবনে খাত্তাব রাযি.কে দিলেন

অতঃপর তিনি তাঁর নেজাটি হযরত বলাল রাযি.কে দিলেন। আর হযরত বেলাল রাযি. তা নিয়ে সারা জীবন রাসূলের সামনে সামনে চলতেন...

দুই ঈদে ও ইস্তেসকার নামাযে তিনি তা বহন করে নিয়ে যেতেন। খোলা প্রান্তরে নামায হলে তিনি তা রাসূলের সামনে (সোতরা হিসেবে) প্রোথিত করতেন।

*** *** ***

হযরত বেলাল রাযি. মহা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে বদরের যুদ্ধে উপস্থিত ছিলেন। তিনি স্বচোখে দেখেছেন, কীভাবে আল্লাহ তাঁর প্রতিশ্রুতি পূরণ করেছেন এবং তাঁর বাহিনীকে সাহায্য করেছেন। তিনি সেই নাফরমানদের ধরাশায়ী হতে দেখেছেন যারা তাঁকে নির্মম ভাবে নির্যাতন ও নিপীড়ন করত

আবু জাহেল আর উমাইয়া ইবনে খলফকে ধরাশায়ী হতে দেখলেন। দেখলেন, মুসলমানদের তরবারী তাদেরকে আঘাতের পর আঘাত করছে আর নির্যাতিত নিপীড়িত মুসলমানদের বর্শা তাদের রক্ত পান করছে।

*** *** ***

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সবুজ অশ্বারোহী বাহিনীর শীর্ষে অবস্থান করে বিজয়ীবেশে মক্কায় প্রবেশ করলেন তখন তাঁর সাথে ছিলেন হযরত বেলাল ইবনে রাবাহ রাযি.।

আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কাবা মুয়ায্যমায় প্রবেশ করলেন তখন তিনজন ব্যক্তিই তাঁর সাথে ছিলেন।

তাঁরা হলেন হযরত উসমান ইবনে ত্বলহা রাযি., তিনি কাবা মুয়ায্যমার চাবি বহন করছিলেন।

হযরত উসামা ইবনে যায়েদ রাযি., যিনি রাসূলুল্লাহর প্রিয় ব্যক্তিত্ব ও তাঁর প্রিয় ব্যক্তিত্বের পুত্র।

হযরত বেলাল ইবনে রাবাহ রাযি., যিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুয়ায্যিন।

যখন যোহরের নামাযের সময় ঘনিয়ে এল তখন সমবেত হাজার হাজার মানুষ রাসূলে আ'যম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ঘিরে রেখেছিল।

স্বেচ্ছায় বা অপারগ হয়ে কুরাইশের কাফেরদের মধ্যে যারা মুসলমান হয়েছে তারা সেই বিশাল জনসমাবেশকে দেখছিল

তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত বেলাল ইবনে রাবাহ রাযি. কে ডাকলেন এবং কাবার উপরে উঠে তাওহীদের বাণীর ঘোষণা দিতে নির্দেশ দিলেন। হযরত বেলাল রাযি. তখন ঘোষণা দিলেন...

তাঁর সুউচ্চ আযানের ধ্বনি ছড়িয়ে পড়ল।

হাজার হাজার শির প্রসারিত হয়ে তাঁকে অবলোকন করতে লাগল। হাজার হাজার কণ্ঠ বিনয়-নম্রতার সাথে তাঁর পশ্চাতে পুণঃপুণঃ উচ্চারণ করতে লাগল।

আর যাদের অন্তরে ব্যাধি রয়েছে হিংসা তাদের অন্তরকে ছিড়ে ছিড়ে খাচ্ছিল। বিদ্বেষ তাদের হৃদয়কে ছিন্নভিন্ন করছিল।

হযরত বেলাল রাযি. যখন আযান দিতে দিতে এ কথায় পৌছলেন

أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللهِ

আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূল।

তখন আবু জাহেলের মেয়ে জুয়ায়রা বলল, আমার আয়ুর শপথ! নিশ্চয় আল্লাহ আপনার আলোচনাকে সমুন্নত করেছেন

নামায আমরা আদায় করব, তবে আল্লাহর শপথ করে বলছি, যে আমাদের প্রিয়জনদের হত্যা করেছে আমরা তাকে মহব্বত করতে পারি না। তার পিতা বদরের যুদ্ধে নিহত হয়েছিল

খালেদ ইবনে উসাইদ বলল, সকল প্রশংসা আল্লাহর, যিনি আমার পিতার প্রতি দয়া করেছেন। তাই তিনি এ দিনে উপস্থিত হননি। তার পিতা মক্কা বিজয়ের একদিন পূর্বে মরেছিল ...

হারেস ইবনে হিশাম বলল, হায় হায়! আমার এ কী হল!! আমি যদি বেলালকে কাবার উপর দেখার আগেই মরে যেতাম।

হাকাম ইবনে আবুল আস বলল, আল্লাহর শপথ করে বলছি, কাবার উপর দাঁড়িয়ে বনু জুমাহের গোলাম গাধার ন্যায় চিৎকার করছে, এটাতো ভয়াবহ বিপর্যয়!

তাদের সাথে আবু সুফিয়ান ইবনে হরব ছিল। সে বলল, তবে আমি কিছু বলব না

কারণ আমি যদি একটি শব্দও বলি তাহলে এই পাথর কণাটি তা মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহর নিকট পৌঁছে দিবে।

*** *** ***

সারা জীবন হযরত বেলাল রাযি. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য আযান দিলেন।

আর রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ কণ্ঠকে অনেক ভালবাসতেন যা আল্লাহর পথে নির্মমভাবে নিপীড়িত হয়েছে আর অবিরাম বলেছে, আহাদ... আহাদ...

রাসূলে আ'যম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন ইনতেকাল করলেন আর নামাযের সময় ঘনিয়ে এল, তখন হযরত বেলাল রাযি. আযানের জন্য দাঁড়িয়ে গেলেন। নবীয়ে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চাদরে আবৃত। তাঁকে তখনো দাফন করা হয়নি। আযান দিতে দিতে তিনি যখন–

أشهد أنَّ محمداًرَّسُـــولُ الله

পর্যন্ত পৌঁছলেন তখন অশ্রুধারা তাঁর কণ্ঠ রোধ করে ফেলল... কণ্ঠস্বর গলায় আটকে গেল

মুসলমানগণ কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন। ডুকরে ডুকরে কাঁদতে লাগলেন।

এরপর হযরত বলাল রাযি. তিন দিন আযান দিলেন। আযান দিতে দিতে যখনই তিনি أشهد أنَّ محمداًرَّسُـــولُ الله -পর্যন্ত পৌঁছতেন অঝোরধারায় কাঁদতে থাকতেন

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইনতেকালের পর আযান দেয়ার যাতনা সহ্য করতে না পেরে তিনি খলীফা হযরত আবু বকর রাযি. এর নিকট আবেদন করলেন, যেন তাঁকে আযান দেয়ার দায়িত্ব থেকে অব্যহতি দেয়া হয়।

তিনি আল্লাহর পথে জিহাদে বের হওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করলেন এবং শামের সীমান্তে নিয়োজিত থাকতে চাইলেন।

তখন হযরত আবু বকর রাযি. তাঁর আবেদনে সাড়া দিলেন। তবে মদীনা ত্যাগের অনুমতি প্রদান করতে দ্বিধাদ্বন্দ্বে পড়ে গেলেন... তখন হযরত বেলাল রাযি. বললেন, যদি আমাকে আপনি নিজের জন্য ক্রয় করে থাকেন তাহলে আটকে রাখুন...

আর যদি আমাকে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য আযাদ করে থাকেন তাহলে যার জন্য আমাকে আযাদ করেছেন তাঁর জন্য আমার পথ মুক্ত করে দিন।

হযরত আবু বকর রাযি. বললেন,আল্লাহর শপথ করে বলছি,আমি তোমাকে শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই ক্রয় করেছি...

আর তোমাকে শুধুমাত্র আল্লাহর পথেই আযাদ করে দিয়েছি।

তখন হযরত বেলাল রাযি. বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইনতেকালের পর কারো জন্য আযান দিব না।

হযরত আবু বকর রাযি. বললেন, সেটা তোমার ইচ্ছে।

*** *** ***

মুসলমান মুজাহিদ বাহিনীর সাথে হযরত বেলাল রাযি. মদীনা থেকে চলে গেলেন এবং দামেস্কের নিকটবর্তী দারাইয়া নামক স্থানে অবস্থান করলেন।

হযরত উমর রাযি. শাম দেশে আসা পর্যন্ত তিনি আযান দেয়া থেকে বিরত রইলেন ...

দীর্ঘ অনুপস্থিতির পর তিনি হযরত বেলাল রাযি.-এর সাথে সাক্ষাৎ করলেন।

হযরত উমর রাযি. তাঁকে খুব মহব্বত করতেন, অত্যন্ত সম্মান করতেন। এমনকি হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাযি.-এর কথা তাঁর নিকট আলোচিত হলে তিনি বলতেন,

أَبُو بَكْرٍ سَيِّدُنَا وَ أَعْتَقَ سَيِّدَنَا (يعني بِلالا)

আবু বকর আমাদের মনিব, তিনি আমাদের মনিবকে আযাদ করেছেন। (অর্থাৎ বেলালকে)

হযরত বেলাল ইবনে রাবাহ রাযি. দামেস্কে বসবাস করতে থাকলেন। অবশেষে তাঁর মৃত্যুর নির্ধারিত সময়টি ঘনিয়ে এল। তখন তাঁর সহধর্মীণী তাঁর পাশে বসে কাঁদতে লাগলেন আর বলতে লাগলেন,

وَا حُزْناه ...

হায় দুঃখ-বেদনা !...

আর হযরত বেলাল রাযি. প্রত্যেক বার চোখ মেলে তাকাতেন আর উত্তরে বলতেন,

وَا فَرَحَاهَ...

হায় আনন্দ-উল্লাস!...

তারপর এ কথা বলতে বলতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন।

غَداً نَلْقى الأَحبَــةَ. . . مُحَمَّداً و صَحْبَه

غَداً نَلْقى الأَحِبَــةَ. . . مُحَمَّداً و صحْبَه

আগমীকাল প্রিয়জনদের সাথে... মুহাম্মাদ ও তাঁর সাথীদের সাথে গিয়ে মিলিত হব।

আগমীকাল প্রিয়জনদের সাথে... মুহাম্মাদ ও তাঁর সাথীদের সাথে গিয়ে মিলিত হব।

হযরত হাবীব ইবনে যায়েদ আনসারী রাযি.

بَارَكَ اللهُ عَلَيْكَ منْ أهلِ الَبْيت ، رحمَكُمُ اللهُ من أهْلِ الَبيْت

আল্লাহ তা'আলা তোমাকে আহলে বাইতের পক্ষ থেকে
বরকত দান করুন এবং আল্লাহ তা'আলা তোমাকে
আহলে বাইতের পক্ষ থেকে রহম করুন।

**হযরত হাবীব রাযি. ও তাঁর পরিজনের প্রশংসায়
রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম...**

হযরত হাবীব ইবনে যায়েদ আনসারী রাযি.

যে গৃহের প্রতিটি খুঁটি থেকে ঈমানের সুবাস উত্থিত হয়...

যে গৃহের প্রত্যেক অধিবাসীর ললাট থেকে আত্মত্যাগ আর আত্মোৎসর্গের আভা প্রতিফলিত হয়

সেই গৃহে হযরত হাবীব ইবনে যায়েদ আনসারী রাযি. জন্মলাভ করেন ও প্রতিপালিত হন।

*** *** ***

তাঁর পিতা হলেন হযরত যায়েদ ইবনে আসেম রাযি.। তিনি মদীনায় মুসলমানদের মাঝে অগ্রগামী ব্যক্তি ছিলেন। বাইআতে আকাবায় উপস্থিত সত্তরজন সাহাবীর একজন ছিলেন, যাঁরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দু'হাত ধরে বাইয়াত গ্রহণ করেছিলেন আর তাঁর সাথে ছিলেন তার স্ত্রী ও দু' ছেলে।

তাঁর মাতা হলেন হযরত উম্মে উমারা রাযি.। তিনি সর্ব প্রথম মহিলা যিনি আল্লাহর দীনকে রক্ষার জন্যে, আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে রক্ষার জন্যে অস্ত্র তুলে নিয়েছিলেন।

তাঁর ভাই হলেন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যায়েদ রাযি.। তিনি উহুদের দিবসে তাঁর গর্দানকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গর্দানের সামনে, তাঁর বুককে রাসূলের বুকের সামনে রেখেছিলেন

তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁদের ব্যাপারে বলেছেন,

بَارَكَ اللهُ عَلَيْكَ مِنْ أَهلِ الْبَيت ، رحمَكُمُ اللهُ من أَهْلِ الَبيْت

আল্লাহ তা'আলা তোমাকে আহলে বাইতের পক্ষ থেকে বরকত দান করুন এবং আল্লাহ তা'আলা তোমাকে আহলে বাইতের পক্ষ থেকে রহম করুন।

*** *** ***

যখন আল্লাহর নূর হযরত হাবীব ইবনে যায়েদ আনসারী রাযি.-এর হৃদয়ে প্রবেশ করল তখন তিনি ছিলেন কোমল,সতেজ। তাই ঈমান তাঁর মাঝে আসন গেড়ে বসল।

তাঁর সৌভাগ্য হয়েছিল, তাই তিনি তাঁর পিতা-মাতা, খালা ও ভাইয়ের সাথে ইসলামের ইতিহাস সৃষ্টির জন্য সম্মানিত ও মর্যাদাবান সত্তর জনের অভিযাত্রী দলের সাথে মক্কায় গিয়েছিলেন। সেখানে তিনি তাঁর ছোট হাতটি প্রসারিত করেছিলেন এবং রাতের অন্ধকারে আকাবার বাইয়াত গ্রহণ করেছিলেন।

সে দিন থেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর নিকট তাঁর পিতা মাতার চেয়েও অধিক প্রিয় হয়ে গেলেন ...

ইসলাম তাঁর নিকট তাঁর অন্তরের চেয়ে অধিক মূল্যবান হয়ে গেল।

*** *** ***

হযরত হাবীব ইবনে যায়েদ রাযি. বদরের যুদ্ধে উপস্থিত হতে পারেননি; কারণ তিনি তখন একেবারে ছোট ছিলেন।

উহুদের যুদ্ধে অংশ গ্রহণের মর্যাদাও তিনি অর্জন করতে পারেননি। কারণ তিনি তখনো অস্ত্র বহনের বয়সে পৌঁছেননি ...

তবে তিনি তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সকল যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। আর সকল যুদ্ধে তাঁর ছিল পতাকা ও ইজ্জত

ছিল সম্মান ও মর্যাদা

ছিল আত্মোত্যাগ ও জীবনোৎসর্গ

তবে এ যুদ্ধগুলো বিশাল ও বিস্ময়কর হওয়া সত্ত্বেও প্রকৃতপক্ষে আরো বিশাল অবস্থানের জন্য কঠিন প্রস্তুতি ছাড়া আর কিছুই ছিল না, যার

আলোচনা তোমার নিকট করতে যাচ্ছি। যা তোমার হৃদয়কে প্রচণ্ডভাবে আলোড়িত করবে যেমন নবুয়তের যুগ থেকে আমাদের এই যুগ পর্যন্ত কোটি কোটি মুসলমানের হৃদয়কে আলোড়িত করেছে।

যাঁর কাহিনী তোমাকে বিস্ময়াভিভূত করবে যেমন যুগের পর যুগ মুসলমানদের বিস্ময়াভিভূত করেছে।

তাহলে এসো আমরা তাঁর কঠিন ও অবিশ্বাস্য কাহিনীটি শুরু থেকেই শুনি।

*** *** ***

নবম হিজরীর কথা। ইসলাম তখন বেশ শক্তিশালী। তার ক্ষমতা তখন প্রচণ্ড। তার স্তম্ভ তখন প্রোথিত। তাই আরবদের প্রতিনিধি দলগুলো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সাক্ষাৎ করে তাঁর সামনে ইসলামের ঘোষণা দিতে ও তাঁর নিকট আনুগত্যের বইয়াত গ্রহণ করতে জাযিরাতুল আরবের বিভিন্ন প্রান্ত হতে মদীনায় আসতে লাগল।

এ প্রতিনিধি দলগুলোর মাঝে বনু হানীফার প্রতিনিধি দলটি নজদের উঁচু অঞ্চল থেকে এসেছে।

*** *** ***

প্রতিনিধি দলটি মদীনার বাইরে তাদের উটগুলো বসিয়ে রাখল এবং তাদের একজনকে কাজাওয়ায় রেখে এল। তাকে মুসাইলামা ইবনে হাবীব হানাফী নামে ডাকা হয়। দলটি মহা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট গেল এবং তাঁর সামনে তার ও তার গোত্রের ইসলাম গ্রহণের ঘোষণা দিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের সম্মান করলেন এবং তাদের সকলকে উপঢৌকন দেয়ার নির্দেশ দিলেন। তাদের যে সাথীকে হাওদায় রেখে এসেছে তাকেও অনুরূপ দেয়ার নির্দেশ দিলেন।

*** *** ***

প্রতিনিধি দলটি নজদে তাদের আবাসভূমিতে পৌঁছার পরপরই মুসাইলামা ইবনে হাবীব মুরতাদ হয়ে গেল। মানুষের মাঝে দাঁড়িয়ে ঘোষণা করতে লাগল, সে একজন প্রেরিত নবী, আল্লাহ তাকে বনু

হানীফার নিকট প্রেরণ করেছেন যেমনিভাবে মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহকে কুরাইশের নিকট প্রেরণ করেছেন

বিভিন্ন কারণে তার গোত্রের লোকেরা তার পাশে এসে সমেবেত হতে লাগল। তার মাঝে সবচে' গুরুত্বপূর্ণ ছিল সাম্প্রদায়িকতা। এমনকি তাদের একজন বলল,

أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا لَصادق وَ أَنَّ مُسَيْلَمَةَ لَكَذَّابٌ ؛وَلكنَّ كَذَّابَ رَبِيْعَـــةَ أَحَبُّ إِلَيَّ منْ صَادق مُضَرَ

আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, মুহাম্মাদ সত্যবাদী আর মুসায়লামা মিথ্যাবাদী। কিন্তু রবীয়া গোত্রের মিথ্যাবাদী মুযার গোত্রের সত্যবাদীর চেয়ে অধিক উত্তম।

*** *** ***

মুসায়লামার বাহু মজবুত হয়ে গেলে ও তার নবুয়তের দাবীর বিষয়টি শক্তিশালী হয়ে গেলে সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট একটি পত্র লিখে পাঠাল। পত্রটি হল

من مسيلمة رسول الله الى محمد رسول الله ، سلام عليك

أما بعد... فإني قد أشركت في الأمر معك ، و إن لنا نصف الأرض ولقريش نصف الإرض ولكن قريشا قوم يعتدون.

আল্লাহর রাসূল মুসায়লামার পক্ষ হতে আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদের নিকট, তোমার উপর রহমত বর্ষিত হোক...

সালামের পর বলছি, তোমার সাথে আমাকে নবুওয়াতিতে শরীক করা হয়েছে। আমাদের জন্য অর্ধ-ভূমি আর কুরাইশের জন্য অর্ধ-ভূমি। তবে কুরাইশরা একটি সীমালঙ্ঘলকারী সম্প্রদায়।

সে তার অনুগত ব্যক্তিদের মধ্য হতে দুজনের মাধ্যমে পত্রটি পাঠিয়ে দিল। মহা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট পত্রটি পাঠ করা হলে তিনি লোক দু'জনকে বললেন, তোমরা কী বল?

তারা উত্তরে বলল, তিনি যেমন বলেছেন আমরাও তাই বলি। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে বললেন, আল্লাহর শপথ করে বলছি, যদি দূতদের হত্যা করা হত তাহলে আমি তোমাদের শিরোচ্ছেদ করতাম।

তারপর তিনি মুসায়লামার নিকট একটি পত্র লিখলেন, পত্রটি হল...

بسم الله الرحمن الرحيم

من محمد رسول الله إلي مسيلمة الكذاب...

السلام على من اتبع الهدى ، أما بعد فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده و العاقبة للمتقين

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদের পক্ষ হতে মিথ্যাবাদী মুসায়লামার নিকট...

যারা হিদায়াতের অনুসরণ করে তাদের উপর রহমত বর্ষিত হোক। সালামের পর বলছি... পৃথিবী আল্লাহর, তিনি তাঁর বান্দাদের মধ্য হতে যাঁকে ইচ্ছা তাকে তার উত্তরাধিকারী বানান। আর শুভ পরিণাম মুত্তাকীদের জন্য...

তারপর সেই লোক দু'জনের মাধ্যমে তিনি পত্রটি পাঠিয়ে দিলেন।

*** *** ***

মিথ্যাবাদী মুসায়লামার বাঁদরামি বৃদ্ধি পেল। অনিষ্টাচরণ ছড়িয়ে পড়ল। তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার নিকট একটি পত্র পাঠিয়ে তাকে তার ভ্রষ্টতা থেকে বিরত রাখতে ইচ্ছে করলেন। পত্র বয়ে নেয়ার জন্য আমাদের কাহিনীর বীর পুরুষ হযরত হাবীব ইবনে যায়েদকে আহবান করলেন।

তখন তিনি ছিলেন সজীব স্বাস্থ্যোজ্জ্বল পরিপূর্ণ যুবক। মাথার তালু থেকে পায়ের তলা পর্যন্ত তিনি একজন মু'মিন ব্যক্তি।

*** *** ***

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশ অনুযায়ী তিনি অবিরাম চলতে লাগলেন। কোথাও বিশ্রাম নিলেন না। চড়াই-উতরাই পেরিয়ে তিনি ছুটে চললেন। অবশেষে নজদের উঁচু এলাকায় বনু হানীফার বস্তিতে গিয়ে পৌঁছলেন এবং মুসায়লামাকে পত্রটি দিলেন।

পত্রের বক্তব্য বুঝা মাত্রই হিংসা আর বিদ্বেষে মুসায়লামার বুক ফুলে উঠল। তার কুৎসিত হলুদ চেহারার রেখায় রেখায় বিশ্বাসঘাতকতা আর কুচিন্তা ফুটে উঠল। সে হযরত হাবীব ইবনে যায়েদ রাযি. কে বন্দী করার ও পরদিন সকালে তার নিকট নিয়ে আসার নির্দেশ দিল।

পরদিন সকালে মুসায়লামা তার মজলিসের মাঝে গিয়ে বসল। তার ডানে বামে তার বিভ্রান্ত অনুসারীদের শীর্ষ ব্যক্তিরা বসল। সে সাধারণ লোকদেরকেও প্রবেশের আনুমতি প্রদান করল। তারপর হযরত হাবীব ইবনে যায়েদ রাযি.-কে আনার হুকুম দিল। তিনি শিকলাবদ্ধ অবস্থায় ধীরে ধীরে এলেন।

*** *** ***

হিংসায় ভরা সমেবেত লোকগুলোর মাঝে হযরত হাবীব ইবনে যায়েদ রাযি.আত্মমর্যাদা নিয়ে শির উঁচু করে সোজা হয়ে দাঁড়ালেন। দক্ষ কারিগরের হাতে তৈরী মজবুত নিখুঁত সামহারী বর্শার ন্যায় সবার মাঝে সটান দাঁড়িয়ে রইলেন।

মুসায়লামা তাঁর দিকে ফিরে তাকিয়ে বলল, তুমি কি সাক্ষ্য দাও, মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল?

তিনি বললেন, হ্যাঁ...আমি সাক্ষ্য দেই, মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল।

তখন মুসায়লামা ক্রোধে ফেঁটে পড়ে বলল, তুমি কি সাক্ষ্য দাও, আমি আল্লাহর রাসূল?

তখন হযরত হাবীব ইবনে যায়েদ রাযি. কঠিনভাবে তিরস্কার করে বললেন, আমার দু'কানে বধিরতা রয়েছে। আমি তোমার কথা শুনি না।

মুসায়লামার চেহারা বিবর্ণ হয়ে গেল। ক্রোধে ঠোট দু'টি কেঁপে উঠল। জল্লাদকে বলল, তার শরীরের একটি অংশ কেটে ফেল।

তখন জল্লাদ তরবারী দ্বারা আঘাত করল এবং তার শরীরের একটি অংশ কেটে ফেলল। আর তা মাটিতে গড়িয়ে পড়ল

তারপর মুসায়লামা তাঁকে সেই প্রশ্নই করল। বলল, তুমি কি সাক্ষ্য দাও, মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল?

তিনি বললেন, হ্যাঁ...আমি সাক্ষ্য দেই ,মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল।

মুসায়লামা বলল, তুমি কি সাক্ষ্য দাও , আমি আল্লাহর রাসূল?

হযরত হাবীব ইবনে যায়েদ রাযি. বললেন, আমি তোমাকে বলেছি, আমার দু'কানে বধিরতা রয়েছে । আমি তোমার কথা শুনি না।

তখন মুসায়লামা তাঁর শরীর থেকে আরেকটি অংশ কেটে ফেলতে নির্দেশ দিল। তাঁর শরীর থেকে আরেকটি অংশ কাটা হল। তা মাটিতে গড়িয়ে পূর্বের কাটা অংশটির পাশ গিয়ে স্থির হল। সমবেত লোকেরা বিস্ফোরিত নেত্রে চোখ তুলে তাকিয়ে আছে। তারা তাঁর প্রতিজ্ঞা ও জেদি মনোভাবের কারণে অবাক, হতবুদ্ধি।

এভাবেই মুসায়লামা জিজ্ঞেস করছে, জল্লাদ কাটছে আর হযরত হাবীব ইবনে যায়েদ রাযি. বলছেন,

أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ

আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল।

অবশেষে তাঁর শরীরের প্রায় অর্ধেক অংশ কর্তিত অবস্থায় মাটিতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রইল আর অর্ধেক অংশ একটি বড় টুকরার আকার ধারণ করে তার সাথে কথা বলতে থাকল

তারপর তাঁর প্রাণবায়ু উড়ে গেল আর তার পবিত্র ওষ্ঠাধরে লেগে রইল নবীর নাম, যাঁর হাতে তিনি আকাবার রাতে বাইয়াত গ্রহণ করেছিলেন ...

লেগে রইল আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাম।

*** *** ***

হযরত হাবীব ইবনে যায়েদ রাযি. এর শাহাদাতের সংবাদ তাঁর মায়ের নিকট পৌঁছল। তিনি তাঁর দুঃখ-বেদনাকে বক্ষেই ধারণ করলেন এবং আল্লাহ তা'আলার নিকট তার বিনিময় কামনা করলেন।

ইয়ামামার যুদ্ধের দিবসে হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাযি. মিথ্যাবাদী মুসায়লামার বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য একটি বাহিনী তৈরী করলেন ও তার পতাকা হযরত খালেদ সাইফুল্লাহ রাযি.-এর হাতে তুলে দিলেন।

এ বীর যোদ্ধা বাহিনীর সাথে মিলিত হলেন হযরত হাবীব ইবনে যায়েদের মাতা ও তাঁর ভাই আব্দুল্লাহ তাঁরা আল্লাহর রাহে জিহাদের ইচ্ছে করে বের হয়েছেন।

তাঁদের ইচ্ছা, তাঁরা আল্লাহর শত্রু ও হযরত হাবীব ইবনে যায়েদের শত্রু থেকে প্রতিশোধ নিবেন।

*** *** ***

ইয়ামামার প্রচণ্ড উত্তাপের দিবসে হযরত হাবীব ইবনে যায়েদ আনসারী রাযি. এর মাতাকে দেখা গেল, তিনি ক্ষিপ্ত বাঘিনীর ন্যায় ব্যূহ ভেদ করে চিৎকার করতে করতে ছুটে যাচ্ছেন

আল্লাহর শত্রু কোথায় ?

আল্লাহর শত্রুকে আমায় দেখিয়ে দাও

তিনি তার নিকট পৌঁছে তাকে মাটিতে ধরাশায়ী দেখতে পেলেন।

দেখতে পেলেন, তার রক্ত পান করে মুসলমানদের তরবারী আগেই তৃষ্ণা দূর করেছে।

ফলে তাঁর হৃদয় মুগ্ধ হল

তাঁর চোখ শীতল হল

আর কেনইবা মুগ্ধ ও শীতল হবে না?

আল্লাহ তা'আলা কি তাঁর মুত্তাকী-পরহেযগার পূণ্যবান ছেলের হতভাগ্য যালিম হন্তা থেকে প্রতিশোধ নেননি ?

হ্যাঁ, অবশ্যই নিয়েছেন

তাদের প্রত্যেকেই তাদের রবের নিকট ফিরে গেছে কিন্তু

একদল জান্নাতে ফিরে গেছে ...

আরেকদল জাহান্নামে ফিরে গেছে ...

সমাপ্ত

যে সকল সাহাবায়ে কেরামের বিরল বিচিত্র ও বিস্ময়কর ঘটনাবলী নিয়ে এই কিতাব

- হযরত ওসাইদ ইবনে হুযাইর রাযি.
- হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি.
- হযরত নু'মান ইবনে মুকাররিন রাযি.
- হযরত সুহাইব রুমী রাযি.
- হযরত আবু দারদা রাযি.
- হযরত যায়েদ ইবনে হারেছা রাযি.
- হযরত উসামা ইবনে যায়েদ রাযি.
- হযরত সাঈদ ইবনে যায়েদ রাযি.
- হযরত উমাইর ইবনে সা'দ রাযি.
- হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আউফ রাযি.
- হযরত জা'ফর ইবনে আবু তালেব রাযি.
- হযরত আবু সুফিয়ান ইবনে হারেস রাযি.
- হযরত সা'আদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস রাযি.
- হযরত হুযাইফা ইবনে ইয়ামান রাযি.
- হযরত উকবা ইবনে আমের জুহানী রাযি.
- হযরত বেলাল ইবনে রাবাহ রাযি.
- হযরত হাবীব ইবনে যায়েদ আনসারী রাযি.

ISBN : 984-70250-0005-6
9 847025 000056

প্রকাশনায়

মাকতাবাতুল আশরাফ-এর সহযোগী প্রতিষ্ঠান
ইসলামী টাওয়ার, ১১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

পরিবেশনায়

মাকতাবাতুল আশরাফ